The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
সফলতার ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯এ পদার্পণ
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১৬ ॥ সোমবার পৌষ ২২, ১৪৩১ ॥ রজব ০৪, ১৪৪৬ ॥ Vol. 29 ॥ Issue 16 / January 6, 2025 USA. Free in NY, Other State $1



বিনামূল্যে অনলাইনে ট্যাক্স ফাইল জমা নেয়ার ঘোষণা গভর্নর ক্যাথি হোকুলের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের জন্য অনলাইনে বিনামূল্যে ট্যাক্স ফাইল জমা নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল। শুক্রবার (৩

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

ম্যানহাটনে গাড়ি প্রবেশে টোল কার্যকর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্যস্ততম ম্যানহাটনের কেন্দ্রীয় এলাকায় প্রবেশের জন্য গাড়ির জন্য বহুল আলোচিত নতুন টোল 'কনজেশন প্রাইসিং' প্রদান কার্যকর করা হয়েছে।

রোববার ৫ জানুয়ারি (শনিবার মধ্যরাত ১২টার পর) থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। নিউইয়র্ক প্রবেশের জন্য নতুন এ টোলকে 'কনজেশন প্রাইসিং' বলা হয়। শহরে যানজট কমানোর পাশাপাশি জনপরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

ডজনখানেক নির্বাহী আদেশের পরিকল্পনা!

২০ জানুয়ারি শপথ ডোনাল্ড ট্রাম্পের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আর মাত্র কয়েকদিন পরে ২০ জানুয়ারি শপথ নিতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সূত্রের তথ্যমতে ধারণা করা হচ্ছে শপথের পরদিনই ২১ জানুয়ারি প্রায় ডজন খানেক নির্বাহী আদেশ জারি করতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গণমাধ্যমে ট্রাম্প ও তাঁর ট্রানজেশন টিমের একাধিক সদস্যদের সাক্ষাৎকারে শপথের পর নির্বাহী আদেশ জারি ও বিল পাশের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে অবৈধ অভিবাসীদের গণ ডিপোর্টেশন, জন্ম সূত্রে নাগরিকত্ব বন্ধ, আইসিই'র গ্রেপ্তারী ক্ষমতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদেশী পণ্যে শুল্ক বৃদ্ধি, ট্র্যাক্সসহ বিভিন্ন আইনে সংযোজন এবং সংশোধনে এসব নির্বাহী আদেশ জারী করা হবে। যার সকল প্রস্তুতিও সম্পন্ন করে রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যে অবৈধ অভিবাসীদের গণ ডিপোর্টেশনে একাধিক

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

প্রথম দফায় ডিপোর্টেশন হবেন যে ১৪ লাখ অবৈধ অভিবাসী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে ১৪ লাখ অবৈধ অভিবাসী যারা ডিপোর্টেশনের আদেশপ্রাপ্ত তারাই প্রথম নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গণ বিতাড়নের শিকার হবেন। যদিও সেই তুলনায় কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট'র হেফাজতে ডিপোর্টেশনের আদেশপ্রাপ্ত অভিবাসী রয়েছেন খুবই নগণ্য। বাকিদের

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরে ৭৪ হাজার অপরাধী অভিবাসী গ্রেপ্তার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত আনডকুমেন্টেড ও অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তাররের রেকর্ড গড়েছে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৭৩ হাজার ৮২২ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করে আইসিই এজেন্টরা। যা ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এর প্রকাশিত তথ্য থেকে এ বিষয়টি জানা গেছে। আইসিই প্রতিবেদনে

বাকি অংশ ২৩

অনিবন্ধিত অভিভাবকদের তথ্য প্রকাশে কলেজ পড়ুয়া সন্তানরা ভীতসন্ত্রস্ত!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের কলেজ পড়ুয়া সন্তানেরা তাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সহায়তা ফরমে অভিভাবকদের তথ্য প্রকাশে ভীতসন্ত্রস্ত রয়েছেন। গণ ডিপোর্টেশনের ঘোষণার পর এমন শঙ্কায় রয়েছেন অবৈধ অভিবাসী

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

জর্জিয়ায় জিমি কার্টারের শেষকৃত্যের প্রথম পর্ব সম্পন্ন

শপথ অনুষ্ঠানে অর্ধনমিত থাকবে জাতীয় পতাকা, ক্ষোভ ট্রাম্পের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগামী ২০ জানুয়ারীর শপথ অনুষ্ঠানের দিনও পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি প্রয়াত সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের স্মরণে এক মাস পতাকা অর্ধনমিত রাখার এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর কার্টারের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৩০ দিনের জন্য পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দেন। ৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কার্টারের স্মরণসভায় যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করা ট্রাম্প শুক্রবার (৩ জানুয়ারী) ট্রুথ সোশ্যাল পোস্টে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, তার শপথ অনুষ্ঠানের সময় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ডেমোক্র্যাটদের আনন্দিত করেছে।

জর্জিয়ায় জিমি কার্টারের শেষকৃত্যের প্রথম পর্ব সম্পন্ন

এদিকে জর্জিয়ায় প্রয়াত সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারী) জন্মস্থান জর্জিয়ায় সমাহিত করা হবে কার্টারকে। শনিবার বেলা ৩টায় প্রয়াত প্রেসিডেন্টের কফিনবহনকারী গাড়ি জর্জিয়ার অ্যাটলান্টায় এসে পৌঁছায়। সেখানে জিমি কার্টারের বড় ছেলে জন কার্টার ও নাতী জেসন কার্টারের সাথে কুশল বিনিময় করেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা। অ্যাটলান্টা থেকে প্রয়াত প্রেসিডেন্টের কফিন নেয়া হয় কার্টার প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরিতে। সেখানে কার্টারকে বিশেষ সেনা-সম্মাননা প্রদান করে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। মঙ্গলবার জিমি কার্টারের কফিন আনা হবে ওয়াশিংটন ডিসিতে। সেখানে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেয়ার পর আবারও জর্জিয়ায় পাঠানো হবে কফিন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে আঘাত হানতে পারে তুষারঝড়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লাখ লাখ মানুষ তুষারঝড়, বৃষ্টি ও ভারী তুষারপাতের ঝুঁকিতে আছে। সোমবার (৬ জানুয়ারী) এসব অঞ্চলে শীতকালীন ঝড় আঘাত হানতে পারে। জাতীয় আবহাওয়া বিভাগের পূর্বাভাস অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া এই ঝড় আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে। ইতোমধ্যে, কেনটাকি ও ভার্জিনিয়া রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

টিউলিপ-আজমিনাকে ফ্ল্যাটদানের নেপথ্যে হাসিনা ঘনিষ্ঠ গনি!



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা কন্যা যুক্তরাজ্যে বসবাসরত লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের বিনা মূল্যে ফ্লাট গ্রহণ ও ফ্লাটদাতা মোতালিফের আ.লীগ-ঘনিষ্ঠতার রহস্যজট আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এর মধ্যেই টিউলিপের ছোট বোন আজমিনাকেও যুক্তরাজ্যে বিনা মূল্যে ফ্লাট দান করেছেন মঈন গনি নামে শেখ হাসিনা ঘনিষ্ঠ এক আইনজীবি এমন খবর প্রকাশ

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

রাজনীতিতে নয়া শক্তির আওয়াজ, নানা গুঞ্জন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হঠাৎই যেন গোলপোস্ট বদলে গেছে। চিরচেনা বন্ধুরা জড়াচ্ছেন বিরোধে। শত্রুদের কাছে টানার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষমতার লড়াই অবশ্য চিরকাল এমনই। কঠিন এবং নিষ্ঠুর। এ ভূমের রাজনীতি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত পার করছে। শেখ হাসিনার পলায়নের পর দৃশ্যপটে নানা পরিবর্তন আসছে। বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন মূলত দু'টি-এক. আগামী নির্বাচন কবে হবে? দুই. নির্বাচনে কারা জয় পাবেন।

এই প্রশ্নের প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে নতুন

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়











সেনাবাহিনীতে ১০ বছর চাকরি করা শামসুদ-দীন উগ্রবাদে জড়ালেন কীভাবে? খুঁজছেন তদন্তকারীরা

যুক্তরাষ্ট্রে হামলা

রয়টার্সের প্রতিবেদন: জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা সন্দেহভাজন হামলাকারী শামসুদ-দীন জব্বার সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে পেরেছেন যুক্তরাষ্ট্রের তদন্তকারীরা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর সাবেক এই কর্মী কীভাবে উগ্রবাদী হয়ে উঠলেন, গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশ্নের জবাব এখনো পাওয়া যায়নি। তাঁরা এখন জবাবের এ সূত্র খুঁজছেন। এমনটি প্রতিবেদন করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় গত বুধবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটায় লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিয়েন্স শহরের বুরবন স্ট্রিটে গাড়ি হামলার ঘটনা ঘটে। খ্রিষ্টীয় বর্ষবরণের আনন্দ-উৎসব চলার মধ্যে সেখানে সমবেত মানুষের ওপর একটি পিকআপ ট্রাক তুলে দেন চালক। এরপর লাফিয়ে নেমে একটি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তিনি গুলিবর্ষণ শুরু করেন। পুলিশের পাল্টা গুলিতে হামলাকারী নিহত হন। এ হামলায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই বলেছে, টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা শামসুদ-দীন (৪২) সন্দেহভাজন ওই হামলাকারী। আর হামলার পেছনে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন বলে ধারণা করছেন তদন্তকারীরা। লুইজিয়ানার অ্যাটর্নি জেনারেল লিজ মুরিল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।



এফবিআইয়ের উপসহকারী পরিচালক ক্রিস্টোফার রাইয়া বলেন, হামলার কিছু আগে কয়েকটি ভিডিও ধারণ করেন শামসুদ-দীন। সেখানে টেক্সাসের এই বাসিন্দাকে আইএসের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতে দেখা যায়। দাবি করা হয়, গত গ্রীষ্মের আগে জঙ্গি গোষ্ঠীটিতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। 'বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে লড়াইয়ে' বিশ্বাস করেন তিনি।

রাইয়া জানান, শামসুদ-দীন কীভাবে আইএসে যোগ দিলেন, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করছে এফবিআই। তবে হামলার পর যেসব প্রমাণ তদন্তকারীরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তাতে তাঁরা নিশ্চিত, সন্দেহভাজন এই হামলাকারী শতভাগ আইএসের মাধ্যমে উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ হন।

কর্তৃপক্ষ বলছে, শামসুদ-দীন একাই ওই হামলা চালান। হামলার পরপরই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন তিনি।

শামসুদ-দীনের সৎভাই আবদুল জব্বার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, শামসুদ-দীন একসময় একটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। বয়স ২০ বা ৩০এর কোটায় তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। তবে সম্প্রতি আবার ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হন।

আবদুল জব্বার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, শামসুদ-দীনের জন্ম ও বেড়ে ওঠা টেক্সাসে। কিন্তু কবে থেকে তাঁর সৎভাই উগ্রবাদে যুক্ত হলেন, সে ব্যাপারে ধারণা নেই।

এফবিআইয়ের সাবেক এজেন্ট আলী সৌফান সন্ত্রাসবাদী বিভিন্ন ঘটনা তদন্ত করেছেন। তিনি বলেন, আইএসের মাধ্যমে যাঁরা উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, ঠিক তাঁদের সঙ্গে শামসুদ-দীনের মিল নেই।

সৌফান বলেন, শামসুদ-দীন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে ১০ বছর কাজ করেছেন। ৪০এর কোটাতেও এ বাহিনীতে ছিলেন তিনি। যাঁরা আইএসে যোগ দিয়ে থাকেন, সাধারণত তাঁরা আরও কম বয়সী হন। আর শামসুদ-দীন এমন এক ব্যক্তি, যিনি একজন দেশপ্রেমী থেকে আইএসের সন্ত্রাসী হয়ে ওঠেন।

দেশে দেশে বড় রকমের প্রাণঘাতী বিভিন্ন হামলায় যুক্ত ব্যক্তিরা নানা সময় আইএস ও অন্যান্য উগ্রবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট থাকার দাবি করেছেন।

এমনই কয়েকটি হামলার মধ্যে রয়েছে ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে হামলা, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় হামলা, ২০১৭ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে হামলা। হামলাগুলোতে যথাক্রমে ১৩০ জন, ৪৯ ও ৮ জন নিহত হন।

প্যারিসের মতো কিছু হামলায় আইএসের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে জানা গেছে। তবে তদন্তকারীরা অন্যান্য হামলায় এ গোষ্ঠীর সরাসরি ভূমিকা থাকার কোনো প্রমাণ পাননি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে শামসুদ-দীনের যোগাযোগ ছিল কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয় বলে জানান তদন্ত কর্মকর্তারা।

শামসুদ-দীন সম্পর্কে আরও যা জানা গেছে

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মানবসম্পদ, তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন শামসুদ-দীন জব্বার। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১০-এর জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি আফগানিস্তানে ছিলেন।

শামসুদ-দীন আগে দুবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি চুরির ঘটনায় ২০০২ সালের নভেম্বরে তাঁকে একবার গ্রেপ্তার করা হয়। দোষী সাব্যস্ত হলে অল্প জরিমানাও করা হয়েছিল তাঁকে।

২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন শামসুদ-দীন জব্বার। সেখান থেকে কম্পিউটার ইনফরমেশন সিস্টেমে স্নাতক করেছেন।

সংবাদমাধ্যম সিবিএস জানিয়েছে, শামসুদ-দীন দুবার বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রথম বিবাহবিচ্ছেদ হয় ২০১২ সালে। ২০১৭ সালে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ২০২২ সালে এ বিয়েও ভেঙে যায়।

কানাডায় স্থায়ী নাগরিকত্ব প্রদানে কড়াকড়ি, দুঃশ্চিন্তায় বাংলাদেশিরা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডায় স্থায়ী বাসিন্দারা তাদের বাবা-মা ও দাদা-দাদিকে স্পন্সরের মাধ্যমে স্থায়ী করার যে সুযোগ পেতেন, তা বন্ধ করে দিয়েছে দেশটির সরকার। চলতি বছর থেকে এ ধরনের কোনো আবেদন নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে দেশটির অভিবাসন, উদ্বাস্তু ও নাগরিকত্ববিষয়ক বিভাগ (আইআরসিসি)। এটি পেরেন্টস অ্যান্ড গ্র্যান্ড পেরেন্টস (পিজিপি) প্রোগ্রাম হিসেবে পরিচিত ছিল। খবর ইকোনমিক টাইমসের।

যেসব স্থায়ী বাসিন্দা ২০২৪ সাল পর্যন্ত তাদের বাবা-মা অথবা দাদা-দাদির জন্য স্থায়ী কার্ডের আবেদন করেছিলেন, আপাতত সেগুলোই যাচাই-বাছাই করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে কানাডার যেসব নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা চান তাদের মা-বাবা বা স্বজন দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে এসে থাকুক, তারা চাইলে সুপার ভিসার আবেদন করতে পারবেন। সেটির মেয়াদ পাঁচ বছর।

অভিবাসনে কড়াকড়ি

আগে কানাডা অভিবাসন নীতিতে উদার থাকলেও, সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিবাসীর সংখ্যা কমানোর কথা বলেছেন। অভিবাসনে কঠোর নীতির ফলে ২০২৫ সালে কানাডায় বসবাসকারী অস্থায়ী ১২ লাখ বিদেশি দেশত্যাগে বাধ্য হতে পারেন। এমন তথ্য উঠে এসেছে টরন্টোভিত্তিক বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে।

এখন থেকে প্রতিবছর স্থায়ী বাসিন্দা সুবিধা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কানাডা। এ বছর মাত্র ৩ লাখ ৯৫ হাজার অভিবাসীকে স্থায়ী বাসিন্দার কার্ড দেওয়া হবে। ২০২৬ সালে এটি ৩ লাখ ৮০ হাজার এবং ২০২৭ সালে ৩ লাখ ৬৫ হাজারে নামিয়ে আনা হবে।

বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানিয়েছে, স্থায়ী বাসিন্দা কার্ডের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ায় অনেক বাংলাদেশি বিপাকে পড়বেন। পাঁচ বছর ধরে কানাডায় বসবাসরত ঢাকার কেরানীগঞ্জের প্রসেনজিত দাশ জয় (৩৫) বলেন, বর্তমানে কানাডায় স্থায়ী বাসিন্দার কার্ড পাওয়া রীতিমতো দুরূহ হয়ে উঠেছে। এটি পেতে সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট পয়েন্ট অর্জন করতে হয়, যার মান বাড়ানো হয়েছে সম্প্রতি। এতে যেসব বাংলাদেশি অস্থায়ীভাবে কানাডায় বাস করছেন, তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, বাবা-মা ও দাদা-দাদিকে না নেওয়ার বিষয়টি আগে থেকে কঠিন হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন সালাহউদ্দিন বাচ্চু নামে অপর এক প্রবাসী। তিনি বলেন, আমি যখন এসেছিলাম, তখন নিজ খরচে স্ত্রী-সন্তান ও বাবা-মাকে নিয়ে আসা যেত। দিন দিন এই অবস্থা কঠিন হয়েছে। প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ পিজিপির আবেদন করছেন। তবে সুযোগ পাচ্ছেন লটারিতে নাম ওঠা হাতেগোনা কয়েকজন।

বাংলাদেশের আসন্ন সংসদ নির্বাচনে

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মিল্টন-বাবুল-বাদল-ইলিয়াস-শহীদুল মনোনয়ন প্রার্থী



মিল্টন | বাবুল | বাদল | ইলিয়াস | শহীদুল

বিশেষ প্রতিনিধি: ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও শেখ হাসিনার দেশ ত্যাগের পর নোবেল পুরষ্কার জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনের পথে। আগামী ২০২৬ সালের মধ্য সময়ে আগেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশের এই নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী একাধিক বিএনপি নেতা মনোনয়ন প্রত্যাশী।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আখতার হোসেন বাদল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইলিয়াস খান ও ঝালকাঠি জেলা বিএনপি'র সহ সভাপতি আলহাজ শহীদুল ইসলাম শিকদার মনোনয়ন প্রত্যাশী। বিএনপি'র এই নেতারা দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কে বসবাস করেন এবং দলীয় কর্মকান্ডে সক্রিয়।

উল্লেখিত বিএনপি নেতাদের মধ্যে মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন ও মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ) আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী। অপরদিকে আখতার হোসেন বাদল চাঁদপুর-৫, ইলয়াস খান শেরপুর-২ এবং শহীদুল ইসলাম শিকদার ঝালকাঠির একটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী। এজন্য তার কাজ করে চলেছেন এবং বিভিন্ন ভাবে এলাকার সাথে যোগাযোগ রাখছেন। আবার কেউ কেউ ইতিমধ্যেই দেশে গিয়ে এলাকায় জনসংযোগ, সভা-সমাবেশ করছেন, কেন্দ্রীয় নেতা সাথে দেখা-সাক্ষাৎ আর কুশল বিনিময় করছেন। আবার কেউ কেউ কেন্দ্রের গ্রীন সিগন্যালের অপেক্ষায় আছেন।

ওয়াশিংটন ডিসিতে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ফোরাম'র কমিটি ঘোষণা

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ফোরাম'র নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

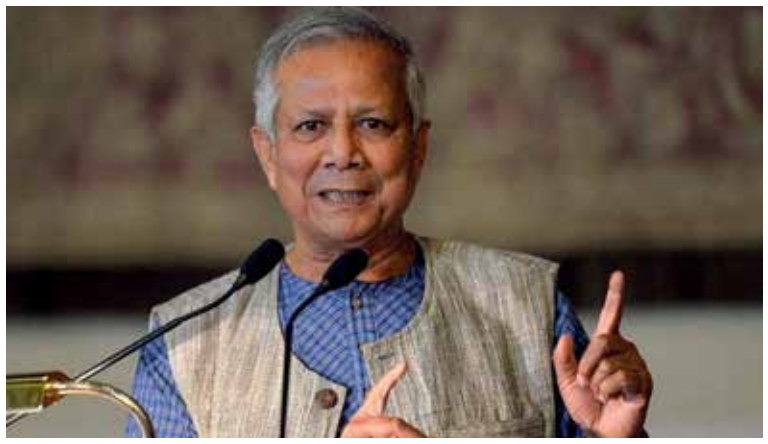
নতুন বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি অণুজীব বিজ্ঞানী ড. ইসরাত সুলতানা মিতাকে সভাপতি এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ও ফ্যামিলি কাউন্সিলর ডরথী বোসকে সাধারণ সম্পাদক করে ওয়াশিংটন ডি সি এলাকা ভিত্তিক সংগঠন ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই ফোরাম ইনকর্পোরেটেডের (ডুয়াফি)'র এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। ২০২৫-২০২৬ দুই বছর মেয়াদি পাঁচ সদস্যের এই বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সহ সভাপতি পদে ব্যাংকার ইরাজ তালুকদার, যুগ্ম সম্পাদক পদে ড. তারেক মেহেদী, ও ট্রেজারার পদে বিশ্বব্যাঙ্কের কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনোয়ার জামান।

ডুয়াফির নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডঃ ইসরাত সুলতানা মিতা তার পূর্ববর্তী কমিটিগুলোর সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি সংগঠনকে আরও গতিশীল করা এবং নতুন ও পুরাতন সদস্যদের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক ও মানবিক কাজে নিয়োজিত করতে চান।

তিনি বলেন, ডুয়াফির মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার চেষ্টা করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে ডুয়াফির নেতৃত্বে আগামী প্রজন্মের গুণাবলী বিকাশ এবং তাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত রাখা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা এবং গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।

তিনি আরও বলেন, আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করে বড় পরিসরে কয়েক বছর অন্তর অন্তর পুনর্মিলনীর আয়োজন করা এবং আমেরিকাতে বসবাসরত কর্মক্ষেত্রে সফল এলামনাইদের সংগঠিত করে কার্যকরি ও গঠনমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় কিনা এ ব্যাপারেও তাঁদের চিন্তাভাবনা আছে। নতুন কমিটির সদস্যরা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সবার সহযোগিতায় যথাযথভাবে পালন করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।। ওয়াশিংটন ডি সি এলাকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত এই সংগঠনের পরিচালনা পরিষদ প্রতি দুই বছর অন্তর নির্বাচিত হয় এবং তাদের মূল লক্ষ্য প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংযোগ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। --প্রেস রিলিজ

সরকারের মেয়াদ আরও স্পষ্ট করলেন ড. ইউনূস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নির্বাচনের রোডম্যাপ আরও স্পষ্ট করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ইংরেজি দৈনিকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সংস্কার নিয়ে বৃহত্তর ঐকমত্যে পৌঁছাতে তার সরকার চলতি বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি রাজনৈতিক দল ও সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক বৃহত্তর সংলাপ শুরু করবে। নির্ধারিত সময়ে (এ বছরের শেষের দিকে অথবা ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

শনিবার নিউ এজ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করে। পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো-

প্রশ্ন: আপনার ৪ মাস হলো প্রায়। এই ৪ মাস ও তার আগের ৪ মাসের সময়ের মধ্যে যদি আপনি নিজে কখনো চিন্তা করেন, তাহলে কোন পর্বটা আপনার ভালো বা খারাপ লাগে?

ড. ইউনূস: খারাপ কোনোটাই না। খারাপটা বলবো না। তবে এটা ভিন্ন, আগে ছিল আমার নিজস্ব জগত, সারাজীবন ধরে যা যা করে আসছি তার মধ্যেই ছিলাম। নিজস্ব আয়োজন, নিজস্ব চিন্তা। তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। সেটা আমার মতো করে আমি ট্যাকেল করেছি। আমার উত্তরগুলো দিয়েছি। আমি আমার মতো করে চলেছি। সেটা একেবারেই আমার নিজস্ব জগত। এটা একটা ভিন্ন জগত। এটা আমার নিজস্ব জগত না। এই জগতে আমি কোনোদিন ছিলাম না। থাকার কোনো আগ্রহও ছিল না। এটার ডান-বাম আমার জানা নেই। অনেকটা হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে চলার মতো অবস্থা। কাজেই ভিন্ন জগত। কিন্তু এতে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। আমাকে আহ্বান জানিয়েছে, তবে প্রথমে একটু সংকোচ করছিলাম যে যাওয়া ঠিক হবে না। যেহেতু আমি এই জগতের মানুষ নই। তারা আমাকে পার্সুয়েট করেছে যে, এই পরিস্থিতিতে আপনার আসা দরকার। শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছি। এইভাবে তোমরা প্রাণ দিয়েছো, রক্ত দিয়েছো। আমার জন্য না হয় একটু চ্যালেঞ্জিং হলো। তাহলে আমি যাই। সেভাবেই আমি রাজি হলাম। কাজেই ভিন্ন জগতের মধ্যে চলছি। দেখা যাক কতোদূর যেতে পারি।

প্রশ্ন: আগস্টের ৮ তারিখ এই জগতটা যদি আপনার জন্য শুরু না হতো, তার পেছনের যে ৪ মাস। মনে হয় ততদিনে আপনার জেলে থাকার কথা ছিল?

ড. ইউনূস: হয়তো, তখন আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম কোন কোন দেশে যাবো। বাংলাদেশে যাতে ফিরে যেতে না হয়। একটি উপলক্ষে আমি আরেক দেশে ছিলাম। সেখানে বসে প্রস্তুতি নিচ্ছি ফিরে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। যাওয়ার সময় উত্তেজনা দেখে গেলাম। কারফিউ দেখে গেলাম। এর ভেতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। কাজেই উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। কারফিউ ভেঙেই গেলাম, না হলে যেতে পারতাম না। ভাগ্যিস পথে কেউ ধরেনি। তবে অত কড়াকড়ি কারফিউ ছিল না। এমন অবস্থা দেখে গেছি, ক্রমাগতভাবে এটা দেখছি। পত্র-পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখছি। কাজেই ক্রমাগতভাবে ফিডিংটা পাচ্ছিলাম। তারমধ্যেই এই ঘটনা ঘটলো। এটা অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা। তখনো বুঝিনি এর মধ্যে আমাকে জড়িত হতে হবে। এরমধ্যে একটা ভূমিকা পালন করতে হবে। কাজেই চার মাস এভাবেই গেছে আমার।

প্রশ্ন: ৮ই আগস্ট ক্ষমতা গ্রহণের পরে আপনার বিরুদ্ধে বিগত সরকারের বিরুদ্ধে যে আইনগত অভিযোগ ছিল, সেগুলো কোর্ট থেকে একের পর এক উঠে যায়। মানুষের এমন কি ভাবনার সুযোগ আছে যে, আপনার পজিশনের ভারে কিংবা প্রভাবে সেখানে এই রকম ঘটনা ঘটেছে।

ড. ইউনূস: আমি বলবো এটা সরকারে থাকি বা দেশে না থাকি, এগুলো এমনি চলে যেতো। কাজেই কোনো ভিত্তি নেই। যারা আদালতে গিয়ে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। তারাই এটা বোঝাতে পারতেন যে, এটার কোনো ভিত্তি নেই। এটার প্রশ্ন নেই, তথ্য নেই। কাজেই এটা খুবই ঠুনকো জিনিস। এটা জানা-অজানার কোনো বিষয় না। যেহেতু এটা বিচারের বিষয় বিচারেই চলে যেতো। কাজেই

বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন করার প্রস্তুতি সরকারের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন করার লক্ষ্যে বৈঠক হয়েছে শনিবার। সব সংস্কার কমিশনের প্রধান ও প্রতিনিধিদের নিয়ে দিনব্যাপী বৈঠক করেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা। এতে কমিশনগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়। পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান ও সংস্কারকাজ কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়ে কথা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ধানমন্ডি কার্যালয়ে বৈঠকে প্রথম ধাপের তিনটি কমিশনের প্রতিবেদন সকাল ১০টা থেকে দুপুর পর্যন্ত পর্যালোচনা করা হয়। এরপর দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত অন্য তিনটি সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে চারজন উপদেষ্টা, সাতটি সংস্কার কমিশনের প্রধান ও চারটি সংস্কার কমিশনের প্রধানদের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

একটি সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেন, 'জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিতে সভা হয়েছে। প্রতিবেদন পর্যালোচনার ফাঁকে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন উপদেষ্টারা। দ্বিতীয় ধাপে গঠন করা কমিশনগুলো প্রথম ধাপের কমিশনগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে।

জানা যায়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের দপ্তর থেকে সংস্কার কমিশনের প্রধানদের বৈঠকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন রিজওয়ানা হাসান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান কিছু সময় উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ছয়টি ও দ্বিতীয় ধাপে পাঁচটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। এসব কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন করা হবে। এ জন্য প্রথম ধাপের কমিশনগুলোর প্রতিবেদন নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব কমিশনের প্রধান ও প্রতিনিধিরা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তাদের প্রতিবেদনের পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বিতীয় ধাপের সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন তৈরি করার কথা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কারে গঠিত কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর সরকার জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন করবে। তাই সংস্কার কমিশনগুলোর প্রতিবেদনের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশনের অবশ্যই একটা লিঙ্ক আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কার কমিশনগুলো কাজ শুরু করার পর গতকাল প্রথম একসঙ্গে সবার বৈঠক হয়েছে। এখানেও জাতীয় ঐকমত্যের একটা বিষয় আছে।' তিনি আরও বলেন, কমিশনগুলো গঠনের পর থেকে যে যার মতো কাজ করে যাচ্ছে। এই পর্যায়ে মনে হয়েছে, কমিশনগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় দরকার। কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্র নিয়ে কাজ হচ্ছে, সেগুলোর বিষয়ে কীভাবে

বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

ভেতরে অস্থিরতা বাইরে শান্ত

লুৎফর রহমান

পাঁচ মাস পূর্ণ করতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই সময়ে নানা সংকট আর প্রতিঘাত মোকাবিলা করতে হয়েছে নয়া কিসিমের এই সরকারকে। ফ্যাসিবাদী শাসনের রেখে যাওয়া ভূত তাড়াতে গিয়ে একের পর এক সংকট সামনে এসেছে। কিন্তু এখনো সেই ভূতের আছর সর্বত্র রয়ে গেছে। এর বাইরে এখন নতুন রাজনৈতিক সংকটে অস্থির সময় পার করছে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আপাতত বাইরের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলেও এখন অস্থিরতা চলছে সরকারের ভেতরে। ৩১শে জুলাই ঘিরে যে রাজনৈতিক শঙ্কা তৈরি হয়েছিল তা নিরসনে সরকার উদ্যোগী হলেও এর রেশ কাটেনি এখনো। ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে 'জুলাই প্রোক্লেমেশন' বা জুলাই ঘোষণা দেয়ার কথা সরকারের। ছাত্র-জনতার নজিরবিহীন অভ্যুত্থানের পর যে সরকার গঠিত হয় তার ধরন নিয়ে শুরুতেই প্রশ্ন ছিল। একটি বিপলবের পর বিপলবী সরকার হবে এমনটা বলেছিলেন অনেকে। আর বিপলবী সরকার হলে সংবিধানসহ আগের সব ব্যবস্থা ছুড়ে ফেলে দেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু সরকার গঠিত হয় অতীতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের কাছে শপথ নিতে হয় নয়া সরকারের। এই প্রেসিডেন্ট নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে। তার কাছে শপথ নেয়ার পর তাকে সরিয়ে দেয়ার দাবি ছিল, এখনো আছে। আবার এই প্রেসিডেন্টের সইয়ে হওয়া আদেশ নির্দেশেই রাষ্ট্র চলছে।

ডিসেম্বরের শেষে হঠাৎ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে জুলাই বিপলবের প্রোক্লেমেশন বা ঘোষণাপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এই ঘোষণাপত্র পাঠ করতে বড় আয়োজন করা হয়। সারা দেশ থেকে মানুষজনকে জড়ো করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেন আন্দোলনের নেতারা। কিন্তু এই ঘোষণা দেয়ার বিষয়ে আন্দোলনে থাকা রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা হয়নি- এমন অভিযোগ করে আপত্তি আসতে থাকে। ছাত্রদের এই ঘোষণার বিষয়ে সরাসরি আপত্তি তুলে বিএনপি ও তাদের ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল। জুলাই বিপলবের অন্যতম অনুঘটক জামায়াত ও তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের অবস্থান ছিল কৌশলী। ৩১শে ডিসেম্বর শহীদ মিনারের প্রায় কাছাকাছি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিজেদের সদস্য সম্মেলন ডাকে শিবির। নেতারা বলার চেষ্টা করেন, নিজেদের অনুষ্ঠান রেখে তারা শহীদ মিনারে ছাত্রদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ পাবেন না। ছাত্রদের অনুষ্ঠানে যেমন সারা দেশ থেকে জনবল আনা হয়, শিবিরের অনুষ্ঠানেও সারা দেশ থেকে তাদের লোকবল এসেছিলেন।

আদতে ছাত্ররা শহীদ মিনার থেকে কী ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন তার কোনো ধারণাই ছিল না রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে। এ কারণে নানা গুঞ্জন আর শঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে। জানার চেষ্টা করা হয়, তারা কী ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। সংবিধান বাতিল বা সরকারের ধরন বদলে দেয়ার ঘোষণা আসতে পারে এমনটাও কেউ কেউ মনে করেছিলেন। আর এ কারণেই দলগুলোর মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হয়। শুরুতে এই অস্বস্তির বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের কেউ কেউ টের পেলেও কথা বলতে পারছিলেন না। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনূস ছিলেন দুশ্চিন্তায়। তিনি কি করবেন, কি করা উচিত- এ নিয়ে ভাবছিলেন। এমন মুহূর্তে তার কাছে বিশেষ বার্তা নিয়ে হাজির হন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি ছাত্রদের ঘোষণাপত্র পাঠ থামাতে পরামর্শ দেন প্রধান উপদেষ্টাকে। বিএনপি'র পক্ষ থেকে ছাত্রদেরও বার বার বার্তা দেয়া হয় যাতে শহীদ মিনার থেকে এমন একটা ঘোষণাপত্র পাঠ না করা হয়। বলা হয়, এটি করতে হলে দলগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে করতে হবে। না হলে সরকার যে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছে তা বিঘ্নিত হবে। নতুন করে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হবে। যার ফলে পালিয়ে যাওয়া ফ্যাসিবাদের ফিরে আসার পথ তৈরি হবে। পরিস্থিতি নিয়ে বিচলিত ছিলেন বিএনপি'র শীর্ষ নেতৃত্বও। দলটির তরফে বার্তা দেয়ার পর প্রধান উপদেষ্টা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। কথা বলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গেও। কিন্তু সব জায়গায় বিভক্তি দেখতে পান তিনি। একজন উপদেষ্টা আগে থেকেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন। তিনি প্রফেসর ড. ইউনূসকে বিএনপি'র মতোই ছাত্রদের ঘোষণাপত্র পাঠ থামাতে বলেন। আরও কয়েকজন উপদেষ্টা প্রধান উপদেষ্টাকে একই পরামর্শ দেন। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তাও এই পরামর্শ দেন প্রধান উপদেষ্টাকে।

কিন্তু অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে উপদেষ্টা পরিষদে আসা উপদেষ্টারা শুরুতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবস্থান নেন। তারা যুক্তি দেন জুলাই বিপলবের স্বীকৃতি বা ঘোষণাপত্র না থাকলে ভবিষ্যতে কোনো এক সময় তাদের নিজেদেরও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে। এর সঙ্গে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া, অংশ নেয়াদেরও। ছাত্ররা যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা যথার্থ।

প্রধান উপদেষ্টার তরফে অবশ্য বলা হয়, ঐকমত্য ছাড়া এ ধরনের একটি ঘোষণা দিলে এরচেয়েও খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যা জুলাই বিপলব এবং সরকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে।

শিক্ষার্থীদের থামাতে প্রফেসর ড. ইউনূস সিদ্ধান্ত নেন ঘোষণাপত্র সরকারই দেবে। ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে এটি চূড়ান্ত হবে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলম রাত ৯টায় জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা দেন সরকারই জুলাই প্রোক্লেমেশন প্রস্তুত করে ঘোষণা দেবে। ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে তা হবে।

সরকারের এই বার্তা পেয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। পরিস্থিতি নিয়ে তারা জরুরি বৈঠকে বসেন। বাংলামোটরে সংগঠনের কার্যালয়ের এই বৈঠক চলে মধ্যরাতের পরও। তারা কেউ চাইছিলেন ঘোষণা অনুযায়ী শহীদ মিনারের কর্মসূচি চালাতে। কেউ পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে সরকারের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার পক্ষে অবস্থান নেন। বৈঠক চলার সময়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইউনূসও যোগাযোগ করেন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে। সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি এও বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্ত না মেনে শহীদ মিনার থেকে ঘোষণাপত্র পাঠ করার উদ্যোগ নিলে তিনি সরকারের দায়িত্ব থেকে সরে যেতে পারেন।

প্রধান উপদেষ্টার এমন কঠোর বার্তা পেয়ে আপাতত শহীদ মিনার থেকে ঘোষণাপত্র পাঠ না করার সিদ্ধান্ত নেন ছাত্রনেতারা। সমস্যা তৈরি হয় শহীদ মিনারের কর্মসূচি নিয়ে। সারা দেশ থেকে নেতাকর্মীরা ঢাকা আসতে ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছেন। কেউ মাঝ পথে, কেউ ঢাকার কাছাকাছি। এ অবস্থায় কর্মসূচি বাতিল করলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নিয়ে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে, নেতাকর্মীরা মনোবল হারাবে- এই যুক্তিতে তা চালিয়ে যেতে বলেন অনেকে। পরে সিদ্ধান্ত হয় সরকার যে ঘোষণাপত্র দেবে তার পক্ষে ঐক্যের আহ্বানে সমাবেশ করা হবে। কর্মসূচির নাম দেয়া হয় 'মার্চ ফর ইউনিটি'।

৩১শে ডিসেম্বর হওয়া এই সমাবেশ থেকে ছাত্রনেতারা বলেন, তাদের দাবি মেনে সরকার যে ঘোষণা দিতে যাচ্ছে এটি তাদেরই বিজয়। তবে ঘোষণাপত্রে তাদের করা খসড়ার বিষয়বস্তু থাকতে হবে। বিদ্যমান সংবিধানকে 'মুজিববাদী' আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবি করেন নেতারা। এ ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন দাবির বিষয়ে তারা নতুন এক তত্ত্ব হাজির করেন। জাতীয় নির্বাচনের আগে গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি করেন। গণপরিষদের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফয়সালা করার কথা বলেন। সরকার ঘোষিত সংস্কারের আগে জাতীয় নির্বাচন হবে না- এমন বক্তব্যও দেন কেউ কেউ।

যে কারণে ভয় আর শঙ্কা তৈরি হয়: জুলাই ঘোষণাপত্র ঘিরে শঙ্কা তৈরির মূল কারণ ছিল শিক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক তৎপরতা। তারা কিছুদিন ধরে যে দল গঠনের উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছেন তা নিয়ে অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে জিজ্ঞাসা তৈরি হয়েছে। পর্দার আড়ালে তারা বলার চেষ্টা করছেন, ছাত্ররাই এই সরকারের নিয়োগদাতা আবার তারাই দল গঠন করে ভোটের মাঠে নামবে- এমনটা হয় কী করে। প্রকাশ্যে আবার কোনো কোনো দল ছাত্রদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তারা বলছেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নতুন দল আসলে আপত্তি নেই। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও এর থেকে গঠন হওয়া জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারাই নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে যাচ্ছেন। বছরের শুরুতেই এই দল আত্মপ্রকাশ করতে পারে। দলটিতে ছাত্রদের বাইরের বিভিন্ন পল্যাটফরম থেকে পরিচিত মুখদের যুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া নতুন দলের সঙ্গে আরও কয়েকটি দল যুক্ত হয়ে জোট গড়ার প্রাথমিক আলোচনাও আছে রাজনীতির মাঠে। গণঅভ্যুত্থানে জোরালোভাবে অংশ নেয়া একটি রাজনৈতিক দলের দু'টি অংশের নেতারা সম্প্রতি এক হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এই দলটির সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের শহীদ মিনারের কর্মসূচি ঘিরে সারা দেশ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। কয়েক লাখ লোক জড়ো করা হবে এমনটা বলা হয়েছিল। নিজেদের শক্তিমত্তা জানান দেয়ার একটি প্রস্তুতি ছিল এই কর্মসূচি ঘিরে। শিক্ষার্থীদের সমালোচক গ্রুপগুলো নানা নেতিবাচক প্রচারণাও চালিয়েছে কর্মসূচি নিয়ে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়, বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এই সমাবেশ ঘিরে। টাকার বিনিময়ে বাস ভরে লোকজনকে ঢাকায় আনা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন বা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়ি, অর্থ নিয়ে সহায়তা করা হয় এমন অভিযোগ করে কেউ কেউ। যদিও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ নাকচ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের বিষয় যাচাই করতে 'জনতার চোখ'-এর তরফে একটি জেলার প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও বিষয়টি নাকচ করে দেন।

কী হবে ১৫ই জানুয়ারির পর: জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে শঙ্কা এখনো কাটেনি। সরকার বলছে ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করবে। জানামতে এখন পর্যন্ত এমন কোনো আলোচনা শুরু হয়নি। ছাত্র আন্দোলনের নেতারা অবশ্য সরকারের ওপর আস্থা রাখার কথা বলছেন। একই সঙ্গে ছাত্র-জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন না ঘটলে সরকার ঘোষিত ঘোষণাপত্র মেনে নেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। সরকারের প্রস্তুতকৃত ঘোষণাপত্রে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য চান ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। তারা মনে করেন, এ সংবিধান বিভিন্ন সময় এত কাটাছেঁড়া হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ সংবিধানের দোহাই দিয়ে তিন তিনটি অবৈধ নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা। যার কোনো ম্যান্ডেট ছিল না জনগণের। তাই '৭২-এর সংবিধান পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। নতুন করে সংবিধান পুনর্লিখন করতে হবে। এ ছাড়া তারা সংস্কারের পর নির্বাচন করার কথা বলছেন।

শিক্ষার্থীদের এমন সব দাবির বিষয়ে বিএনপি সহ অন্যান্য দল একমত নয়। বিশেষ করে সংবিধান প্রশ্নে। দলগুলো সংবিধান বাতিলের পক্ষে নয়। তারা প্রয়োজনীয় সংস্কার চায়। দুই পক্ষের এসব দাবি মেনে সরকার জুলাই ঘোষণা কীভাবে দেয় সেটি এখন দেখার বিষয়। বিশে ষকরা বলছেন, এক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কঠিন। কারণ শিক্ষার্থীদের দাবি এবং দলগুলোর চাওয়া ক্রমে বিপরীত দিকে এগোচ্ছে। এমন অবস্থায় প্রফেসর ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভেতরেই অস্থিরতা এবং দোটানা ভাব তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের তরফে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয় কিনা, হলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়- তাই এখন দেখার বিষয়।

ভ্যাট ও ভাতা সমাচার: ওদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের চাপে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট ওসম্পূরক শুল্ক আইনে কিছু সংশোধন আনতে যাচ্ছে সরকার। এতে প্রায় ৩ ডজনের বেশি পণ্য ও সেবার ওপর ১৫ শতাংশ মূসক ও শুল্ক আরোপ হতে পারে। এটি হলে বাজেটের আগেই এসব পণ্য ও সেবার মূল্য একদফা বাড়তে পারে। যার প্রভাব পড়বে জনজীবনে। সরকারের আয় বাড়ানোর

বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন

বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের পতনের পর রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাঠামো সংস্কারের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। বিগত প্রায় ১৬ বছর আওয়ামী মাফিয়াদের অপশাসনে-দুঃশাসনে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। দলীয়করণ করা হয়েছে দেশের জনপ্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বিচারবিভাগ, শিক্ষা প্রশাসনসহ আইন ও সাংবিধানিক শাসনের সকল অবকাঠামোকে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনকে বানানো হয়েছে দলদাস ও আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে বিরোধীদল দমন আর আওয়ামী নেতাদের দুর্নীতির দায়মুক্তি দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে। এমতাবস্থায় গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবে আওয়ামী শাসনের অবসান হয়েছে।

স্বৈরাচারের পতনের অন্তর্বর্তী সরকার একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দেশ হাতে পেয়েছে। তাই কক্ষচ্যুত রাষ্ট্রকে কক্ষপথে তোলার জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজনীয় সংস্কারের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। কারণ, বিদ্যমান কাঠামোতে কোন সরকারের পক্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বা দেশে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান কোনভাবেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের তাগিদ এসেছে বিভিন্ন মহল থেকে। সে সংস্কারের অংশ হিসাবে দেশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এই পদ্ধতির নির্বাচন বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে খুবই উপযোগী ও কার্যকর বলেই মনে করা হচ্ছে। যা সকল শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে।

প্রাপ্ততথ্যে জানা যায়, ১৮৯৯ সালে বেলজিয়ামে সর্বপ্রথম পিআর বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১৭০ দেশের মধ্যে প্রায় অর্ধেক রাষ্ট্রে এই পদ্ধতির নির্বাচন চালু আছে। যেসব দেশেই এই পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা চালু আছে, সেসব দেশে ভোট কারচুপির অভিযোগ ও নির্বাচনী সহিংসতা খুবই কম; একেবারে নেই বললেই চলে। কারণ, এই নির্বাচনে কোন ব্যক্তি প্রার্থী হোন না বরং দলীয়ভাবে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে জাতীয় সংসদে আসন বন্টিত হয়। তাই আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী, যুৎসই ও ফলপ্রসূ হবে বলেই মনে করেন অভিজ্ঞমহল।

> সংখ্যানুপাতিক বা পিআর পদ্ধতির নির্বাচনে ছোট ছোট রাজনৈতিক শক্তি, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোও সরকার বা জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। এই পদ্ধতি নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের মধ্যে একটা ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। ফলে কোন সরকারের পক্ষে স্বেচ্ছাচারি হওয়ার তেমন সুযোগ থাকে না। একই সাথে নির্বাচনে কোন দলের পক্ষে সরকারে বা সংসদে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয় না। ফলে সরকারকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল দল ও শক্তির মতামতের ভিত্তিতেই সরকার পরিচালনা করতে হয়; নিশ্চিত হয় জবাবদিহিতাও। বিশেষ করে আমাদের দেশে ভোটাররা মনে করেন, তারা যে প্রার্থীকে ভোট দেবেন, তিনি নির্বাচিত হতে না পারলে ভোটগুলো মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই ভোটাররা যে প্রার্থী বিজয়ী হওয়ার সম্ভবনা থাকে তাকেই ভোট দেন। এতে নির্বাচনে জনমতের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না।

চুলচেরা বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে সকল শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। আসনভিত্তিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন প্রার্থী সামান্য ভোটের ব্যবধানে হেরে গেলে পরাজিত প্রার্থীর ভোটের কোন মূল্যায়ন হয় না। কিন্তু সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনে আসন বিন্যাসে প্রাপ্ত সকল ভোটেরই মূল্যায়ন হওয়ার সুযোগ থাকে। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনে নির্বাচন কেন্দ্রীক অপরাধ ও সহিংসতা হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে। কারণ এই পদ্ধতির নির্বাচনে কোন প্রার্থী থাকেন না। তাই কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার জন্য নির্বাচনী সংহিংসতা বা অপরাধে জড়িয়ে পড়েন না। সংখ্যানুপাতিক বা পিআর পদ্ধতির নির্বাচনে ছোট ছোট রাজনৈতিক শক্তি, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোও সরকার বা জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। এই পদ্ধতি নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের মধ্যে একটা ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। ফলে কোন সরকারের পক্ষে স্বেচ্ছাচারি হওয়ার তেমন সুযোগ থাকে না। একই সাথে নির্বাচনে কোন দলের পক্ষে সরকারে বা সংসদে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয় না। ফলে সরকারকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল দল ও শক্তির মতামতের ভিত্তিতেই সরকার পরিচালনা করতে হয়; নিশ্চিত হয় জবাবদিহিতাও। বিশেষ করে আমাদের দেশে ভোটাররা মনে করেন, তারা যে প্রার্থীকে ভোট দেবেন, তিনি নির্বাচিত হতে না পারলে ভোটগুলো মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই ভোটাররা যে প্রার্থী বিজয়ী হওয়ার সম্ভবনা থাকে তাকেই ভোট দেন। এতে নির্বাচনে জনমতের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না। কিন্তু পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে সে নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন আনা সম্ভব। পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। ফলে সাধারণ ভোটারাও গণতন্ত্রের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। এই পদ্ধতির নির্বাচনের সকল পথ ও মতের প্রতিনিধিত্ব থাকায় সরকারে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই পিআর পদ্ধতির নির্বাচন আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই যৌক্তিক বা অধিক কার্যকরী বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও কোন পদ্ধতির নির্বাচনই শতভাগ ত্রুটিমুক্ত নয়।

স্বাধীনতার পাঁচ দশক অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতিকে আজও ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব হয়নি বরং সার্বিক পরিস্থিতির আগের চেয়ে বড় ধরনের অবনতিই ঘটেছে। এ পর্যন্ত দেশটির কোন নির্বাচনই সহিংসতামুক্ত হয়নি বরং গণহারে সিলমারা, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও কেন্দ্র দখলের অভিযোগ কারোরই অজানা নয়। মূলত, আসনভিত্তিক নির্বাচনের কারণে স্থানীয় প্রার্থীরা নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের অনৈতিক ও বেআইনী কাজের সাথে জড়িত হোন। তাই অনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনা একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে নেমে আসবে এবং সংসদের সকল শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। দেশ, জাতি কল্যাণ; গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কাছে জনগণ দায়িত্বশীল আচরণ আশা করে।

২০২৪: রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বছরে আমরা যা শিখেছি

মোইরা ফেগান ও লরা ক্ল্যান্সি ও রিচার্ড ওয়াইক
পিউ রিসার্চ সেন্টার

২০২৪ সালের ঘটনাগুলোর দিকে ফিরে তাকালে আমরা বলতে পারি যে এটি বড় ধরনের রূপান্তর, ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং বৈশ্বিক স্থায়িত্বের ওপর সংজ্ঞায়িত একটি বছর ছিল। বছরটি বিজয় ও চ্যালেঞ্জের। বছরটি আমাদের বিশ্বের আন্তসংযোগ ও মানবতার মাপকাঠির ওঠানামার কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভূ-রাজনীতি ও বৈশ্বিক সম্পর্ক: ২০২৪ সালে ভূ-রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে, যা সহযোগিতা ও সংঘর্ষড়এই দুয়ের দ্বারাই চালিত হয়েছে। প্রধান শক্তিগুলো তাদের সম্পর্কের জটিল টানাপোড়েনের পরীক্ষা করতে থাকে এবং এর মধ্য দিয়ে নতুন অংশীদারত্বের উদ্ভব হয়।

নির্বাচনের বছর: ২০২৪ নির্বাচনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বছর ছিল, কারণ ৬০টির বেশি দেশের ভোটাররা ভোট দিয়েছেন। ক্ষমতাসীন ও ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যও এটি একটি কঠিন বছর ছিল। জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমবর্ধমান হওয়ায় বিচলিত, সাংস্কৃতিক ইস্যুতে বিভক্ত এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় ক্ষুব্ধড়অনেক দেশের ভোটাররা হতাশার বার্তা পাঠিয়েছেন।

বছরটা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের নির্বাচনের মাধ্যমে এবং বলা যায়, শেষ হয়েছে মহাশক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে বাংলাদেশে একপেশে নির্বাচনে ক্ষমতায় আসা শাসক দল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উৎখাত হয়েছে। পরবর্তী নির্বাচনের সময় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতভেদ বাড়ছে। পাকিস্তানেও একধরনের সাজানো নির্বাচন হয়েছে। কোনোরকমে জোড়াতালির সরকার চালাতে গিয়ে এখন লেজেগোবরে অবস্থা পিপিপি নেতা শাহবাজ শরিফের। বিরোধী দল ইমরান খানের তেহরিক-ই-ইনসাফের সদস্যরা রাজপথ কাঁপাচ্ছেন। ভারতে লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির দল ধাক্কা খেলেও এখন তা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রেসিডেন্ট রাইসিকে হারানোর কারণে আগাম প্রেসিডন্ট নির্বাচনে গেছে ইরান। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আরও ছয় বছরের জন্য নিজের গদি পাকাপোক্ত করেছেন। অবশ্য এ নিয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। কিন্তু তাঁর শত্রু ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি যুদ্ধ ও জরুরি অবস্থার অজুহাত দেখিয়ে বিনা ভোটে গদিনশিন থাকলেন।

অবশ্য বড় খেলাটা হয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্রে। বলা যায় এ বছরের সবচেয়ে বড় মাপের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদে হেরেছেন। রিপাবলিকান প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিপুল ভোটে পরাজিত করলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে। এটি ছিল পরপর তৃতীয়বারের মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয়। কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি গোটা দুনিয়াকে কোথায় নিয়ে যান, সেটা দেখার অপেক্ষায় সময় গুনছে সবাই। ২০ জানুয়ারি হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা হচ্ছেন তিনি। কোনো অঘটন না ঘটলে আগামী চার বছর তিনি সেখানে থাকবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাম দিকে ঝুঁকেছে। লেবার পার্টি ১৪ বছর পর কনজারভেটিভ বা টোরিদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে হাউস অব কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

এপ্রিলে দক্ষিণ কোরিয়ার ভোটাররা বিরোধী ডেমোক্রেটিক পার্টিকে জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দিয়েছেন, যাকে পিপল পাওয়ার পার্টির প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলকে ঠেকানো হিসেবে দেখা হয়েছিল। তিনি ইতিমধ্যে অভিশংসিত হয়ে বিদায় নিয়েছেন। ঘানা,

পানামা, পর্তুগাল এবং উরুগুয়েসহ বিভিন্ন মতাদর্শিক স্ট্রাইপের বিরোধী দলগুলো বিভিন্ন দেশে ক্ষমতায় জিতেছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত: ২০২২ সালে শুরু হওয়া রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার সংঘাত ২০২৪-এ শেষ হয়নি। তবে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি প্রায় তিন বছর ধরে চলা সংঘাত অবসানের একটা আশার আলো দেখাচ্ছে। শেষ সময়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নানা উসকানিমূলক সিদ্ধান্তের মুখে রাশিয়া শান্ত থেকেছে। জেলেনস্কিও বুঝতে পারছেন, যার ৯-এ হয় না, তাকে দিয়ে ৯০-তেও হবে না। তিন বছরের যুদ্ধে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ মারা গেছে। আহত হয়েছে অনেক। আহতদের মধ্যে দুই পক্ষের সেনাসদস্যই বেশি। তবে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হয়েছে জনপদ। রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের একের পর এক শহর-গ্রাম বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। যুদ্ধ থামলে এগুলো আদৌ ঠিক হবে কি নাড়কেউ জানে না। এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা ইউক্রেনকে যারা যুদ্ধ করতে আর্থিক সহায়তা জুগিয়েছে, তারা দেবে কি না, জেলেনস্কিও তা জানেন না।

মধ্যপ্রাচ্যে বর্বরতা: দুটি শব্দে এর প্রকাশ এভাবে ছাড়া সম্ভব না। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী



গাজা ও পশ্চিম তীরে যে বর্বরতা চালিয়েছে, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়কালে নৃশংসতার মাপকাঠিকে ছাড়িয়ে গেছে। লেবাননের মানুষও বাঁচতে পারেনি ইসরায়েলের বর্বরতার হাত থেকে। গাজা, পশ্চিম তীর ও লেবানন মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের প্রাণ গেছে ইসরায়েলের হামলায়। এর অধিকাংশ নারী ও শিশু। গাজায় ২২ লাখ অধিবাসীর মধ্যে ২০

> বলা যায় এ বছরের সবচেয়ে বড় মাপের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদে হেরেছেন। রিপাবলিকান প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিপুল ভোটে পরাজিত করলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে। এটি ছিল পরপর তৃতীয়বারের মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয়। কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি গোটা দুনিয়াকে কোথায় নিয়ে যান, সেটা দেখার অপেক্ষায় সময় গুনছে সবাই। ২০ জানুয়ারি হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা হচ্ছেন তিনি। কোনো অঘটন না ঘটলে আগামী চার বছর তিনি সেখানে থাকবেন।

লাখই গৃহহারা। পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতির পরিধি প্রতিদিন বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ইরান পাশে দাঁড়িয়েছিল ফিলিস্তিনের। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইসরায়েলের এই নরসংহার অভিযানে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল যে, ইরান পেরে ওঠেনি। সিরিয়ায় অকস্মাৎ আসাদ সরকারের পতন ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক আবার জোড়া লাগায় মুসলিম বিশ্বে স্বস্তি এসেছে। কিন্তু সব স্বস্তি একাই কেড়ে নিচ্ছে ইসরায়েল।

প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন: ২০২৪ প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য একটি যুগান্তকারী বছর ছিল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি থেকে শুরু করে মহাকাশ অনুসন্ধানে অগ্রগতি ও উদ্ভাবন বিশ্বকে নতুন দিকে ধাবিত করছে। এখনো কেউ বুঝতে পারছে না পরের বছর এটা কোথায় থামবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তিগত আলোচনার অগ্রভাগে ছিল। জেনারেটিভ এআই টুলের ব্যাপক গ্রহণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে শিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র বিপ্লব ঘটিয়েছে। যা-ই হোক, এআইয়ের এই উত্থান নৈতিকতা, নিয়ন্ত্রণ ও চাকরির বাজারে এর প্রভাব সম্পর্কে নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সরকার ও প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এআইয়ের বিকাশের জন্য নির্দেশিকা তৈরির জন্য বৈশ্বিক শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করেছেন।

মহাকাশ অনুসন্ধান: মহাকাশ অনুসন্ধান ২০২৪ সালে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। নাসার আর্টেমিস প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে, যা মানুষকে চাঁদে একটি স্থায়ী বসতি স্থাপনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে স্পেসএক্স এবং ব্লু অরিজিনের মতো বেসরকারি সংস্থাগুলো মঙ্গল গ্রহে বসবাসের জন্য অনুসন্ধানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পৃথিবীকে ছাড়িয়ে বসবাসের নতুন জগতের সন্ধানে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সবুজ প্রযুক্তি: নবায়নযোগ্য শক্তি এবং কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তির ব্যাপারে অগ্রগতিসহ টেকসই প্রযুক্তির জন্য জোর আরও তীব্র হয়েছে। দেশ এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বব্যাপী জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সবুজ অবকাঠামোতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি এবং হাইড্রোজেন এনার্জি জমা রাখার জন্য স্থান নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে ভবিষ্যতে কার্বনের ব্যবহার আরও কমবে।

অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক বাজার: ২০২৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের বিষয়টি উদ্ভাবন এবং নতুন চ্যালেঞ্জ দ্বারা চিহ্নিত ছিল। কিছু খাত উন্নতি লাভ করলেও অন্যগুলো বাধার সম্মুখীন হয়। প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে মহামারি-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার অব্যাহত রয়েছে। যাই হোক, মুদ্রাস্ফীতি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নিত হওয়ার মতো চ্যালেঞ্জগুলো রয়েই গেছে।

ডিজিটাল অর্থনীতি দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। ই-কমার্স, ফিনটেক এবং গিগ অর্থনীতি দ্বারা চালিত হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ব্লকচেইন প্রযুক্তি মূলধারার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিতর্ক এখনো অব্যাহত আছে।

সামনের পথ: অনেক বিচারে ২০২৪ সাল একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল। আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়েছি, সেগুলো কিন্তু সহযোগিতা ও উদ্ভাবনের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। একই সময়ে প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা দেখাচ্ছে।

সামনের দিকে তাকিয়ে, ২০২৪-এর পাঠ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সমাধানও বৈশ্বিকভাবে হতে হবে। তা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করে হোক আর মানবাধিকারের অগ্রগতি হোক বা ভালোর জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার হোকড়এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্ভর করে আছে একটি ন্যায়সংগত ও টেকসই বিশ্বের প্রতি আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকারের ওপর।

(পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি লেখার ছায়া অবলম্বনে তৈরি)

লেখক: রিচার্ড ওয়াইক, মোইরা ফেগান ও লরা ক্ল্যান্সি
গবেষক: পিউ রিসার্চ সেন্টার



রাজনীতিতে নয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজনৈতিক দলের। বলে রাখা ভালো, এদেশে রাজনৈতিক দল নিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়নি। গবেষকদের শ্রম ও মেধারও হয়তো ঘাটতি ছিল না। সামরিক-বেসামরিক, তন্ত্র-তত্ত্ব। বৈচিত্র্য ছিল নানা রকম। কিন্তু সফলতার হার একেবারেই নগণ্য। দল আসে, দল যায়। এটাই যেন এখানে নিয়ম।

তবে এবারের দৃশ্যপট কিছুটা হলেও ভিন্ন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই নতুন রাজনৈতিক দলকে নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। বিএনপি নেতাদের সাম্প্রতিক বক্তব্যে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নেতাদের কেউ কেউ তীব্র ভাষায় জামায়াত-শিবিরের সমালোচনা করছেন। নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগের নেতাদের নিয়েও নানা বক্তব্য দিচ্ছেন। 'জুলাই বিপ্লবের ঘোষণা' নিয়েও একদফা নাটক হয়ে গেছে। মুখোশে যাই থাকুক এটাও আসলে রাজনীতিরই লড়াই। যেকারণে বিএনপি এতটা রিঅ্যাক্ট করেছে। বিএনপি'র প্রভাবশালী নেতা রুহুল কবির রিজভী কারও নাম উল্লেখ না করে বলেছেন, 'রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা একটি দল গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় বিএনপি নেতাকর্মীরা নতুন এই রাজনৈতিক উদ্যোগকে 'কিংস পার্টি' হিসেবে অভিহিত করছেন। নাগরিক কমিটির সমর্থকরাও অবশ্য এর জবাব দিচ্ছেন। সংগঠনটির এক শীর্ষ নেতা বলেছেন, বাংলাদেশের প্রথম কিংস পার্টি হচ্ছে বিএনপি।

বিএনপি সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো সূত্র মনে করে, নতুন এই রাজনৈতিক উদ্যোগের নেপথ্যে জামায়াতের সমর্থন রয়েছে। এটা বিএনপি'র মধ্যে একধরনের উদ্বেগ তৈরি করেছে। নির্বাচন কবে হবে এ নিয়েও দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে নানা জিজ্ঞাসা রয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা এ নিয়ে একধরনের ডেটলাইন দিলেও তা বিএনপিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিএনপি কি সরকারের বিরুদ্ধে হার্ডলাইনে যাবে? বিএনপি'র একজন নেতা বলেন, এখনো তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এ প্রশ্ন বিএনপি'র জন্য বেশ কঠিন। কিছু কিছু সূত্র দাবি করছে, আওয়ামী লীগ দৃশ্যপটে ফেরার চেষ্টা করবে। বিএনপি নেতাদের সঙ্গেও যদি তারা যোগাযোগ করার চেষ্টা করে তা বিস্ময়কর হবে না।

এই অবস্থায় জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের নেতাদের নেতৃত্বে দল গঠনের জোরদার চেষ্টা চলছে। আগামী দুই মাসের মধ্যেই নতুন দল দেখা যেতে পারে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এরইমধ্যে জাতীয় নাগরিক কমিটির ব্যানারে সারা দেশে কমিটি দেয়া হচ্ছে। ৩৬ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ছাত্র সমন্বয়করাও বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি দিচ্ছেন। তবে শীর্ষ সমন্বয়কদের কারও কারও মধ্যে মতবিরোধের খবরও পাওয়া যাচ্ছে।

ট্র্যাক রেকর্ডে যেখানে নতুন রাজনৈতিক দলের সফলতার হার নেই বললেই চলে; তবুও কেন নতুন দল?

এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত একজন সরলভাবে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, ছাত্ররা জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। তারা বিশ্বাস করেন রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনেও তাদের আহ্বানে জনগণ সাড়া দিবে। জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে ভারত বিরোধিতা ছিল প্রবল। এ আন্দোলনের নেতারাও প্রায়শ'ই ভারতের নানা ভূমিকার বিরোধিতা করেন। এটাও স্পষ্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন সহজভাবে নেয়নি নয়াদিল্লি। এই ছাত্রনেতাদেরও যে প্রতিবেশীরা উষ্ণভাবে গ্রহণ করছে না তারও ইঙ্গিত মিলছে। নতুন দল গঠনের পেছনে এ বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে। আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগের ভূমিকা। অতিসম্প্রতি আওয়ামী লীগের বিবৃতিতেও ছাত্রনেতাদের সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে। ভবিষ্যতে সমন্বয়কদের প্রতি তাদের মনোভাব কী হবে তা সহজেই বুঝা যায়।

নেতারা আশাবাদী: নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব আকতার হোসেন বলেন, বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর একটি নির্দিষ্ট জনসমর্থন থাকলেও এ দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের নতুন রাজনৈতিক দল নিয়ে প্রত্যাশা রয়েছে। বিশেষ করে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার নেতৃত্বের প্রতি তাদের অনেক ভরসা রয়েছে। তারা মনে করে এদের মাধ্যমে দেশের জন্য ভালো কিছু করা সম্ভব। তাই পুরাতন বন্দোবস্তের বাইরে নতুন একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা রয়েছে। যেটি বিভিন্ন জরিপ এবং বিভিন্ন এলাকার সভা-সমাবেশের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ফুটে উঠেছে। মানুষ তরুণদের ওপর আস্থা ও ভরসা রাখছে। তারা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চায়। সেই দিক বিবেচনা করেই আমাদের নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ।

নির্বাচনে অংশ নেয়ার কৌশল প্রসঙ্গে আকতার হোসেন বলেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় জোট হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা তখনকার পরিস্থিতি ও দলগুলোর আদর্শিক দিক বিবেচনা করেই জোট করবো। তবে এ মুহূর্তে আমরা জোট নিয়ে ভাবছি না। সময় হলে সেটি দেখা যাবে। এখন আমরা দল গঠনের প্রক্রিয়ায় রয়েছি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা বলেন, জাতীয় নাগরিক কমিটি ১৮ বছরের উর্ধ্বে তরুণদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল করার উদ্যোগ নিয়েছে। সেটি তারা নিতেই পারে। যে কারও রাজনৈতিক দল গঠন করার বা রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের একটি প্ল্যাটফরম। আমরা এটিকে কোনো রাজনৈতিক দলে রূপ দিতে চাই না। কেউ যদি কোনো রাজনৈতিক দলে যুক্ত হতে চান তাহলে তাকে আমাদের প্ল্যাটফরম থেকে অব্যাহতি নিতে হবে। কারণ এটি অভ্যুত্থানের সম্পদ হিসেবে সবার কাছে পরিচিত।

তিনি বলেন, যারা রাজনৈতিক দল করতে চাচ্ছেন জুলাই অভ্যুত্থানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা মনে করছেন রাজনীতিতে তরুণদের অংশীদারিত্ব থাকা দরকার। তাই তারা দল গঠনের প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। গত ১৫ বছর এদেশের মানুষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনীতি করতে পারেনি। এটাকে আমি বলবো সময়ের ব্যর্থতা বা সিস্টেমের ব্যর্থতা।

অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারির মত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নুরুল আমিন বেপারি নতুন রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে নিজের মতামত তুলে ধরেন মানবজমিনের কাছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল করার অধিকার সবার আছে। তার কিছু প্রেক্ষাপটও আছে। প্রশ্ন হচ্ছে- যারা করতে চাচ্ছেন তারা কতোটুকু সফল হবেন।

ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টার্গেট করেছে। তারা আওয়ামী লীগের গুম- খুনের বিরুদ্ধে যে সেন্টিমেন্ট সেটির দখল নিজেদের পক্ষে নিয়ে নিয়েছে। এ ছাড়া ভারতবিরোধী পক্ষকেও তারা তাদের পক্ষে টানতে পেরেছে। এখন কথা হচ্ছে ছাত্ররা কি কিংস পার্টি হবে না ধীরে ধীরে নিজেদের গুছিয়ে নেবে। কিংস পার্টি না হয়ে তারা যদি আসলেই দল হিসেবে গড়ে উঠতে চায় তাহলে তাদের সেভাবে কাজ করা উচিত। এটা ঠিক যে অন্তর্বর্তী সরকার তাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা দেবে। কারণ এরা ক্ষমতায় আসলে তাদের লাভ। বৈষম্যবিরোধীরা আওয়ামী লীগ ও ভারতবিরোধী কর্মসূচি নিয়ে এসেছে। সেখানে বিএনপি পরোক্ষভাবে তাদের সমালোচনা করছে।

বিএনপি আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করতে চাইলে ভুল করবে: নির্বাচন যত দেরি হবে তত ছাত্ররা ভালো করবে। নির্বাচন হলে হয়তো ক্ষমতায় যাবে না তবে ভালো করতে পারে যদি তারা জামায়াতসহ অন্যান্য দলকে জোটে নিয়ে নিতে পারে। এমন হলে পাশার দান উল্টেও যেতে পারে। এতে যে জামায়াতের প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে বুঝাই যায়। আন্দোলনের সমন্বয়কদের অধিকাংশ শিবিরের। শিবিরের প্রোগ্রামে গিয়ে ছাত্র আন্দোলনের নেতারা অভ্যুত্থানের ক্রেডিট তাদের দিয়ে দিচ্ছে। অথচ এ আন্দোলনে তারেক রহমান ও তার দলের নেতাকর্মীদের অনেক ত্যাগ রয়েছে। জামায়াত তাদের ছাত্রসংগঠন দিয়ে বৈষম্যবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণ করছে। এখন ডাকসু নির্বাচনের বিষয় সামনে আসছে। এটা যদি হয় তাহলেও শিবির ও বৈষম্যবিরোধীরা ভালো করবে। আর ডাকসুতে যারা ভালো করবে তাদের জাতীয় রাজনীতি ভালো হবে- এটাই স্বাভাবিক।

টিউলিপ-আজমিনাকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। আর বিনা মূল্যে এ দুটি ফ্লাট প্রদানের নেপথ্যের যোগসূত্রে আইনজীবি মঈন গনির নামটি ওঠে এসেছে। ফ্লাটদাতা মোতালিফের সাথে আওয়ামী লীগ কিংবা শেখ হাসিনার সরাসরি কোন সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করেনি কোন সূত্র।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে, লন্ডনের একটি বিনামূলের ফ্ল্যাট টিউলিপ সিদ্দিককে দেন এক ব্যবসায়ী। এই ফ্ল্যাটটি তাঁকে বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন আবদুল মোতালিফ নামের এক আবাসন ব্যবসায়ী। বলা হচ্ছে, শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত। কে এই মোতালিফ এবং তিনি কীভাবে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কে এই আবদুল মোতালিফ

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, আবদুল মোতালিফ যুক্তরাজ্যে বসবাসরত একজন ব্রিটিশ নাগরিক। তাঁর জন্ম ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে। তিনি বর্তমানে বিলুপ্ত দুটি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই দুটি হলো ওকস কন্সট্রাকশন (Oaks Construction Ltd) এবং এ এম প্রোপার্টি সার্ভিস (A M Property Services)। তাঁর পেশা ছিল কোম্পানি পরিচালনা। এসব কোম্পানির মাধ্যমে আবাসন ও নির্মাণ খাত আছে। তবে কোম্পানিগুলোর লেনদেন বা কার্যক্রম নিয়ে খুব একটা তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি

মোতালিফ ও শেখ হাসিনার সম্পর্ক সূত্র ব্যারিস্টার মঈন!

মোতালিফের সঙ্গে শেখ হাসিনার কোনো সরাসরি সম্পর্কের প্রমাণ নেই। তবে তিনি প্রবাসে আওয়ামী লীগ-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। লন্ডনে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ঘন ঘন যাতায়াতের সময় স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়। মোতালিফও এই নেটওয়ার্কের একজন হতে পারেন বলে ধারণা করা হয়। তবে এর সাথে তৃতীয় এক ব্যক্তির নাম আলোচনায় ওঠে এসেছে।

আবদুল মোতালিফ লন্ডনে টিউলিপ সিদ্দিককে যে ফ্ল্যাট উপহার দিয়েছেন, সেই ফ্ল্যাট তিনি প্রথমে ব্যারিস্টার মঈন গনিকে ব্যবহার করতে দেন। পরে সেটি টিউলিপের নামে স্থানান্তর করেন। এই লেনদেন মোতালিফ, ব্যারিস্টার মঈন ও শেখ হাসিনার পরিবারের মধ্যে একটি সম্ভাব্য সংযোগের ইঙ্গিত দেয়।

যে ফ্ল্যাট দুটি এখন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু

লন্ডনের কিংস ক্রসে অবস্থিত বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে টিউলিপ সিদ্দিক বাস করছেন, যা এখন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। এই ফ্ল্যাটটি মোতালিফ টিউলিপকে বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এমনকি মালিকানা পরিবর্তনের আগেই মোতালিফ ফ্ল্যাটটি টিউলিপের জন্য প্রস্তুত রাখেন।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টিউলিপ সিদ্দিক ২০০৪ সালে কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই কিংস ক্রস এলাকার এই দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন। রেজিস্ট্রেশন নথি অনুযায়ী, ফ্ল্যাটটি ২০০১ সালে ১ লাখ ৯৫ হাজার পাউন্ডে কেনা হয়েছিল। বর্তমানে একই ভবনের একটি ফ্ল্যাট ৬ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ডে (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার বেশি) বিক্রি হয়েছে।

এদিকে টিউলিপ সিদ্দিককে উপহার দেয়া বাড়ির সন্ধানের পর এবার বের হয়েছে তারই ছোট বোন আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তির নামে উপহার দেয়া আরেক ফ্ল্যাটের সন্ধান। আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ এক আইনজীবী মঈন গণি তাকে এই ফ্ল্যাটটি উপহার দিয়েছিলেন। এ খবর প্রকাশ করেছে লন্ডনের দ্য টেলিগ্রাফ। এই ফ্ল্যাটটি প্রথমে আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তিকে উপহার হিসেবে দেন তার খালা শেখ হাসিনার একজন ঘনিষ্ঠ ও আইনজীবী মঈন গণি। পরে ওই ফ্ল্যাটটি টিউলিপকে ব্যবহার করতে দেন আজমিনা। এই ফ্ল্যাটকে নিজের ঠিকানা হিসেবে সরকারি নথিতে তথ্য দিয়েছেন টিউলিপ।

মঈন গনি ২০০৯ সালে আজমিনার নামে ঐ ফ্ল্যাটটি হস্তান্তর করেছিলেন। ভূমি রেজিস্ট্রি নথিতে বলা হয়েছে, আজমিনার কাছে ফ্ল্যাটের আর্থিক মূল্যের কোনো রেকর্ড নেই। কিন্তু একসময় ঐ ফ্ল্যাটটিতে টিউলিপ সিদ্দিক বসবাস শুরু করেন। টিউলিপ ঠিক কখন ফ্ল্যাটে এসেছিলেন তা স্পষ্ট নয়। তবে ২০১২ সালে ডিসেম্বরের পরে তিনি যখন ওয়ার্কিং মেনস কলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন তখন কোম্পানি হাউসে তার ঠিকানা হিসেবে ঐ ফ্ল্যাটটির ঠিকানা তালিকাভুক্ত করেছিলেন। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ক্যামডেন আর্টস সেন্টারের দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং ২০১৪ সালের মার্চে হ্যাম্পস্টেড ওয়েলস এবং ক্যাম্পডেন ট্রাস্ট, আরেকটি অলাভজনক ট্রাস্টি হওয়ার ক্ষেত্রেও এই ফ্ল্যাটের ঠিকানা ব্যবহার করেছিলেন টিউলিপ। তার স্বামী ক্রিশ্চিয়ান পার্সিও মে, ২০১৬ সালের শেষের দিকে এটিকে তার ঠিকানা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন। সেই সময় পর্যন্ত সিদ্দিক হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্নের লেবার এমপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আজমিনার এই ফ্ল্যাটটির বিষয়ে টিউলিপ কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

কে এই ব্যারিস্টার মঈন

ব্যারিস্টার মঈন গনি 'অ্যালায়েন্স ল'স নামে যুক্তরাজ্যের একটি আইনি পরামর্শক সংস্থার অংশীদার। তিনি ২০০৪ সালে ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশনে এবং ২০০৫ সালে লিংকনস ইন থেকে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের বারে যোগ দেন।

ব্যারিস্টার মঈন গনি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও আন্তর্জাতিক সালিসি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। তিনি বাংলাদেশ সরকার ও এর বিভিন্ন সংস্থাকে আন্তর্জাতিক মামলায় সহায়তা করেছেন। সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে ২০২৪-২০২৭ মেয়াদে আন্তর্জাতিক সালিস আদালতের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। এটি বিশ্বব্যাপী সালিসি-সংক্রান্ত অন্যতম শীর্ষ সংস্থা।

মঈন গনির এই ভূমিকায় প্রমাণিত হয় যে তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার ভূমিকা রয়েছে। মঈন গনিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ছবি তুলতেও দেখা গেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছোট বোন শেখ রেহানা সিদ্দিকের সঙ্গে তোলা মঈন গনির ছবিও আছে। এ তথ্যগুলো ইঙ্গিত দেয়, আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মঈন গনির পেশাগত সম্পর্ক রয়েছে, যার মধ্যে শেখ হাসিনাও পড়েন। গনির ভূমিকা তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত, আর্থিক ও রাজনৈতিক সংযোগের ইঙ্গিত দেয়। এদিকে মঈন গনির পেশাগত সম্পর্ক রয়েছে আব্দুল মোতালিফের।

অপর দিকে টিউলিপের বোন আজমিনা ও মা রেহানা হ্যাম্পস্টেডের ফ্ল্যাটটির কাছের আরেকটি ফ্ল্যাটে কিছু দিনের জন্য বসবাস করেছিলেন। এটি আওয়ামী লীগ নেতা কাজী জাফর উল্লাহর মালিকানাধীন। তিনি এটি ২০০৭ সালে কিনেছিলেন। ২০১২ সালে ৪ লাখ ৯৯ হাজার পাউন্ডে এটি তিনি বিক্রি করে দেন। আশ্চর্যজনকভাবে আইনজীবী মঈন গনিও এটিকে কয়েক বছর ধরে তাঁর ঠিকানা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন।

টিউলিপ সিদ্দিকের লন্ডন ফ্ল্যাট নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আলোচনা চলছে। ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী, একজন এমপি যদি বিনা মূল্যে কোনো সম্পদ ব্যবহার করেন, তবে তা পার্লামেন্টে ঘোষণার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। টিউলিপ সিদ্দিক এই বিষয়টি যথাযথভাবে ঘোষণা করেছেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বাংলাদেশেও এই ঘটনা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে।

টিউলিপের এক মুখপাত্র বলেন, 'টিউলিপ সিদ্দিকের সম্পত্তি বা রাজনৈতিক সংযোগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনো সম্পর্ক নেই।'

মোতালিফ নিশ্চিত করেছেন, তিনি ফ্ল্যাটটি কিনেছিলেন, কিন্তু সেটি টিউলিপের নামে হস্তান্তর করার কারণ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

ডজনখানেক নির্বাহী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বর্ডার জার খ্যাত টম হোম্যানকে সংযুক্ত করেছেন তিনি। আইসিই পরিচালকসহ ডিপোর্টেশনের কার্যক্রমের ডিপার্টমেন্টগুলো ঢেলে সাজিয়েছেন। নির্বাহী আদেশ জারীর প্রথম দিনেই ডিপোর্টেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অপরাধে যুক্ত অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করে বিতাড়ন করা হবে। রোববার গণমাধ্যম সিবিএস নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বর্ডার জার টম হোম্যান এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি সিবিএস নিউজকে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার হুমকি অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের বিতাড়নে প্রথম দিন থেকেই কাজ শুরু করবেন। অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে পরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যা আমরা দেখেছি গত ৪ বছর। এখন আমাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে এসব অপরাধীর যারা কারাগারে আছেন আর যারা জেলের বাহিরে আছে তাদের ডিটেক্ট করে গ্রেপ্তার করা। পরে ডিটেনশনের মাধ্যমে তাদের ডিপোর্টেশন করা হবে। এজন্য স্যাঙ্কচুয়ারি সিটির মেয়র ও কর্মকর্তাদের সাথে আমরা বৈঠক করেছি। যাতে অবৈধদের তথ্য পেতে ও গ্রেপ্তার করতে আইসিই'র কোন প্রতিবন্ধকতা না হয়।

টম হোম্যান আরো বলেন, ২০ লাখ অবৈধ অভিবাসী অপরাধী কোন গ্রেপ্তার, ফিঙ্গার প্রিন্ট ও তথ্য ছাড়া সীমান্ত দিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। এ ২০ লাখ অবৈধ অভিবাসী অপরাধীর অনেকেই গ্যাং তৈরী করে স্যাংক্ষচুয়ারি (অভয়ারণ্য) সিটিতে বসে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আইসিই তাদের গ্রেপ্তার করতে পারছেনা, কারণ স্যাংক্ষচুয়ারি সিটির অভয়ারণ্য আইনের কারণে অবৈধ অপরাধীদের আইসিই'র গ্রেপ্তারী ক্ষমতাকে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছিলো। অথচ অবৈধ অভিবাসী অপরাধীরা এরাই রাষ্ট্রের জন্য হুমকি। আমাদের কাছে তাদের তথ্য আছে। তালিকাও তৈরী হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণে প্রথম দিনেই তাদের গ্রেপ্তার করতে ঝাড় অভিযান চালাবে আইসিই। তাদের সহযোগিতা করতে প্রশাসনের সকল বিভাগ কাজ করবে। স্যাংক্ষচুয়ারি সিটির প্রশাসন ও পুলিশ এ কার্যক্রমে আমাদের সাথে একমত রয়েছে।

এদিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একাধিকবার বলেছেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নয় এমন অভিবাসীদের সন্তানদের জন্ম সূত্রে নাগরিকত্বের বিধান বাতিল করবেন নির্বাহী আদেশে। এ ছাড়া অবৈধ অভিবাসী যারা সন্তানদের নাগরিকত্বের সূত্রে বসবাস করছেন তাদেরকে ডিপোর্টেশন করা হবে এবং প্রয়োজনে তাদের সিটিজেন সন্তানদেরও অভিভাবকের সাথে পাঠানো হবে। এজন্য প্রয়োজনে আইন দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।

এদিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর আইসিই তাদের কার্যক্রম দ্বিগুণ সক্রিয় করেছে। লোকবল সংকট এবং ডিটেনশন সেন্টার বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট সকল বিষয় প্রস্তুতি নিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ও টম হোম্যানসহ ডিপোর্টেশন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এসব বিষয়ে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়েছেন। যার প্রভাব ইতোমধ্যেই দেখা গেছে। সম্প্রতি ১.৪ মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসী অপরাধীকে ডিপোর্টেশনের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন টম হোম্যান এবং গত বছরে আইসিই কর্তৃক অপরাধে অভিযুক্ত ও দন্ডপ্রাপ্ত অভিবাসী প্রায় ৭৪ হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অপরদিকে, অবৈধ অভিবাসী অভিভাবক ও তাদের কলেজ পড়ুয়া সিটিজেন সন্তানেরা নিজেদের শিক্ষা সহায়তা ফরমে তথ্য প্রকাশে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। কারণ তাদের তথ্য যদি ডিপোর্টেশন সংক্রান্ত দপ্তর ও আইসিই'র কাছে চলে যায় তাহলে তাদের অভিভাবকদের বিতাড়ন করা হতে পারে।

বিনামূল্যে অনলাইনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানুয়ারী) এক বিবৃতিতে তিনি জানান, প্রত্যেক নাগরিক যেন সহজেই সরকারকে ট্যাক্স প্রদান করতে পারে সেজন্য তিনি এই ঘোষণা দিয়েছেন। ক্যাথি হোকুল আরও জানান, এতে করে ট্যাক্সদাতা প্রত্যেক ব্যক্তির ২৬০ ডলারের মতো সাশ্রয় হবে এবং তাদের ফাইলের বোঝা হালকা হবে। এই পরিকল্পনার আওতায় এখন থেকে নাগরিকরা অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা আইআরএস এর মাধ্যমে ফেডারেল এবং স্টেট ট্যাক্স অনলাইনে কোনো খরচ ছাড়াই প্রদান করতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে, মিসিসিপি ও ফ্লোরিডাসহ কিছু অংশকে ভয়াবহ ঠাণ্ডা পরিস্থিতির আশঙ্কা করে সতর্ক করা হয়েছে। জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ বলছে, 'বিগত এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ভারী তুষারপাত হতে পারে। এছাড়াও এক সপ্তাহ ধরে স্থায়ী হতে পারে ঝড় ও তীব্র ঠাণ্ডা।

জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ও জন-অভিপ্রায়

ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

সপ্তাহের সবচেয়ের আলোচিত বিষয় ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রকাশ। বিপ্লবের প্রধান শক্তি তরুণ শিক্ষার্থীরা 'বৈষম্যবিরোধী' আন্দোলনের ব্যানারে ৩১ ডিসেম্বর বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রকাশের কথা জানিয়ে বিপুল ছাত্র-জনতার সমাবেশ করার কথা জানিয়েছিলেন। কিছু নাটকীয়তার পরে তারা অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে দেন-দরবার করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিপুল ছাত্র-জনতার সমাবেশ ঘটান। আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রকাশে সরকারকে সময় বেঁধে দেন। সমগ্র জাতি এখন অপেক্ষা করছে, যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাতে কী কী থাকছে। মূলত ঘোষণাপত্রটি হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। জাতির আগামী দিনের পথচলার একটি দিকনির্দেশনা।

গত সপ্তাহের একই কলামে যুক্তি তুলে ধরেছিলাম যে, ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের মুখে শেখ হাসিনা ও তার নেতৃত্বাধীন সাড়ে ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী সরকারের অকস্মাৎ যে পতন ঘটেছে; তা ইতিহাসের মানদণ্ডে একটি বিপ্লব। যদিও বিপ্লব-পরবর্তী সরকারের বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ড নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলে থাকেন। একইসাথে অনেকের মতে এটি একটি দুর্বল সরকার যাকে বৈপ্লবিক সরকার বলা যায় না। তাদের কথায় যুক্তি আছে সন্দেহ নেই। তবে সরকার ইতোমধ্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়েছে, যাকে অসাধারণ বলতে হবে। প্রথমত, পতিত ফ্যাসিবাদী সরকারের দ্বারা মানবতাবিরোধী যে নির্মম হত্যাকাণ্ড ও নানাবিধ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার ন্যায্যবিচারের উদ্যোগ নেয়া। নিয়তির কী পরিহাস, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে যে ট্রাইব্যুনাল ও বিধি-বিধান হাসিনা সরকার তৈরি করেছিল প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীদের বিচারে, ওই আদালত ও আইন-কানুন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি বর্তমান সরকারের একটি সাহসী উদ্যোগ। চিফ প্রসিকিউটর বলেছেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে ন্যায়বিচার করা হবে। যদি বিচারের কাজটি সঠিকভাবে করা যায় তাহলে সেটি একটি বিপ্লবী সরকারেরই সাফল্য হবে। দ্বিতীয়ত, ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকার সর্বক্ষেত্রে দেশ ও জনগণের যে ক্ষতি করে গেছে তার প্রতিবিধানে ব্যাপক সংস্কার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। দশটি কমিশন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিবেদন প্রণয়নে এবং সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে দু-একটি বাদে বাকি প্রতিবেদন দাখিল করবে বলে আশা করা যায়। অতীতে যেসব সংস্কার কমিশন বা কমিটি গঠিত হয়েছিল সেগুলো ছিল সরকারের প্রভাবান্বিত। সরকারের অভিপ্রায় প্রতিবেদনগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছিল। যদিও সুপারিশগুলোর সামান্য বাস্তবায়িত হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় অঙ্গীকারের অভাব এবং স্বার্থান্বেষী আমলাদের অসহযোগিতা ও বিরোধিতায় অতীতের অনেক সংস্কার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বিপ্লবের শুরুতে বলেছিলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারের যে সুযোগ এসেছে তা বারবার আসবে না; এবার সুযোগের সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হলে নিকট ভবিষ্যতে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। আর সেজন্য ড. ইউনূসের সরকার উল্লিখিত দু'টি কাজ অগ্রাধিকার হিসেবে নিয়েছে, যাকে বৈপ্লবিক কাজ বলতে হবে। আমাদের বিশ্বাস জনগণের বৃহদংশ সরকারের এ দু'টি উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

এখন কথা হচ্ছে, যে কোনো বিপ্লবের একটি জনপ্রত্যাশা থাকে। তার একটি প্রেক্ষাপট থাকে। যে প্রেক্ষাপটে জুলাই বিপ্লব ঘটেছে তা সবার জানা আছে। তথাপি সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে ঘোষণা করা অত্যন্ত জরুরি। এরূপ ঘোষণা বিপ্লবের পূর্বে অথবা অব্যবহিত পরে দেয়া দরকার ছিল। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার পতনে বিরোধী দলগুলো এক যুগ ধরে সক্রিয় আন্দোলন পরিচালনা করলেও ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে যে জুলাই বিপ্লব ঘটেছে তা ছিল এক কথায় মিরাকেল। কিছু বুঝে ওঠার আগে বিপ্লব ঘটে যায়। এমনকি আগে থেকে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোও ত্বরিত সাফল্যের ধারণা করতে পারেনি। ফলে আগেভাগে বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করা বাস্তবসম্মত ছিল না। তবে ৫ আগস্টের পরে দেয়া দরকার ছিল। এবারের বিপ্লবে দল-মত নির্বিশেষে সমাজের সব স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং সে পরিবেশই ছিল বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণ। ধন্যবাদ বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের যারা বিলম্বে হলেও সেটি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। এজন্য কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে সরকারকে সম্মত করাতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে- বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে কী বয়ান থাকবে। বাংলাদেশ তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বারবার রাষ্ট্র গঠন, আত্মপরিচয় বিনির্মাণ ও নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করেছে। প্রথমত, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হয়ে পাকিস্তান গঠন ছিল একটি বিরাট স্বপ্ন; আমাদের পূর্ব-পুরুষ নবাব সলিমুল্লাহ, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ নেতা তাদের জীবন-যৌবনের মূল সময় ব্যয় করেছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও কুচক্রী রাজনীতিকদের স্বার্থবাদী মানসিকতা ও উন্নাসিকতায় পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষুব্ধ হন এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে দেশ স্বাধীন করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাপতিসহ অনেকে তখন প্রতিবেশী দেশের কুমতলব বুঝতে পারলেও বৃহত্তর স্বার্থে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিগত ৫৩ বছরে বাকিরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন, ভারত আমাদের সত্যিকারের বন্ধু নাকি বন্ধুবেশী শত্রু। তারা নিজ দেশে গণতন্ত্রের চর্চা করলেও বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সমূলে ধ্বংস করতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের জনগণ অন্তত তিনবার গণতন্ত্র রক্ষায় আন্দোলন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৯৭৫ সালে একদলীয় বাকশালের বিরুদ্ধে, ১৯৯০ সালে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদের পতনে। প্রতিটিতে জনগণ জয়লাভ করেছেন। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তিন তিনটি শয়তানি শক্তির জুলুম-নির্যাতনের যে তিক্ত ও অভিশপ্ত শাসন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তার ফল হচ্ছে জুলাই বিপ্লব। বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে নিশ্চয় এসবের প্রতিফলন থাকবে।

আমেরিকান বিপ্লবের সময় আব্রাহাম লিঙ্কন গেটিসবার্গের ঐতিহাসিক ভাষণে গণতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে : জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার।

১৭৮৯ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ১০ বছরব্যাপী লড়াইয়ের পর ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ১৭৯২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে তিনটি প্রধান নীতির কথা বলা হয় : স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব। রুশ কমিউনিস্ট বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ১০ নভেম্বর ১৯১৭ সালের সরকারি দলিলে বলা হয় যে, দেশের জনগণ সকলে রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের নাগরিক এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রের বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে তারা সমান অধিকার পাবেন। ১৯৪৯ সালে মাও জে দঙয়ের নেতৃত্বে চীনে যে কমিউনিস্ট বিপ্লব হয় তার পেছনে ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা ও সর্বহারার সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৭৯ সালে সংঘটিত ইরানের ইসলামী বিপ্লবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশটির সংবিধানে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইসলামের আলোকে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংস্কারের কথা বলা হয়। ২০১০-২০১১ সালে সংঘটিত আরব বসন্ত বা গণ-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল : 'বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭০ সালে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যেই ম্যান্ডেট প্রদান করিয়াছে সেই ম্যান্ডেট অনুযায়ী আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আমাদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এ রূপান্তরিত করার ঘোষণা প্রদান করিতেছি। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবে বলা হয়, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' এটি ছিল স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। যা হোক, বাংলাদেশের মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১তে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে। এ ছাড়া প্রশাসনের সব পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছিল। পরবর্তীতে অবশ্য ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করে জাতির সাথে চরম প্রতারণা করা হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, শুরু থেকে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা নিয়ে তীব্র বিতর্ক ছিল। সর্বোপরি সংবিধান গ্রহণের বিষয় জনগণের ম্যান্ডেট নেয়া হয়নি। সম্প্রতি সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেছেন, '১৯৭২ সালে একটিমাত্র দল সংবিধান প্রণয়ন করেছিল।' এরপর বহুবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা দলীয় স্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন হয়েছে। সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের এমন হাল হয়েছে যে, একে হুবহু বহাল রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ব্যক্তি ও দল সংবিধান বাতিল করে নতুন করে রচনার কথা বলছেন। কারো কারো মতে, প্রয়োজনীয় সংশোধন করলে চলবে। যেটাই হোক না কেন, সংবিধান রচনা বা সংশোধন করতে গেলে প্রথমে আসবে সংবিধানে ভূমিকা ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের রেখে যাওয়া বয়ান রাখা হবে নাকি বাতিল হবে। বাতিল হলে তার প্রতিস্থাপন কী দিয়ে হবে।

২০২৪ সালের বিপ্লবকে অনেকে দেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলছেন। সুতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে ইতিহাসের কী বয়ান থাকবে তা বেশ প্রাসঙ্গিক। শিক্ষার্থী ও জনতা যে বৈষম্যবিরোধী ও ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনা নিয়ে লড়াই করেছিলেন তার বহিঃপ্রকাশ নিশ্চয় বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে স্থান পাবে। তবে দেশের তথাকথিত সুশীলসমাজের যে অংশটি সেক্যুলার ধারণায় বিশ্বাসী; তারা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে তা দেখতে উৎসুক হয়ে রইলাম। আবার দেশের ইসলামী ধারার রাজনৈতিক ও আধা-রাজনৈতিক শক্তিগুলোও চাইবে, বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে তাদের চেতনা ও মূল্যবোধ স্থান পাবে। জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে 'আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস' অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন বিএনপি তার বাইরে যেতে পারবে না। তবে এ নিয়ে বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বেও বিশেষ আগ্রহও দেখা যায় না। জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব ইসলামী দল ও সংগঠনগুলোর সাথে জিয়াউর রহমানের আদর্শের মিল রয়েছে। এখন দেখার বিষয়- সংবিধান সংস্কার কমিশন সংবিধানের ভূমিকায় জনগণের সম্মিলিত অভিপ্রায় ও অঙ্গীকারকে কোন বয়ানে পেশ করে।

আমাদের ধারণা, মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য সেটি তুলে ধরাই হতে পারে সব পক্ষকে শান্ত রাখার একটি কৌশল।

সুতরাং আমরা আশা করব, অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে জাতীয় ঐক্য ও জনগণের বৃহদংশের অভিপ্রায় সঠিকভাবে তুলে ধরবে এবং তাই হবে আগামী বাংলাদেশের পথচলার পথনকশা।

লেখক : গবেষক ও সাবেক সচিব

সরকারের মেয়াদ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আমি থাকলেও যেতো, না থাকলেও যেতো। ঘটনাচক্রে আমি ছিলাম।

প্রশ্ন: বিচারব্যবস্থার ওপর তৎকালীন সরকারের যে প্রভাবের কথা মানুষ বলছিল। বা বলাবলি আছে এখনো। আপনি কি মনে করেন ওনারা ক্ষমতায় থাকলেও কোর্ট ওভাবে ব্যবহার করতো?

ড. ইউনূস: আগে যারা ছিল তারা তো করেনি। আর করেনি বলেই তো আদালতের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। এখন যারা এসেছে তারা বিচার চাচ্ছে, বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে।

প্রশ্ন: তখন যেভাবে চলছিল, তাহলে তো জেলে যাওয়ার কথা ছিল...

ড. ইউনূস: তখন তো জেলে যাওয়ার পথেই ছিলাম। প্রতিবারেই মনে হচ্ছে এবারই মনে হয় জেলে যেতে হবে। মাঝে মাঝে প্রস্তুতি নিয়ে গেছি এবার ফেরা নাও হতে পারে। আমার সহযোগী যারা আছেন, তারা তাদের আত্মীয়স্বজনকে বলে গেছেন। আমি বলেছি-আমার কিছু করার নেই। যা নিয়তি আছে হবে, আমি আমার পরিবারকেও প্রস্তুত করিনি। রেখে দিলে রেখে দেবে, নিয়ে গেলে নিয়ে যাবে। আমি সহজভাবে নিচ্ছিলাম। এটা নিয়তির খেলা। সুতরাং প্রস্তুতি নিয়ে আমার কোনো কাজ নেই।

প্রশ্ন: আপনি মাত্র বললেন, এটা একটা ভিন্ন জগত। রাষ্ট্র পরিচালনায় এই রকম একটা রাজনৈতিক দায়িত্ব, যেটা আপনি চিন্তা করেননি। ২০০৭ সালে যখন আপনি একটা দল করতে গিয়েছিলেন। এটা তো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবেই চিন্তা করেছিলেন। সেটা যদি আপনি চালিয়ে যেতেন, তাহলে তো আপনাকে রাজনৈতিক দায়িত্বই পালন করতে হতো?

ড. ইউনূস: সেটার কারণ ছিল, রাজনৈতিক দল তো ছিল না আমার। আমার বন্ধু-বান্ধব বলতো আপনি একটা দল করেন। এভাবে পেছনে লেগে রইলো। আপনি ছাড়া পারবে না কেউ। আশপাশের লোকজন যা যা বলে আরকি। ত্যক্ত-বিরক্ত হয়েই শেষে বললাম আমি করবো দল। সাংবাদিকরা ধরলো, তখন আমি বললাম হ্যাঁ আমি দল গঠন করবো। তখন বিভিন্ন জায়গায় আমি আসা-যাওয়া করছিলাম। উত্তরবঙ্গে যাচ্ছিলাম, চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম। প্রত্যেকবার এয়ারপোর্টেই এ কথাগুলো হচ্ছিল। আর কোথাও না। একসময় ধরলো-তাহলে কী নাম দেবেন? আমি বললাম নাম ঠিক করিনি। করলে আপনাদের জানাবো। তখন একটা নাম দিলাম। সেটা হলো নাগরিক শক্তি। তারপর বুঝলাম বিষয়টা বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তখন সবাইকে বললাম, মতামত নাও। কোনোভাবে এটা থেকে দূরে সরে যাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করছিলাম। নামও হলো মতামতও হলো। তারপর দেখলাম এর মধ্যে বেশি ঢুকে যাচ্ছি। তখন আমি বললাম না আমি কোনো রাজনৈতিক দল করছি না। তখন রাজনীতির মধ্যদিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া এসব আমার মাথায় ছিল না। পরিকল্পনা ছিল না, এটা দীর্ঘমেয়াদি জিনিস।

প্রশ্ন: রাজনৈতিক দল তো শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত?

ড. ইউনূস: আমি তখন রাজনৈতিক দল করতে চাচ্ছিলাম না। ঠেকা দেয়ার জন্য এগুলো বলে যাচ্ছিলাম। সবাই ধাক্কা দিচ্ছে আপনাকে করতে হবে। শেষে মনে করলাম এটা বেশ গভীরে চলে যাচ্ছে। তখন পরিষ্কার বলে দিলাম। সবাই হতবাক হয়ে গেল। ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিলাম।

প্রশ্ন: আপনি কি বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন?

ড. ইউনূস: বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিনি। এজন্য তারা আরও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা বললো আমাদেরকে বললেন না। আমরা এতদিন ঘুরলাম।

প্রশ্ন: তাদের (বন্ধু) মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কথা। তারা কি এখন আনন্দে আছে?

ড. ইউনূস: তারা কাছে আসে না। কোনদিকে নিয়ে যায় আবার!

প্রশ্ন: ওই নাগরিক শক্তির সঙ্গে ছাত্রদের জাতীয় নাগরিক কমিটির চিন্তার বা ভাবনার কোনো সম্পর্ক আছে?

ড. ইউনূস: নাগরিক শব্দটা কমন। তাছাড়া আমার সঙ্গে তাদের কোনো আলোচনা হয়নি। তারা শব্দটা কোথায় পেলো।

প্রশ্ন: নাগরিক শব্দটা যেকোনো মানুষ ব্যবহার করতে পারে।

ড. ইউনূস: নাগরিক শব্দটা যেকোনো মানুষ ব্যবহার করতে পারে। আমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ হয়নি।

প্রশ্ন: সমপ্রতি আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন এবং আমরাও লক্ষ্য করছি যে, সরকারের যে গণতান্ত্রিক সংস্কারের কর্মসূচি ও নির্বাচন। এই দুটোকে পরিপূরক না ভেবে একটা সাংঘর্ষিক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এটা কি আপনাকে চিন্তিত করে?

ড. ইউনূস: না, এখনো সাংঘর্ষিক পর্যায়ে যায়নি। একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিলাম। প্রক্রিয়া হলো, কতোগুলো কমিশন গঠন করেছি। একেকটা বিষয়ের ওপর কমিশন গঠন করেছি। এই রকম ১৫টি কমিশন করেছি। তারমধ্যে ৬টি কমিশন প্রথম ঘোষণা করেছিলাম। ৯০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেয়ার কথা ছিল। তারা নব্বই দিনের মধ্যে শেষ করতে পারেনি। তারা বলেছে ১ সপ্তাহ দেরি হতে পারে। কারণ আয়োজন করতেও সময় লেগেছে। ঘোষণা করেছি, প্রথমে তাদের বসার জায়গা দিতে পারিনি। কাজেই ঠিক নব্বই দিন সময় তারা পায়নি। ৬টা কমিশন যদি ৭ই জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট দিয়ে দেয়, তাহলে আমরা পাবো। ওখানে সংস্কার বিষয়ক সব বিষয় দেয়া থাকবে। তাহলে সংস্কারের রূপরেখাটা আমরা পেলাম। ইতিমধ্যে মত বিনিময় হয়েছে। তার মধ্যে কোনোটা টিকেছে আবার কোনোটা টেকেনি। তারপর কমিশন মনে করেছে এটাই আমাদের সারমর্ম। তখন বৃহত্তর সংলাপের জন্য এগুলো নিয়ে আসবে। সেদিন একটা সংলাপ হয়েও গেল। যদিও এখনো রিপোর্ট আসেনি। সবাইকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলো কোনটা পছন্দ, কোনটা অপছন্দ। সেদিন একটা কমিশন ঘোষণা করলাম। এই কমিশনের চেয়ারম্যানদের দিয়ে একটা কমিশন, যেটার বাইরে থেকে আমি নিজে চেয়ারম্যান হলাম। সেখানে প্রফেসর আলী রীয়াজকে সহ-সভাপতি করলাম।

প্রশ্ন: আমরা লক্ষ্য করছি পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যারা নতুন রাজনৈতিক দল করতে যাচ্ছেন, অর্থাৎ তরুণরা যারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে তারা নির্বাচনের জন্য সময় নিতে চায়। রাজনৈতিক দলগুলো মনে করছে সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচন প্রক্রিয়া এগিয়ে আনা দরকার। তবে পাবলিক ডিবেটের মধ্যে এক ধরনের তিক্ততা তৈরি হয়েছে। আপনার নজরে এসেছে?

ড. ইউনূস: খুব ভালো করে নজরে এসেছে।

প্রশ্ন: সেটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার নয়?

ড. ইউনূস: মোটেও না। কারণ ওই যে বললাম, বাইরে একরকম, ভেতরে আরেক রকম। সেই কারণে তারা শেষ পর্যন্ত একমত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: তরুণরা দল করবে। তারা কনস্টিটিউনসি বিল্ডআপ করবে। এই কারণে তাদের সময় দরকার। তারা নিশ্চয়ই সংস্কার চান। ক্ষমতার রাজনীতিতে এই মুহূর্তে তারা প্রায়োরিটি দিচ্ছেন নিজস্ব সংগঠন তৈরি করে নির্বাচন করার। এই কারণে অন্যরা মনে করে শুধু অন্য একটি গ্রুপকে সময় দিতে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। আপনি সেটার মধ্যে কোনো সমস্যা দেখছেন না?

ড. ইউনূস: সেজন্যই ঘোষণা দিলাম। কতোগুলো তারিখ দিয়ে দিলাম। যাতে সন্দেহ না থাকে। যতকিছুই টানতে চান না কেন, আমি তো ঘোষণা দিয়ে দিয়েছি। হয় এখানে হবে, না হয় ওখানে হবে। দুটো তারিখ দিয়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন: রাজনৈতিক দলগুলো তারপরও বলছে, আরও সুনির্দিষ্ট করে তারিখ ঘোষণা করতে।

ড. ইউনূস: এর ভেতরে তারিখ চাচ্ছে, তারা বাড়াতে চাচ্ছেন না। কোন তারিখে হবে। ওই প্রসেসটা অগ্রসর হলেই আমরা দেখবো। আমরা তো বাঁধ দিয়ে দিলাম। এর বাইরে আমরা যাচ্ছি না। এটা হলে এই পর্যন্ত, ওটা হলে ওই পর্যন্ত। তবুও কথাটা বার বার বলছেন।

প্রশ্ন: মানে আপনাদের চাপের মধ্যে রাখতে চাচ্ছে?

ড. ইউনূস: আমরাও চাই চাপের মধ্যে থাকি। আমাদের ভেতরেও তো নানা মত থাকতে পারে। সেজন্যই বাঁধ দেয়া হলো যে, এই পর্যন্তই। এর ভেতর থেকেই আমাদের যা কিছু করতে হবে। যাতে কেউ বলতে না পারে যে, সংস্কার করতে ৫ বছর সময় লাগবে। যা কিছু হবে এরমধ্যেই করতে হবে। সংস্কারের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া দরকার, দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিতে হবে, আরও ছয় মাস বাড়াতে, বললাম- না এর ভেতরেই করতে হবে। এই যে একটা বাঁধ দেয়া, এটা আমাদের জন্য খুবই দরকারি। এর মধ্যেই যাতে আমরা সবকিছু সম্পন্ন করতে পারি।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে রাজনৈতিক রক্তাক্ত পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে মানুষের মনের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। সেটাকে আমাদের পাশের দেশ ভারত এক ধরনের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা হিসেবে চিহ্নিত করছে এবং নানান কথা বলছে। এটা ঠিক জাতীয়তাবাদী চৈতন্য থেকে নয়, দেশকে ভালোবাসি বলে নয়, তথ্য বিকৃতি হিসেবে নানা জায়গা থেকে মিডিয়া এগুলো সাধ্যমতো বলছে। কিন্তু সেটা হচ্ছে একটা মিডিয়ার লড়াই। বলতে চাচ্ছি বস্তুত ফাংশনাল ডিপ্লোম্যাসিতে আপনার এ ক'দিনের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভারতের সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ওয়ার্কিং রিলেশন তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে কি আমরা এগুতে পেরেছি?

ড. ইউনূস: আমরা বরাবরই সেটা চেষ্টা করছি। ভারতের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরা। প্রথমবার যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনে আলাপ হলো (উনি ফোন করেছিলেন)। উনি অভিযোগ করলেন এখানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। বললাম, যে এটা অতিরঞ্জিত কতোগুলো সংবাদ আপনার কাছে যাচ্ছে। কাজেই এটা আপনি বিশ্বাস করবেন না। যদি আপনি প্রকৃত তথ্য জানতে চান আপনার সাংবাদিকদের পাঠান। এখানে আসুক, তারা দেখুক। দেখে রিপোর্ট করুক। আমাদের তথ্যগুলো যদি আস্থায় আনতে না চান তাহলে এটাই প্রকৃত পরিস্থিতি। পরবর্তীতে অনেক ভারতীয় সাংবাদিক এখানে এসেছিলেন। তারা রিপোর্ট করেছেন। আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে অতিরঞ্জন থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু কিছু সংবাদ আছে যেগুলো অতিরঞ্জনের বিষয় না। এগুলো একেবারে গাঁজাখোরি কতোগুলো কথা। সে রকম চলছেই। নানারকম আজগুবি সংবাদ দিচ্ছে। পরবর্তীতে যখন তাদের পররাষ্ট্র সচিব আসলেন তখন বললাম এরকম কেন হচ্ছে? উনি বললেন, এটা আমাদের সরকারের বিষয় না। সরকার এটার মধ্যে জড়িত না। এগুলো মিডিয়ার বিষয়। আমাদের আওতার বাইরে। কাজেই সরকার এটা থেকে দূরে সরলো। কাজেই এটা আমাদের জন্য একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট। এতদিন সরকার এটার মধ্যে জড়িত ছিল বলে প্রকাশ করছিল। এখন বলছে আমাদের না। কাজেই এটা হয়ে গেল। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের তথ্যগুলো তাদের কাছে দেয়ার জন্য। ইন্টারন্যাশনাল করেসপন্ডেন্টরা যখন আসে তারা করে। এখন মনে হয় ইন্টারন্যাশনাল কভারেজের কারণে অত বেশি জুত করতে পারছে না। এখনো উল্টাপাল্টা খবর দিচ্ছে, কিন্তু জুত করতে পারছে না। আগে বলছিল, এটা ইসলামিস্ট অভ্যুত্থান হয়েছে। তালেবানদের হাতে চলে গেছে ইত্যাদি। পত্র-পত্রিকা, ইন্টারন্যাশনাল কাগজপত্রে যখন আসছে ওখানে তারা আর সুবিধা করতে পারছে না ওরকম বলে। কিছু কাগজ দেখালো এখানে, দেখা গেল কেবিনেটের মধ্যে কারা কারা আছে। তাদের যে পরিচিতি দিলো কেউ বিশ্বাস করবে না এরা ইসলামিস্ট গোষ্ঠীর। কাজেই এই ধরনের প্রোপাগান্ডা আগের থেকে অনেকটা কমেছে।

প্রশ্ন: মানবতাবিরোধী বিচারের জন্য আপনার সরকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আপনারা অফিসিয়ালি চিঠি দিয়েছেন। কতো দিনের মধ্যে এটার উত্তর আশা করেন?

ড. ইউনূস: কতোদিন সময় লাগতে পারে সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।

প্রশ্ন: আপনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চয় আপনাকে জানিয়েছে?

ড. ইউনূস: না, আমি জিজ্ঞেস করিনি কতোদিন লাগবে। আমরা প্রক্রিয়া শুরু করেছি, দেখি তারা কী জবাব দেয় বা দিচ্ছে কিনা সেটা ফলোআপ করবো। ডেফিনেটলি এটা একটা গতি নেবে।

প্রশ্ন: উত্তর না এলে অনুমান কতোদিন পরে আবার চিঠি দেবেন?

ড. ইউনূস: এটা মাস খানেক হতে পারে। আমরা ফলোআপ করবো, দেখি কী হয়।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনেক ভালো সম্পর্ক। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্যাবিনেটে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাতজন মন্ত্রী আছেন বলে জানা গেছে। আপনার সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক ভালো বলে মানুষ মনে করে। তাদের (ভারত-যুক্তরাষ্ট্র) মধ্যে এই সম্পর্ক আমাদের দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হতে পারে বলে আপনি আশঙ্কা করেন?

ড. ইউনূস: এত ঘনিষ্ঠতা থাকলে হতে পারে। কারণ ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি যদি ওখানে ক্ষমতায় থাকে তার একটা প্রভাব পড়তেই পারে। ইতিমধ্যে তার প্রভাবের নমুনাও কিছুটা আমরা দেখেছি। কাজেই আমরা দেখছি এটা কোন দিকে যায়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হলেই যে সে যুক্ত থাকবে এমন কোনো কথা না। সে হয়তো আমাদের দিকেও বেশি মনোযোগ দিতে পারে। আমরা বের করতে পারি যে, কারা কারা আমাদের দিকে সহনুভূতিশীল হবে। কীভাবে আমরা তাদের সহানুভূতি পেতে পারি। নতুন সরকারের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়।

জাতীয় ঐকমত্য গঠন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান করা যায়, সেসব বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। সংস্কার কমিশনপ্রধান এবং উপস্থিত উপদেষ্টাদের মধ্যে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে। একটি কমিশনের কাজ অন্য কমিশনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে সে ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা করা হবে। কার্যক্রম এগিয়ে নিতে প্রথম ধাপে গঠিত ছয় সংস্কার কমিশনের সবকটিরই মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, বৈঠকে প্রথম ধাপের ছয় কমিশনের প্রধানরা তাদের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন। অনেকে ঢাকার বাইরে গেছেন, অনেকে যাননি। কয়েকটি কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে নানাভাবে আলোচনা হয়েছে। এসব বিষয় আমরা পর্যালোচনা করেছি। শিক্ষণীয় বিষয়গুলো পরবর্তী কমিশনের প্রধানদের কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রথম ধাপের কমিশনগুলো ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে। দ্বিতীয় ধাপের পাঁচটি সংস্কার কমিশন গঠনের পর থেকে ৯০ দিনের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমা দেবে। এরপর 'জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন' করার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

একজন উপদেষ্টা বলেছেন, 'কমিশনগুলো স্বাধীন। তারা তাদের মতো কথা বলেছে। অতীতে কাজ করতে যেসব প্রতিকূলতা এসেছে, তা জানিয়েছে। নতুন যেসব কমিশন হয়েছে, সেগুলো তা থেকে অভিজ্ঞতা নিয়েছে। সংস্কারকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়ে কথা হয়েছে।'

গত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় নতুন কমিশন গঠনের কথা জানিয়েছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছিলেন, 'জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন' প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে সরকার। এ কমিশনের কাজ হবে রাজনৈতিক দলসহ সব পক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করা। যেসব বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন হবে, সেগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে সুপারিশ করবে জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন।

এদিকে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় পেয়েছে। আর বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনকে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন হয়েছিল ৩ অক্টোবর। এই পাঁচ কমিশনকে প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ৯০ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। সে হিসাবে ২ জানুয়ারির মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমার কথা ছিল। আর সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল ৬ অক্টোবর। ৫ জানুয়ারির মধ্যে এ কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা ছিল। গত ৪ নভেম্বর প্রথম ধাপের ছয় কমিশনের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। এতে কমিশনগুলোর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে জানানো হয়। ১৮ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপের পাঁচটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। গত ৩ অক্টোবর গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন, শ্রম সংস্কার কমিশন এবং নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হয়।

ভেতরে অস্থিরতা বাইরে শান্ত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

লক্ষ্যে এটি করা হচ্ছে বলে এনবিআর'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ অবশ্য দাবি করেছেন, ভ্যাট বাড়লেও জিনিসপত্রের দামের ওপর তেমন প্রভাব পড়বে না। উপদেষ্টা এ দাবি করলেও ব্যবসায়ীরা সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা প্রয়োজনে আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের লুটপাট আর স্বেচ্ছাচারিতার কারণে তখন থেকে নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্যে জেরবার ছিল মানুষের জীবন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর আশা ছিল সরকারের উদ্যোগে এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে। সরকার এজন্য নানা উদ্যোগও নিয়েছে। কিন্তু অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। নিত্যপণ্যের বাড়তি দামের কারণে ভোগান্তিতে আছেন প্রায় সব শ্রেণির মানুষ। এমন অবস্থায় নতুন করে ভ্যাট চাপিয়ে এই ভোগান্তি আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হলো। অন্যদিকে কিছুদিন আগে থেকে বলা হচ্ছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ সামলাতে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা দেয়া হবে। নতুন করে ভ্যাট বাড়ানোর তথ্য প্রকাশ হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর ব্যাপক সমালোচনা করছেন অনেকে। বলা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের উপর চাপ দিয়ে ভ্যাট আদায় করে তা দিয়ে সরকারি চাকরিজীবীদের ভাতা দেয়ার আয়োজন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। একটি ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়ার জন্য। আহত ও নিহতদের রক্তের দাগ এখনো মুছে যায়নি। ছাত্র-জনতার দাবি অনুযায়ী সরকারি প্রশাসন এখনো ফ্যাসিবাদমুক্ত হয়নি। প্রশাসনের ভেতরে থাকা ফ্যাসিবাদের দোসররাই নানা চাপ দিয়ে সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায়ের চেষ্টা করছে। এমন অবস্থায় সরকারই যদি সাধারণ মানুষকে চাপে ফেলে বিশেষ শ্রেণিকে খুশি করার চেষ্টা চালায় সেটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমন উদ্যোগ মানুষের কষ্ট বাড়াবে, নতুন করে অস্থিরতার উপলক্ষ হতে পারে সরকারের জন্যও।

বাবাকে নিয়ে যা বলেছিলেন রোজা আহমেদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মেকআপ আর্টিস্ট রোজা আহমেদ। একদিনেই দেশের মানুষের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। যার কারণ সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। যার সঙ্গে বিয়ের খবর প্রকাশের পরই আলোচনায় তিনি। এরপরই তাকে নিয়ে শুরু হয় দেশের গণমাধ্যমে চর্চা। তার মাঝেই রোজার পুরোনো একটি স্ট্যাটাস ভাইরাল হয়। যেটি তিনি ২০২৪ সালে ৪ জুন নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছিলেন।

বাবাকে নিয়ে আবেগঘন স্ট্যাটাসের শুরুতে রোজা লিখেছেন, 'সেলফিটা একটু আগেই তুলেছি। সাধারণত আমার অনেক ছবি তোলা হয়। কিন্তু আজ এই সেলফিটা তোলার সময় চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। অনেক সময় ধরে কাঁদলাম। কিন্তু কী মনে করে কাঁদছি বা কেন কাঁদছি তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। তাই সব থেকে আদরের ছিলাম সবার। আর বাবা আমাকে সব সময় বলতেন 'আমার ছোট্ট পরীটা কইরে'। সেই সময় বরিশাল শহরে আমাদের পরিবারের বেশ প্রভাব ছিল। ছোটবেলায় কখনো কমতি পাইনি। এর বাসায় দাওয়াত, তার বাসায় দাওয়াত আর যেতেই হবে কারণ আমাদের ছাড়া দাওয়াত অসম্পূর্ণ হবে। এমন দিন গিয়েছে দিনে ৪টা দাওয়াতেও অংশ নিয়েছি। শুধু দেখা করে আসার জন্য।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'হঠাৎ বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ওপারে। যতদিনের হায়াত তিনি নিয়ে এসেছেন ততদিন ছিলেন আমাদের সাথে। অভিযোগ তো অনেক জমা আছে, বাবার সেই ছোট্ট পরীটার, কিন্তু অভিযোগ কার কাছে করব? আর বাবা শুধু আমাদের ছেড়ে চলে যাননি, সাথে সাথে যে মানুষগুলো আমাদের এত সম্মান করতেন তাদের ভালোবাসাও চলে গেল আমাদের ওপর থেকে। আর সেই দিনটাতেই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম, যে ভালোবাসা আমরা পেয়েছি তা সবই বাবাকে ঘিরে আর সাথে অনেক অনেক স্বার্থ। বাবা চলে যাওয়ারি ঠিক ২ মাসের মাথায় আমার এক রিলেটিভের বিয়ে। আমরা অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলাম একে ওপরের, কিন্তু বিয়েতে দাওয়াত পেলাম না। যে রিলেটিভরা সেই বিয়েতে অংশ নিয়েছে সবাই ফোন করতে শুরু করল মাকে। কেন আমরা গেলাম না, কোথায় আমরা? বরিশালে আছি কিনা এই সেই। সেদিন সারারাত বসে দেখেছি মায়ের সেই সরল মনের কান্না। আপনারা লেখাটা পড়ে ভাবতে পারেন, দাওয়াত পাইনি বলে কাঁদছি? কিন্তু দাওয়াতের জন্য নয়, একই দালানে সবাই আনন্দ করছে, আমি, মা আর ছোটো ভাই উৎস তখন বাসার এক কোণে। খুব চিৎকার দিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, বাবা তুমি একটু দেখে যাও, যাদের জন্য এত করেছ তারা আমাদের সব ফিরিয়ে দিচ্ছে।' এরপর তাদের জীবনে তার বাবার অবদান নিয়ে আরও লিখেছেন, 'বাবা আমাদের জন্য অনেক কিছুই রেখে গেছেন, দাদা ভাইয়ের অনেক আছে কিন্তু কিছুই গোছানো না, কে বুঝেছেন যে এত অকালে উনি চলে যাবেন আমাদের ছেড়ে! আর দাদার সব সম্পত্তিতেই চাচা-ফুফুদের ভাগ আছে। মায়ের খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছে। পড়াশোনার সুযোগ পায়নি। আর আমি চলে আসি তাদের কোলে। আমার মা খুব সরল মনের, দিন-দুনিয়ার কিছুই বোঝে না। সে যে নিজের ভয়েস রেইজ করবে বা তার সেটা রেইজ করার অধিকার আছে সেটা তার ধারণার বাইরে। কখনো তার সেই সাহসটাই ছিল না যে তার শ্বশুরকে বলবে, বাবা আমাদের সম্পত্তিটুকু আমাদের বুঝিয়ে দিন। আর উৎস তো তখন অনেক ছোট। আমরা দুই ভাইবোন তখন পিচ্চি পিচ্চি। আমাদের পড়াশোনার খরচ তখন একদম হিসাব করে টায় টায় দেওয়া হতো মায়ের হাতে। তাই কিছু খেতে ইচ্ছে করলে বলতাম না যাতে উৎস যেটা চায় সেটা যাতে পায়। আমার দিক থেকে একটু কম হলেও সমস্যা নেই।'

এরপর স্ট্যাটাসের শেষভাগে তিনি আরও লিখছেন 'বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই প্রস্তাব আসা শুরু করে। এই রিলেটিভ একে আনে ওই রিলেটিভ ওকে আনে। সেই সময় আমি প্রথম ভয়েস রেইজ করেছি, আমার বয়স কম আর বাবা মারা গেছেন তো কি হয়েছে! বাবার আর আমার স্বপ্ন তো মারা যায়নি! ওই দিন কথাটায় খুব মাইন্ড করেছিল আমার কাছের লোকজন। বড়দের মুখে মুখে কথা, আমি আর মানুষ হব না। আর সেই থেকেই রটানো হয় কতো কথা। সারাদিন নাকি ছেলেদের সাথে ঘুরি, আমার বন্ধু-বান্ধব সার্কেল ভালো না, পর্দা করি না আরও কতো কি! মেয়ে তো নিশ্চয়ই প্রেম করে আর না হলে এতো ভালো প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়? আর প্রতিদিন এভাবেই বাসায় অভিযোগ আসা শুরু করে। কিন্তু আমার ভয়েস রেইজে সবাই এভাবে রিঅ্যাক্ট করবে বুঝতে পারিনি। আমার মা এত অভিযোগ শুনতে শুনতে বললেন, তুই আমাকে ছুঁয়ে বল এসব অভিযোগ কি সত্যি? আমি মাকে ছুঁয়ে বললাম, না মা সব মিথ্যে। আমি তো স্কুল আর বাসা বাদে কোথাও যাই না। এই বলে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করলাম মায়ের সাথে। ওইদিনের পর থেকে মা আমার সাথে নিয়মিত কোচিং-এ যেতেন আবার এসে বাসার সবার জন্য রান্না করতে হতো, খুব কষ্ট হয়ে যেত তার। তখন নিজের কাছে মনে হত আমি সবার জন্য একটা বোঝা, সব ক্ষেত্রেই আমার দোষ। দিনের পর দিন এভাবেই চলতে থাকে। হঠাৎ দাদাভাই অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর সেই থেকে আমার সাথে কোচিং-এ যাওয়া বন্ধ করে দেন মা। কারণ তাদের সেবা যত্ন করতে হতো মাকেই। তখন থেকেই একা একা চলা শুরু করলাম।'

জানা গেছে, রোজার বাবার নাম ফারুক আহম্মেদ ওরফে পানামা ফারুক। যিনি ২০১৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি র ্যাবের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন।

পূর্ভাবাস ছাড়াই ভক্তদের চমক দিলেন তাহসান বিয়ে করলেন নিউইয়র্কের রোজাকে





বাংলা পত্রিকা বিনোদন ডেস্ক: নতুন বছরের প্রথমেই কোন রকম গুঞ্জন ও পূর্ভাবাস ছাড়াই ভক্তদের চমক দিলেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী তাহসান খান। মিথিলার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের ৭ বছর পর একাকীত্ব জীবনের অবসান ঘটালেন তাহসান। নিউইয়র্কের বাসিন্দা ও বিউটিশিয়ান রোজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন সম্প্রতি। প্রথমদিকে বিষয়টি প্রকাশ না পেলেও শুক্রবার নিউইয়র্ক সময় দুপর থেকে বিষয়টি নিয়ে তাহসান ভক্তদের মধ্যে আলোচনার শুরু হয়। নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশীদের ফেসবুক গ্রুপে বিয়ের বিষয়টি নিয়ে পোস্ট শেয়ার করেন অনেকে।

পাত্রীর নাম রোজা আহমেদ। পেশায় তিনি একজন মেকওভার আর্টিস্ট ও উদ্যোক্তা। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে কসমেটোলজির ওপর পড়াশোনা করছেন তিনি।

জানা গেছে, প্রায় ১০ বছরের বেশি সময় ধরে রোজা আহমেদ বাংলাদেশে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্রাইডাল মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি কসমেটোলজি লাইসেন্স গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে নিউ ইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকায় হিলসাইপড রোজাস ব্রাইডাল মেকওভার প্রতিষ্ঠাতা করেন। মেকওভার এডুকেটর হিসেবে তিনি কয়েক হাজার নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

বার নাটকের প্রযোজনায় পড়শী

বাংলা পত্রিকা বিনোদন ডেস্ক: জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সাবরিনা পড়শী গানের পাশাপাশি ক্রমশ চমকে দিচ্ছেন অভিনেত্রী হিসেবে। এখন অভিনয়েও নিয়মিত কণ্ঠশিল্পী সাবরিনা পড়শী। এবার ভালোবাসা দিবসে মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ, মহিদুল মহিম ও মাহমুদুর রহমান হিমির তিনটি নাটকে দেখা যাবে তাঁকে। নাটকগুলোতে তাঁর জুটি হচ্ছেন তৌসিফ মাহবুব ও জোভান।

অভিনয় ও গানের বাইরে এবার পড়শীকে পাওয়া যাবে নতুন পরিচয়ে।

রোজার ঈদের জন্য তিনি নাটক প্রযোজনা করতে যাচ্ছেন। চলছে গল্প লেখার কাজ। পরিচালনা করবেন মহিদুল মহিম।

পড়শী বলেন, 'এ বছর থেকে নিয়মিত নাটক প্রযোজনা করতে চাই। আমার ইউটিউব চ্যানেলেই নাটকগুলো প্রকাশ করব। আশা করছি, ভক্তদের জন্য দারুণ সব নাটক উপহার দিতে পারব।'

পড়শীর ভাই সাক্ষর থাকবেন নাটকগুলোর তত্ত্বাবধানে।

তিনি বলেন, 'অনেক সময় পাণ্ডুলিপি পছন্দ হয় না, অনেক সময় সহশিল্পীও পছন্দ হয় না। তার পরও পরিচালকদের অনুরোধে নাটকগুলো করতে হয়। পড়শী যখন নিজে নাটকগুলো প্রযোজনা করবে তখন গল্প থেকে শুরু করে পরিচালক, সহশিল্পী সবই নিজের পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারবে। আমরা পারিবারিকভাবে বেশ আগেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

'অ্যানিমেল' কি নারীবিদ্বেষী সিনেমা, উত্তর দিলেন তৃপ্তি

বাংলা পত্রিকা বিনোদন ডেস্ক: সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'অ্যানিমেল' ছবিটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। তবে অন্তরঙ্গ দৃশ্য, পরিচালকের 'নারীবিদ্বেষী' দর্শনের কারণে প্রবলভাবে সমালোচিত হয়েছিল। ছবিটি দিয়েই সাধারণ দর্শকের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান তরুণ অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি।

সেটা এতটাই যে ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ বা আইএমডিবির জরিপে দীপিকা পাড়ুকোন, শাহরুখ খানদের পেছনে ফেলে ২০২৪ সালের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা নির্বাচিত হন। সম্প্রতি ফিল্মফেয়ার সাময়িকীতে তৃপ্তির একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। সেই সাক্ষাৎকারে 'অ্যানিমেল' নিয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তৃপ্তি।

২০২৩ সালে মুক্তি পায় 'অ্যানিমেল'। বক্স অফিসেও দারুণ সাফল্য পেয়েছিল ছবিটি। তবে সাফল্যের সঙ্গে এই ছবির ভাগ্যে জুটেছিল প্রচুর সমালোচনাও। অনেকের মতেই 'অ্যানিমেল' উগ্র পৌরুষের আস্ফালন। কিন্তু তৃপ্তির চোখে ছবিটা ঠিক কেমন?

ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া এক নতুন সাক্ষাৎকারে তৃপ্তি সেই বিষয়েই কথা বলেছেন। ভাগ করে নিয়েছেন, কেন তিনি চরিত্রটিতে অভিনয় করতে রাজি হয়েছিলেন। পাশাপাশি অভিনেত্রী এও জানান, তাঁর চোখে 'অ্যানিমেল' কখনোই 'নারীবিদ্বেষী' ছবি নয়।

সাক্ষাৎকারে তৃপ্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন তিনি 'নারীবিদ্বেষী' ছবিতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? উত্তরে নায়িকা বলেন, 'আমি এটাকে নারীবিদ্বেষী ছবি হিসেবে দেখিনি। সিনেমাকে এ ধরনের ট্যাগ দিতে আমি পছন্দও করি না। "বুলবুল", "কলা" করার সময়ও কখনো ভাবিনি আমি কোনো নারীবাদী ছবি করছি। আমি চরিত্রগুলোর সঙ্গে কানেক্ট করতে পারছিলাম।

পরিচালকদের প্রতি বিশ্বাস ছিল এবং অনুভব করেছি যে আমি এটা করতে পারব। এমনকি যখন আমাকে ছবিটির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, আমি সন্দীপ (সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা) স্যারের সঙ্গে দেখাও করেছিলাম। তিনি আমাকে পুরো বিষয়টা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝিয়ে বলেছিলেন।

এফডিসিতে অঞ্জনাকে শেষ বিদায়, সমাহিত হলেন বনানীতে



বাংলা পত্রিকা বিনোদন ডেস্ক: শেষবারের মতো এফডিসিতে এলেন এক সময়ের পর্দা কাঁপানো চিত্রনায়িকা অঞ্জনা। তবে ততক্ষণে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে তিনি বিদায় নিয়েছেন।

শনিবার (৪ জানুয়ারি) সকাল ১১টা ২৫ মিনিটে অঞ্জনার মরদেহ বহনকারী গাড়িটি এফডিসিতে পৌঁছালে সৃষ্টি হয় শোকাবহ পরিস্থিতির।

শেষবারের মতো এই চিত্রনায়িকাকে দেখতে আসেন দীর্ঘদিনের সহকর্মী, ভক্ত থেকে সংবাদকর্মীরা।

জোহরের নামাজের পর প্রথম জানাজা শেষে মরদেহ নেয়া হয় চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে নেওয়া হয় বনানী কবরস্থানে। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

শনিবার বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রীর ছেলে নিশাত রহমান মনি।

এর আগে শুক্রবার রাত ১টা ১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান অঞ্জনা রহমান। এর আগে বুধবার (১ জানুয়ারি) রাতে অভিনেত্রীকে একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেখানে নেওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতিতে তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা। ডিসেম্বরের শুরুতে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন অঞ্জনা।

জ্বর না কমায় গত ২২ ডিসেম্বর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকটি পরীক্ষার পর রক্তে সংক্রমণ ধরা পড়ে। গত আট দিন করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) থেকেও তার শারীরিক অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয়। শেষ অবধি আর ফেরানো গেল না এ অভিনেত্রীকে।

অঞ্জনার অভিনয়জীবন শুরু হয় ১৯৭৬ সালে বাবুল চৌধুরী পরিচালিত 'সেতু' চলচ্চিত্র দিয়ে। একই বছর তার মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র 'দস্যু বনহুর' ছবি দারুণ সাড়া ফেলে। এরপর তাকে আর ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবতে হয়নি।

একে একে অভিনয় করেন 'মাটির মায়া', 'অশিক্ষিত', 'চোখের মণি', 'সুখের সংসার', 'জিঞ্জির', 'অংশীদার' ,'আনারকলি', 'বিচারপতি', 'আলাদীন আলীবাবা সিন্দাবাদ', এর মতো সফল সিনেমায়।

স্বাস্থ্য

আঘাতজনিত মানসিক রোগ পিটিএসডি

ভয়াবহ ঘটনার অভিজ্ঞতা সবার পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তখন সেটি মানসিক সমস্যায় পরিণত হয়, যা দীর্ঘমেয়াদি রোগ 'পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিস-অর্ডার' বা পিটিএসডি নামে পরিচিত। রোগটির লক্ষণ ও প্রতিকারে করণীয় কী? জানাচ্ছেন ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান।

দুর্ঘটনা, ধর্ষণ অথবা হত্যাচেষ্টার মতো ভয়াবহ ঘটনার অভিজ্ঞতার ফলে পাওয়া মানসিক আঘাত সামলানো অত্যন্ত কঠিন। সেটি দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনা থেকে পাওয়া মানসিক আঘাত থেকে ভিন্ন। এ ধরনের অভিজ্ঞতার পর ভুক্তভোগীদের মধ্যে ভয়, বেদনা, বিষণ্নতা ও উদ্বেগ দেখা দেওয়া খুব স্বাভাবিক, যা পিটিএসডির লক্ষণ। সমস্যাটির প্রভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপন ব্যাহত হয়।

রোগী স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে বা রুটিন ধরে রাখতে পারে না।

মস্তিষ্ক যখন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা সৃষ্ট মানসিক আঘাত সঠিক প্রক্রিয়ায় সামলাতে ব্যর্থ হয়, তখন তৈরি হয় দীর্ঘমেয়াদি উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও বারবার সেই দুঃসহ স্মৃতি ফিরে আসার প্রবণতা। যার প্রভাবে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়, এমনকি গঠনও বদলে যেতে পারে। ফলে বেশ কিছু তীব্র উপসর্গ দেখা দেয়, যার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে।

ব্যক্তি ভেদে আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা আলাদা। আঘাত বা ট্রমায় সবার পিটিএসডি হয় না। ভয়াবহতার মাত্রা ও ঘটনার সময়কালের পাশাপাশি রোগীর সহ্য ক্ষমতা এবং ঘটনার পর তাকে সহায়তা দেওয়া হয়ছিল কি না এসব বিষয়ও পিটিএসডি হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাঁদের মানসিক সমস্যা রয়েছে, একা জীবনযাপনে অভ্যস্ত অথবা যাঁরা বারবার আঘাতের শিকার হয়েছেন তাঁদের ঝুঁকি বেশি।

রোগটির লক্ষণসমূহের তীব্রতা এবং তার পুনরাবৃত্তি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। বেশির ভাগ সময় রোগটি আঘাতের এক মাস পর দেখা দেয়। ফলে অনেকেই উপসর্গের সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক ধরতে পারেন না। মোট চারটি শ্রেণিতে উপসর্গসমূহ বিভক্ত করা যায়।

অপ্রত্যাশিত চিন্তা [ইনট্রুসিভ থটস]

▶ ফ্ল্যাশব্যাক : মানসিক আঘাতের অভিজ্ঞতার স্মৃতি বারবার ফিরে আসে।

রোগী অনুভব করে আবারও নতুন করে ঘটনাটি ঘটছে। কখনো প্রচণ্ড ঘাম হওয়া, দ্রুত শ্বাস নেওয়া এবং হৃদস্পন্দন বৃদ্ধির মতো শারীরিক উপসর্গও দেখা দিতে পারে।

▶ দুঃস্বপ্ন : আঘাতের ঘটনা, অথবা তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর বিষয়ে দুঃস্বপ্ন দেখা রোগটির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। কিছু ক্ষেত্রে রোগী একই স্বপ্ন বারবার দেখতে পারে।

▶ অবাঞ্ছিত স্মৃতি : অনেক রোগী অবাঞ্ছিত স্মৃতি দমনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে সেটি মনে ঘুরপাক খেতেই থাকে।

▶ তীব্র উদ্বেগ [প্যানিক অ্যাটাক]

শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, মৃত্যুর আতঙ্ক (হার্ট অ্যাটাকের মতো, কিন্তু হার্ট অ্যাটাক নয়), দ্রুত হৃদস্পন্দন, মাত্রাতিরিক্ত ঘাম হওয়া এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো শারীরিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

এড়িয়ে চলার আচরণ [অ্যাভয়ডেন্স বিহেভিয়ার]

▶ স্মৃতিচিহ্ন এড়ানো : ঘটনাটির স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় এমন স্থান অথবা সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে চলার প্রবণতা দেখা দেয় রোগীদের মধ্যে। সাময়িক স্বস্তি পাওয়া গেলেও এ অভ্যাস রোগটিকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

▶ আবেগ দমন বা অনুভূতিশূন্য হওয়া : মানসিক যন্ত্রণা কমাতে রোগী তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত অনুভূতি বা আবেগ দমনের চেষ্টা করে। কিছু সময়ের পর আবেগ অনুভব করার ক্ষমতাই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

▶ স্মৃতি অস্বীকার করা : বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক কাজে মনোনিবেশ করে রোগী ঘটনাটির বিষয়ে চিন্তা করা থেকে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি ঘটনাটির অস্তিত্বও অস্বীকার করতে পারে।

নেতিবাচক আবেগ, চিন্তা ও বিষণ্নতা

▶ অপরাধবোধ বা লজ্জা : ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য নিজেকে দোষী করা, অথবা নিজেকে অযোগ্য-অথর্ব মনে করার প্রবণতা বাড়ে।

▶ হতাশা-নৈরাশ্য : ভবিষ্যতের প্রতি আশা হারিয়ে ফেলা এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপ থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নেয় রোগী।

▶ বিচ্ছিন্নতা : প্রিয়জনদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় রোগী, সামাজিক কার্যকলাপেও অংশ নেওয়া বন্ধ করে দেয় অনেকে।

▶ সব বিষয়ে অনীহা : পছন্দের কাজ যেমন খেলাধুলা বা ছবি আঁকার মতো শখের বিষয়েও রোগী আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

▶ ভুলে যাওয়ার সমস্যা : আঘাতের ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ ভুলে যায়, নতুন ঘটনা মনে রাখতেও সমস্যা হয়।

অতি প্রতিক্রিয়া দেখানো

▶ বিরক্তি বা খিটখিটে মেজাজ : সহজেই রেগে যাওয়া বা অস্থির বোধ করা।

▶ অতি সতর্কতা : ক্রমাগত সতর্ক থাকা বা বিপদের আশঙ্কা করা।

▶ হঠাৎ চমকে যাওয়া : অপ্রত্যাশিত অল্প শব্দ বা নড়াচড়ায়ও চমকে ওঠা।

▶ ঘুমের ব্যাঘাত অথবা অনিদ্রা : ঘুমাতে বা ঘুমিয়ে থাকতে অসুবিধা, অথবা ঘুমের মধ্যে শারীরিক অস্থিরতা।

▶ মনোযোগ ধরে রাখায় অসুবিধা : মনোযোগ দিয়ে কোনো কাজ করতে অসুবিধা হওয়া।

চিকিৎসা

বিস্তারিত ইতিহাস, মানসিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা দেবেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ (সাইকিয়াট্রিস্ট)। চিকিৎসার লক্ষ্য উপসর্গ কমানো, দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা এবং রোগীদের আঘাতটি মোকাবেলায় সাহায্য করা।

স্ট্রোকের পর শরীরে যে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে

ডা. হিমেল বিশ্বাস

স্ট্রোক মূলত তিন প্রকার। যেমন ইস্কেমিক স্ট্রোক (মাথার রক্তনালিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যে স্ট্রোক হয়), হেমোরেজিক স্ট্রোক (রক্তনালি ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে যে স্ট্রোক হয়), ট্রান্সিয়েন্ট ইস্কেমিক অ্যাটাক (অনির্দিষ্ট কোনো কারণে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলে যা হয়)।



এর মধ্যে মস্তিষ্কের ভেতরের রক্তনালি বন্ধ হয়ে কিংবা ছিঁড়ে গিয়ে যে স্ট্রোক হয়, তার প্রভাব কতটা দীর্ঘমেয়াদি হবে বা স্বল্পমেয়াদি হবে, তা নিভ্রর করে মাথার ঠিক কোনো অংশে স্ট্রোকটা হয়েছে এবং স্ট্রোকপরবর্তী কত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যেহেতু স্ট্রোকের ধরন, মস্তিষ্কের অংশের ওপর নিভ্রর করে রোগীর ওপর প্রভাব পড়ে, তাই স্ট্রোক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসকদের পক্ষেও সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হয় না যে ঠিক কত দিনে রোগী আগের মতো জীবন যাপন করতে পারবেন বা আদৌ পারবেন কি না।

তবে মস্তিষ্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ আছে যেগুলো আমাদের হাঁটাচলা, হাতপা নাড়ানো, কথা বলা, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া, বুঝতে পারা, চোখে ঠিকমতো দেখা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। স্ট্রোকের ফলে ওই সব অংশ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেসব অংশের নির্দিষ্ট কাজ প্রভাবিত হবে।

যেগুলো পরে নিউরোলজিস্ট কর্তৃক প্রদেয় নিয়মিত ওষুধ এবং বিভিন্ন নির্দিষ্ট থেরাপির মাধ্যমে উন্নতি করা সম্ভব।

রক্তনালি ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে যে হেমোরেজিক স্ট্রোক হয়, তার প্রথম কারণই হচ্ছে 'হাইপারটেনশন' এবং 'অনিয়মিত প্রেশারের ওষুধ'এর প্রভাব। মস্তিষ্কের অংশ এবং আরও কয়েকটা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে রোগী অপারেশনের প্রয়োজন আছে কি না।

স্ট্রোকের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

কগনিটিভ ডিসফাংশন যেমন স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলা, মনোযোগ ধরে রাখতে না পারা, সহজ কাজও করতে না পারা।

কথা জড়িয়ে যাওয়া, কথার গতি হারিয়ে যাওয়া, কথার মধ্যে কোনো মিল বা কথার কোনো অর্থ না থাকা

বিষণ্নতা, অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা এবং পোস্ট ট্রমাটিক ডিসট্রেস।

ওষুধের সঙ্গে আরও যা যা প্রয়োজন

ফিজিওথেরাপি

স্পিচ থেরাপি

অকুপেশনাল থেরাপি

সাইকো থেরাপি

স্ট্রোকপরবর্তী উন্নতিগুলো সাধারণত খুবই ধীরগতিতে হয়, তাই কোনোভাবেই তাড়াতাড়ি সেরে যাবে, এমন ভাবনার প্রয়োজন নেই। সেই সঙ্গে রোগীকে সর্বোচ্চ মানসিক সাপোর্ট দেওয়াটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ডা. হিমেল বিশ্বাস, ক্লিনিক্যাল স্টাফ, নিউরোলজি বিভাগ, স্কয়ার হাসপাতাল, ঢাকা।

এতিম খানায় ২৫ লক্ষ টাকার অনুদান দিলো বারী চ্যারিটি







নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের বগুড়ায় বারী গ্রুপ-এর পক্ষ থেকে টিএমএসএস রিলিজিয়াস কমপ্লেক্সভুক্ত অটিজম ও প্রতিবন্ধী স্কুল এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রসহ এতিম খানার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রদান করেন।

বগুড়ায় টিএমএসএস-এর আয়োজনে আমেরিকা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও দ্য বারী গ্রুপ-এর সিইও আসিফ বারী টুটুল ও তাঁর স্ত্রী নিউইয়র্ক ভিত্তিক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাংলা পোস্ট এর সম্পাদক মুনমুন হাছিনা বারীকে সংবর্ধনা প্রদান ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকালে হোটেল মম ইন-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং টিএমএসএস-এর শীর্ষ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আসিফ বারী টুটুল বারী গ্রুপ-এর পক্ষ থেকে টিএমএসএস রিলিজিয়াস কমপ্লেক্সভুক্ত অটিজম ও প্রতিবন্ধী স্কুল এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রসহ এতিম খানার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। এ সময় টিএমএসএস-এর এডভাইজার ফরেন অ্যাফেয়ার্স এবং বগুড়ার কৃতি সন্তান মোস্তাফিজুর রহমান পল্টু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে টিএমএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম বিশেষ বক্তৃতা করেন। তিনি টিএমএসএস-এর চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে আসিফ বারী টুটুলের সহধর্মিণী ও নিউইয়র্ক ভিত্তিক পত্রিকা 'বাংলা পোস্টে' এর সম্পাদক মুনমুন হাসিনা বারী এবং তাদের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান আদিব বারী উপস্থিত থেকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন টিএমএসএস পরিচালনা পর্ষদের উপদেষ্টা লায়ন আয়শা বেগম, টিএমএসএস উপ নির্বাহী পরিচালক রোটা. ডাঃ মোঃ মতিউর রহমান, উপ নির্বাহী পরিচালক লায়ন মোঃ সোহরাব আলী খান, সেক্টর প্রধান লায়ন ফয়জুন নাহার, লায়ন চীফ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ হাবিবুর রহমান প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর পরিচালক সহ বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান,ভেঞ্চার প্রধান ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

আসিফ বারী টুটুল বারী পরিবারের পক্ষ থেকে টিএমএসএস নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগমকে ক্রেস্ট প্রদান করেন ও লায়ন আমেরিকার পক্ষ থেকে বিশেষ স্মারক তুলে দেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল লায়ন সদস্যদের উত্তরীয় প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। --প্রেস রিলিজ

ইসকন নয়, মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ করতে হবে

প্রদীপ মালাকার

প্রথমেই ইসকন নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক। এই মুহূর্তে দেশে এবং দেশের বাইরে ইসকন ও বাংলাদেশ শাখার প্রধান গ্রেপ্তারকৃত চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে নিয়ে বিশ্ব মিডিয়ায় চর্চা হচ্ছে। ইস্কন একটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন। ৫০ পূর্বে ১৯৬৬ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ইসকনের প্রতিষ্ঠা। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। ইসকন মূলত বৈষ্ণব ধর্মের একটি অংশ ও ভগবান কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনামৃত সংস্কৃতি হাজার বছর ধরে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সময়ের ব্যবধানে বিশ্বের বহু দেশে সম্প্রসারণ ঘটেছে ইসকনের।

ইসকনের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- মন্দির নির্মাণ, শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার, ধর্মীয় উপদেশ দেওয়া, ভক্তি কার্যক্রম এবং দাতব্য সংস্থা পরিচালনা। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনও করে থাকে ইস্কন। সংস্কৃতি চর্চার অংশ হিসেবে যোগব্যায়াম ও জীবনযাত্রার উপর শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম করে থাকে সংগঠনটি। তাছাড়া দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে নিরামিষ খাবারও বিতরণ করে থাকে ইস্কন। পশ্চিমা দেশসহ বিশ্বের নানাদেশে ইস্কনের লাখো ভক্ত ছড়িয়ে আছে। এদের মূল নাম ছাড়াও ইস্কনের ভক্ত হিসেবে পৃথক একটি নাম দেওয়া হয়ে থাকে। ইসকনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা যে জঙ্গিবাদের অভিযোগ তুলেছেন তা তারা নিজেদের দিকটা ডাকা দেওয়ার জন্যই বলে থাকেন, এমনটাই দাবী করে থাকেন অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ। তাদের মতে, আমেরিকা ও ইউরোপ যেখানে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে 'নাইন-ইলেভেন'-এর পর থেকে লড়ে যাচ্ছেন, সেই সকল দেশে ইসকনের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ বা উপড়ে ফেলা হতো। বরং এ সকল পশ্চিমা বিশ্বে দিনে দিনে ইসকনের জনপ্রিয়তা ও প্রসারণ ঘটেছে। শুধু তাই নয়, ইসকনের বিখ্যাত ভক্তদের মধ্যে অনেকেই বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে ব্রহ্মচারীর জীবন বেচে নিয়েছেন। ইসকনের বিখ্যাত ও কোটিপতি সদস্যদের মধ্যে আছেন ফোর্ড মোটরসের মালিক হেনরি ফোরডের প্রপৌত্র অ্যালফ্রেড ফোরড, দ্য বিটলসের অন্যতম মুখ জর্জ হ্যারিসন, কবি অ্যালেন গিনসবারগ এবং অ্যাপেলের প্রাক্তন সিইও স্টীভ জবস এবং বর্তমান ট্রাম প্রশাসনের গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্বে আছেন আমেরিকান হিন্দু তুলসী গ্যাবাড। তিনিও একজন ইসকনের ভক্ত ও সদস্য।

বিখ্যাত মানুষদের সমাবেশ যেমন হয়েছে- ইসকনে, তেমনই নানা সময়ে বিতর্কেও জড়িয়েছে ইস্কন। যেমন সংঘ-প্রতিষ্ঠার গোঁড়ার দিকে সিঙ্গাপুরে ইসকন নিসিদ্ধ থেকেছে দীর্ঘকাল। সংঘটির রেজিস্ট্রেশন আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। তবে অন্য নাম নিয়ে সেদেশে শুরু হয় ইসকনের কর্মকাণ্ড। সেখানে একটি মন্দির আছে। ইসকন ভক্তরা সেখানে খোলাখুলিভাবে কাজ করেন। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট চীনে দীর্ঘদিন ইসলামসহ সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার পর সেই সকল দেশে ইসকন সহ সকল ধর্মের কর্মকাণ্ড নূতনভাবে শুরু হয়। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে এখনও ইসকন তার কর্মকাণ্ড চালাতে পারেনি ঐ সকল দেশের বিধিনিষেধর কারণে। তবে পাকিস্তানে ইসকনের অন্তত ১২টি মন্দির রয়েছে বলে সংঘটি দাবি করে।

বাংলাদেশে ইসকনের কারযকলাপ নিয়ে বলা হচ্ছে যে তারা উগ্র এবং জঙ্গি ধর্মীয় সংগঠন। এটা বলা একেবারেই উচিত নয়। তারা হয়তো ধর্মীয় রক্ষণশীল সংগঠন কিন্তু রক্ষণশীলতার প্রচার বিভিন্ন ধর্মের অনেক সংগঠনই করে থাকে। বাংলাদেশে ইসকনের বিরুদ্ধে যে মূল অভিযোগটা নানা সময়ে ওঠে, তা হলো ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাদের ব্যাপক ভক্ত সংখ্যা থাকায় তারা সেটাকে কাজে লাগিয়ে নানা সময়ে বাংলাদেশের নানা ইস্যুকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ভারতের হস্তক্ষেপ চেয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ইস্কনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু সন্ন্যাসীর মুখে 'ভারতে মূলত বিজেপি নেতা কর্মী সমর্থকদের মধ্যে প্রচারিত জয় শ্রী রাম শ্লোগান শুনতে পাওয়া' এই ভারত যোগের অভিযোগ দৃঢ় হয়। এখানে ইসকনের সাথে ভারতের সম্পর্কের ব্যাপারটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক বাংলাদেশ রাজনীতির ভারত-বিরোধী প্রবণতার প্রভাবে, এমনটাই অনেকে মনে করেন।

এবার মৌলবাদীদের জঙ্গিপনা বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। গত ৫ আগস্টের পর স্বভাবতই আর্মি ব্যাকড ড. ইউনূস সরকারের মূল চালিকাশক্তি জামায়াতে ইসলামী। এই জামায়াত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর সহ আওয়ামী তথা ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের অসংখ্য স্থাপনা ধ্বংস করেছে। খুন করেছে আওয়ামীলিগ্যাদের। খুন করেছে পুলিশকে, আনসারকে। আর বাই ডিফল্ট আওয়ামী



লীগের ভোট ব্যাংক মনে করা হিন্দুদেরকে গণহারে আগুন-হত্যা-ধর্ষণ সব ধরনের অত্যাচারই করেছে, তা এখনও চলমান। কিন্তু তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড এই ধারায়ই সীমাবদ্ধ নেই। আওয়ামী বিরোধী রাজনীতি করা লোকজনও তাদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে। পাহাড়ের সমীকরণ বাদই দিলাম, বাম সমীকরণও বাদ দিলাম। কিন্তু পীরদের দরগাহও আগুন, ভাংচুরের শিকার হচ্ছে। তারাও তো আওয়ামী বিরোধী। তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

একদিকে জামায়াত-শিবির যেমন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষদের আক্রমণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসের মাধ্যমে ৭১ এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে। পাশাপাশি তারা অন্যান্য ইসলামিক দলগুলোকে নিয়ে ভবিষৎ ক্ষমতায় যাওয়া ও ইসলামি খেলাফত কায়েমের স্বপ্ন দেখছে। জামায়াত-শিবির ইউনুস সরকারকে সামনে রেখে এবং এই সরকারের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন বিএনপি'র নেতাকর্মীরা পরিবহন সেক্টর থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের ইজারা ঘাট পর্যন্ত দখল বানিজ্যে ব্যস্ত, তখন অন্যদিকে জামায়াত-শিবির, ছাত্র জনতার অন্তরালে সমন্বয়কের ভূমিকায় থেকে প্রশাসনে নিজেদের লোক বসিয়ে প্রশাসনকে সাজাচ্ছে। এই কাজে তারা সফলও হয়।

ভারত উপমহাদেশের বাংলাদেশ অংশের আল-কায়েদা জঙ্গিনেতা যার বিরুদ্ধে অসংখ্য খুনের মামলা আছে, সেই জসিমুদ্দিন রাহমনি সহ অসংখ্য আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, হিযবুত তাহরির, জেএমবি (জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ) এর ভয়ঙ্কর জঙ্গি নেতা কর্মীদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশের হিসাব মতে, নরসিংদী জেল সহ দেশের বিভিন্ন জেল থেকে তিন হাজারের অধিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। পুলিশ এ পর্যন্ত এগারশ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। বাকিগুলো এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পাঠক, ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শাসনামলে সেই 'বাংলা ভাই' এর কথা মনে আছে (বাংলা ভাই'র আসল নাম সিদ্দিকুর রহমান)? সেই বাংলা ভাই ও শাখায়ক আব্দুর রহমান দুই জঙ্গি নেতা উত্তরবঙ্গের রাজশাহীর বিস্তৃর্ন অঞ্চল জুড়ে নিয়মতান্ত্রিক সরকারের পাশাপাশি প্যারালাল জঙ্গি তালেবানি শাসন (!) কায়েম করে অসংখ্য বাম, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রগতিশীল নেতা কর্মীদের হত্যা করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারাও এক সময় শিবিরের ক্যাডার ছিলেন। বিগত আওয়ামী সরকারের পনর বৎসরের শাসনামলে বিভিন্ন সময়ে জেএমবি বা আনসারউল্লা বাংলা টিমের যে সকল জঙ্গি ধরা পরেছে বা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসে এক সময় তাদের অনেকে জামায়াত-শিবিরের সাথে সম্প্রীতি ছিল । ২০০৪ সালে জামায়াত-শিবিরের একযুগে একই সময়ে সারাদেশের ৬৩টি জেলায় বোমা হামলা চালিয়ে শক্তি প্রদর্শনের কথা দেশের মানুষ কি ভুলে গেছে? মানুষ ভুলে গেছে কি শিবিরের রগ কাটার রাজনীতি কথা?

ইসকনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ ও বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট নামে দুটি সংগঠন বর্তমানে সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের ব্যানারে সংখ্যালঘুদের ৮ দফা দাবি নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করছে দীর্ঘ দিন ধরে। সেই জোটের মুখপাত্র করা হয়েছে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে। গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে ৮ দফা দাবিতে মহাসমাবেশ করেছিল বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ। সেই সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভু। সেই সমাবেশে দুই লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে ৭১এর পরাজিত শক্তির দোসরা ঘাবরে যায়। তারপর ৩১ অক্টোবরে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে সেই সমাবেশে জাতীয় পতাকার অবমাননার দায়ে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন বিএনপির স্থানীয় নেতা ফিরোজ খান। পরবর্তীতে সরকার উদ্দশ্যপ্রনিতভাবে সেই মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেপ্তার করেন। সেই সাথে সনাতনীরা প্রশ্ন রাখেন, দ্বিতীয় স্বাধীনতার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে কিংবা পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' কায়েদা আজমের ছবির নীচে পাকিস্তানের পতাকা ও বাংলাদেশের পতাকা টাঙ্গিয়ে তাদের দিবস পালন করা হয়, তখন কি আমাদের জাতীয় পতাকার অবমাননা হয়নি?

বিভিন্ন সময়ে জঙ্গিরা পতাকা বিছিয়ে নামাজ পড়তে দেখা গেছে বা ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন সময়ে আগস্ট বিপ্লবের সমর্থকেরা পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, বদলের দাবি তুলেছেন, তখন কি জাতীয় পতাকা বা সঙ্গীতের অবমাননা হয়নি? কিংবা মৌলবাদী জামায়াত-শিবিরের মিছিল থেকে যখন শ্লোগান দেওয়া হয়- 'একটা করে ইসকন ধর, একটা করে জবাই কর / একটা করে হিন্দু ধর, একটা করে জবাই কর।' কই এই সাম্প্রদায়িক উস্কানীর জন্য কারো বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়েছে বলে জানা নেই। অথবা বিজয় দিবসে 'জয় বাংলা শ্লোগান' দেওয়ার অপরাধে দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যা করে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী গং-দের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা জানা নেই। কাজেই ইসকন নয়, জামায়াত-শিবির মৌলবাদী সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ করতে হবে, যা সময়ের দাবী।

নিউইয়র্ক, ইউএসএ

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TIME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemaguliniesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

সংবিধান কি ছেলের হাতের মোয়া

আবু তাহের খান

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, 'আমরা চাই, বাহাত্তরের মুজিববাদী সংবিধানের কবর রচিত হবে।' ২৯ ডিসেম্বর এই বক্তব্য দানকালে তিনি আরও জানান, ৩১ ডিসেম্বর (২০২৪) জুলাই অভ্যুত্থানের যে ঘোষণাপত্র দেওয়া হবে, সেখানেই বাহাত্তরের সংবিধান কবরস্থ করার বিষয়টি যুক্ত থাকবে। এদিকে ওই বক্তব্যের পরপরই প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব জানান, জুলাই বিপ্লবের ঘোষণার সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। অবশ্য পরদিনই সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সরকারই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র দেবে। এরই ধারাবাহিকতায় এর পরদিন আবার পরিবেশ উপদেষ্টা নিশ্চিত করে, ১৫ জানুয়ারির মধ্যেই এটি দেওয়া হবে।

বিষয়গুলো অনেকটা উগ্রতাপূর্ণ, অস্বস্তিকর, গোলমেলে ও স্ববিরোধী হয়ে গেল নাকি? নানা জটিলতা ও অস্থিরতা সত্ত্বেও দেশে বর্তমানে একটি সংবিধান বহাল আছে। এ অবস্থায় কেউ যদি সংবিধানকে 'কবর দিতে' চায়, তাহলে সেটি একেবারেই শৃঙ্খলাবহির্ভূত অগণতান্ত্রিক ধারণা ও আচরণ হয়ে যায় নাকি? তা ছাড়া, বহু বছরের ধারাবাহিক সংগ্রাম, ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত একটি দেশ ও তার সংবিধানকে এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ কায়দায় কবর দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন বা সেটি কতটা গ্রহণযোগ্য? সন্দেহ নেই, শেখ হাসিনা ও তাঁর দরবেশী শিষ্য ও লুটপাটকারী চাটুকারেরা গত দেড় দশকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং তার সমাজ ও অর্থনীতিকে ধ্বংসের প্রায় দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর সে অপরাধের বিচার ও শাস্তি দেশের সবারই কাম্য। কিন্তু কোনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অপরাধের কারণে দৃষ্টান্তমূলক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত রাষ্ট্রের সংবিধানকে ফ্যাসিবাদী কায়দায় 'কবর দেওয়া হবে'ড়এটি জনগণের কাছে কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?

বাহাত্তরের সংবিধানের ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু আইন ও সংবিধান নিয়ে ব্যাপক ও গভীরতর পড়াশোনা ছাড়াই দেশ-বিদেশে বসে নিছক পত্রপত্রিকায় কলাম লিখে পরিচয় পাওয়া ব্যক্তিরা যেভাবে এ সংবিধানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছেন, সে সংবিধান আসলে ততটা তাচ্ছিল্য করার মতো দলিল নয়। বিভিন্ন উন্নত দেশের সংবিধানের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার বৈশ্বিক মানদণ্ডেও নয়। ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচে প্রণীত বাহাত্তরের সংবিধানকে নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এর ৭০ অনুচ্ছেদের মতো ছোটখাটো ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কথা বাদ দিলে এটি নিঃসন্দেহে অতি উন্নতমানের একটি গঠনতন্ত্র। সমস্যা যেখানে, সেগুলোর অধিকাংশই বাহাত্তর-পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে আনীত সংশোধনী, যার প্রথমটি শুরু হয় চতুর্থ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধনী মৌলিক কোনো পরিবর্তন নয়, করণিক ধাঁচের পরিমার্জনমাত্র)। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটানোর মধ্য দিয়েই বস্তুত বাহাত্তরের ওই উত্তম সংবিধানের নেতিবাচক যাত্রার শুরু।

১৯৭২ থেকে যাত্রা করে বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত যে ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে, এর মধ্যে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংশোধনী ছাড়া বাকি কোনো সংশোধনীই দেশের জনগণের নিরঙ্কুশ স্বার্থে আনা হয়নিড়আনা হয়েছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে। এ তিনটি সংশোধনী ছিল যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাওয়া, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, গত ৫২ বছরের ইতিহাসে এ তিনটি সংশোধনীই কেবল সর্বদলীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রথম তিনটি বাদে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে আনা বাকি ১১টি জনস্বার্থবিহীন সংশোধনীর কারণেই বাহাত্তরের সংবিধানের নামে এত নেতিবাচক কথাবার্তা, যার জন্য বাহাত্তরের সংবিধান বা এর প্রণেতাদের কোনোই দায় নেই। অতএব এসব সংশোধনীবিহীন বাহাত্তরের মূল সংবিধান নিয়ে উচ্চবাচ্য করার সুযোগও খুবই কম।

এখন আসা যাক সংবিধান 'কবরস্থকরণে'র বৈধতা ও এ-সংক্রান্ত আচরণ প্রসঙ্গে। একটি সভ্য ও পরিশীলিত সমাজে সংবিধান ও এ-জাতীয় দলিল সংশোধনের বিধান ও সুযোগ দুই-ই রয়েছে। সে ধারায় বাংলাদেশের সংবিধানকেও জনস্বার্থের প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু এটিকে কবরস্থকরণের ঘোষণা কি সভ্য গণতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে যায়? জনগণের দ্বারা গৃহীত সংবিধানকে কবর দেওয়ার মতো আচরণ বস্তুতই উগ্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক। এ ধরনের উগ্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ আচরণ যেকোনো আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রে অবধারিতভাবেই একটি অপরাধ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭.(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে যে 'কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে... তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।'

উল্লিখিত ঘোষণাপত্র নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বক্তব্য ও সরকারের সিদ্ধান্তকে সাধারণ মানুষ পরস্পরের মধ্যকার সাজানো আয়োজন ভাবতে শুরু করেছে। আর এগুলোর মধ্যে একধরনের গোলমেলে অসংলগ্নতাও রয়েছে। রয়েছে স্ববিরোধিতা এবং নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ও সমঝোতাকে অস্বীকার করার প্রবণতাও। ফলে সরকার ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা ও কর্মসূচি নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই জনগণের মধ্যে একধরনের সন্দেহ, ভীতি ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আর তারা পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ককে কেন লুকাতে চাইছে, সেটিও এক রহস্য বৈকি!

বাহাত্তরের সংবিধানের ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু আইন ও সংবিধান নিয়ে ব্যাপক ও গভীরতর পড়াশোনা ছাড়াই দেশ-বিদেশে বসে নিছক পত্রপত্রিকায় কলাম লিখে পরিচয় পাওয়া ব্যক্তিরা যেভাবে এ সংবিধানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছেন, সে সংবিধান আসলে ততটা তাচ্ছিল্য করার মতো দলিল নয়। বিভিন্ন উন্নত দেশের সংবিধানের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার বৈশ্বিক মানদণ্ডেও নয়। ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচে প্রণীত বাহাত্তরের সংবিধানকে নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এর ৭০ অনুচ্ছেদের মতো ছোটখাটো ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কথা বাদ দিলে এটি নিঃসন্দেহে অতি উন্নতমানের একটি গঠনতন্ত্র।

হাসনাত আবদুল্লাহ বাহাত্তরের সংবিধানকে বলেছেন মুজিববাদী সংবিধান এবং এর মূলনীতিতে 'ভারতীয় আগ্রাসনের ইনস্টলমেন্ট' রয়েছে বলে দাবি করেছেন। দীর্ঘ ২৩ বছরের ধারাবাহিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই বস্তুত বাহাত্তরের সংবিধান প্রণীত হয়েছে। আর এ সংবিধানের মূল ভিত্তি হচ্ছে ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল গৃহীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (ঞযব চৎড়পষধসধঃরড়হ ড়ভ ওহফবঢ়বহফবহপব), যেটি প্রণয়নের সময় বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ কোনো সংশি ষ্টতাই ছিল না। বাহাত্তরের সংবিধান বস্তুত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেরই বর্ধিত সংস্করণ, যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলিল নয়। কতিপয় চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী ছাড়া এটি ছিল দল-মত-আদর্শ-গোষ্ঠীনির্বিশেষে দেশের সব নাগরিকের মধ্যকার ঐকমত্যের দলিল। ফলে এটিকে মুজিববাদী সংবিধান হিসেবে অভিহিত করাটা অনেকটাই বিদ্বেষপ্রসূত অথবা ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। অন্যদিকে ওই সংবিধানের মূলনীতিতে ভারতীয় আগ্রাসনের উপাদান আছেড়এরূপ বলাটা তথ্য বিকৃতির মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই শামিল। বাংলাদেশ ও ভারত এই উভয় দেশের সংবিধানই এখন প্রকাশ্য দলিল। ফলে এ দুয়ের ভাষ্য পাশাপাশি রেখে তা হাসনাত আবদুল্লাহর বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সহজেই প্রতীয়মান হবে যে তাঁর এতৎসংক্রান্ত বক্তব্য একেবারেই তথ্যভিত্তিক নয়।

এবার আসা যাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জুতা নিক্ষেপের কর্মসূচি প্রসঙ্গে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং তাদের ভাষ্য অনুযায়ী অন্য আরও কয়েকটি সংগঠন মিলে গত ৩০ ডিসেম্বর এ কর্মসূচি পালন করেছে। শেখ হাসিনার ছবিসংবলিত 'ঘৃণাস্তম্ভে'র ওপর জুতা নিক্ষেপের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক পূর্বঘোষণা দিয়ে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। কোনো ব্যক্তি বা তাঁর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অন্যদের আপত্তি বা ক্ষোভ থাকতেই পারে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজে সে ক্ষোভ ও ভিন্নমত প্রকাশের প্রচলিত রীতিও রয়েছে। কিন্তু তাই বলে সেটি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জুতা নিক্ষেপের মাধ্যমে? এটি কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা, ভাবমূর্তি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের শত-সহস্র মেধাবী, প্রতিশ্রুতিশীল ও সম্ভাবনাময় তরুণ শিক্ষার্থীরা কি এ কর্মসূচিকে সমর্থন বা ধারণ করছেন?

শেখ হাসিনার বিগত দেড় দশকের কর্মকাণ্ডে এ দেশের অধিকাংশ মানুষই প্রচণ্ডভাবে বিরক্ত, এমনকি তাঁর দলের লোকেরাও। কিন্তু তাই বলে জুতা নিক্ষেপের মতো কোনো কর্মসূচি একটি সভ্য সমাজে কতটুকু গ্রহণযোগ্য, যা পুরো পৃথিবীর মানুষ দেখছে? বাংলাদেশ সমাজের মানুষ কি এতটা নিচু সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত? আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটে, তখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি কী দাঁড়ায়? এ ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল কার্যক্রমের মান ও দক্ষতাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে বৈকি! স্মর্তব্য যে এ ধরনের বিষয় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আন্তর্জাতিক র ্যাঙ্কিংয়েও অনেকখানি পিছিয়ে দিচ্ছে।

সব মিলিয়ে বলব, সংবিধানকে কবরস্থকরণ ও ক্যাম্পাসে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তাদের আন্দোলনকালীন বক্তব্যকেই পরিহার করল বৈকি!

ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে দাঁড়াবার কথা বলে তারা নিজেরাই এখন ফ্যাসিবাদীদের মতো আচরণ করছে। আর এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অস্বস্তি ও হতাশাই শুধু বাড়ছে না, এসব আচরণ স্বাধীনতাবিরোধীদের পক্ষে যাচ্ছে কি না, সে প্রশ্নও উঠছে। সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স ইতিমধ্যে এ কবরস্থকরণসংক্রান্ত বক্তব্যকে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির আচরণের মতো বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ বক্তব্য দেশের সাধারণ মানুষেরও বক্তব্য। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এসব বক্তব্য ও আচরণ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একদিকে যেমন সরকারের এলোমেলো দশার চিত্র ফুটে উঠছে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিও প্রচণ্ডভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বিষয়গুলো সরকার ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন, ততই মঙ্গল। আর পরিশেষে বলা, এ লেখা সরকারের সমালোচনার জন্য নয়ড়ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেওয়ার জন্য।

লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক





অনিবন্ধিত অভিভাবকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিভাবকদের কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার। সম্প্রতি এ বিষয়ে প্রতিবেদন করেছে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস।

লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস ও সম্প্রতি প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের তথ্যমতে, কলেজ সহায়তার জন্য আবেদন করা কিছু শিক্ষার্থীর জন্য আরও চাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা এখন তাদের আর্থিক সহায়তার ফরমগুলিতে অনিবন্ধিত পিতামাতার তথ্য প্রকাশে ভয় পায় কারণ নব নির্বাচিত প্রেসডিেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যাপক নির্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গণ বিতাড়নের সকল পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ট্রানজিশন টিম কার্যক্রম শুরু করবেন ২০ জানুয়ারির শপথের পর। ডোনাল্ড ট্রাম্প ২১ জানুয়ারি নির্বাহী আদেশে ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)র গ্রেপ্তার অভিযানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবেন। এতে অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারে করে আইসিই হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্থানে অভিযান চালাতে পারবে। এছাড়াও অনিবন্ধিত অভিবাসী পিতামাতার জন্মসূত্রে নাগরিক সন্তানদের পরিবারের সাথে বিতাড়ন করা হবে। স্যাঙ্কচুয়ারী সিটিগুলোর মেয়র ও গভর্ণররা অনিবন্ধিত অভিবাসী ডিপোর্টেশন কার্যক্রম পরিচালনায় অবৈধদের সকল তথ্য দিয়ে সহযোগিতা এমন ঘোষণা উতোমধ্যে দিয়েছেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস প্রতিবেদনে একজন কলেজ ছাত্রের উদ্বৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ' যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক হয়েও বাবা-মায়ের অনিবন্ধিত স্ট্যাটাসের জন্য এখন ওই শিক্ষার্থীকে ভুগতে হতে পারে। তার বাবা ২৮ বছর আগে গুয়াতেমালা থেকে ইউএসএতে এ অভিবাসন প্রত্যাশী হয়ে এসেছিলেন। ফেডারেল স্টুডেন্ট এইডের জন্য ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন পূরণ করতে সম্প্রতি সে ও তার বাবা কলেজের পরামর্শদাতা লিন্ডা ম্যাকগির সাথে দেখা করেছেন। এ ফর্মটি সাধারণত এফএএফএসএ নামে পরিচিত, যা স্কুলগুলির শিক্ষার্থী অনুদান, ফেডারেল ঋণ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যান্য আর্থিক সহায়তা গণনা করতে ব্যবহার করে। কিন্তু আবেদনের ফর্মে অভিভাবকদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর চাওয়া হয়েছে। এতে তাদের আশঙ্কা যে এ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অভিবাসন অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে।

লিন্ডা ম্যাকগি লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসকে বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের এখানে কয়েক ডজন শিক্ষার্থী একই পরিস্থিতিতে রয়েছে। যাদের ভবিষ্যত তাদের অনিবন্ধিত পিতামাতার ভবিষ্যতের ওপর নির্ভশীল।'

আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের তথ্যমতে, প্রায় ৫.১ মিলিয়ন বা ৫ লাখ ১০ হাজার ইউএসএ সিটিজেন (জন্মসূত্রে নাগরিক) শিশু-কিশোর রয়েছে। যাদের পিতামাতা অনিবন্ধিত অভিবাসী হিসেবে ইউএসএ'তে অবস্থান করছেন। এ ৫ লাখ ১০ হাজার সিটিজেন শিশু-কিশোর তাদের অনিবন্ধিত পরিবারের সদস্যের সাথে বসবাস করে।

ট্রাম্প সম্প্রতি গণ ডিপোর্টেশন সম্পর্কে গণমাধ্যমে বলেন, তিনি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে এবং ব্যাপক নির্বাসনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সম্ভাব্য সামরিক সম্পদ ব্যবহার করতে প্রস্তুত। যদিও রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে অপরাধ করেছে এমন অবৈধ অভিবাসীদের অপসারণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, তার প্রশাসন এর পরে অন্যথায় আইন মেনে চলা অভিবাসীদের দিকে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।

যদিও শিক্ষা বিভাগের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে সামাজিক সুরক্ষার তথ্য আর্থিক সহায়তা নির্ধারণ ও প্রদান ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে সেই তথ্য অন্য কোথাও শেয়ার করা হয় না। এদিকে কলেজ কাউন্সেলর এবং ছাত্র অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলি 'মিশ্র-অবস্থা পরিবারের' শিক্ষার্থীদের সতর্ক করছে যে এখনও বিপদ হতে পারে।

ন্যাশনাল কলেজ অ্যাটেইনমেন্ট নেটওয়ার্ক নামে একটি অলাভজনক শিক্ষার্থী অ্যাডভোকেসি গ্রুপ বলেছে যে 'এফএএফএসএ ডেটা আসন্ন প্রশাসনের কাছে শেয়ার করেবে এমস সুরক্ষার বিষয়ে নিশ্চিত করে আশ্বস্ত করতে পারছেনা।'

একজন মেয়ে শিক্ষার্থী যার বাবা-মা মেক্সিকোর পুয়েবলা থেকে ইউএসএতে অনিবন্ধিত অভিবাসী হয়ে আছেন। তারা টাইমসকে বলেন, সন্তানের কলেজের পড়াশুনার জন্য অর্থ সহায়তার প্রোগ্রামের আবেদনে এফএএফএসএ ডেটায় তথ্য দিতে এখন শঙ্কায় রয়েছি। কিন্তু না করেও উপায় নেই।

প্রথম দফায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনেকে আপিল আদেশ ও বিভিন্নভাবে অবৈধ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ নেওয়ার পর তাঁর গণ ডিপোর্টেশন কার্যক্রম ত্বরাণিত করতে পরদিনই নির্বাহী আদেশ জারী করবেন। এতে ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্টকে (আইসিই) অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং আইসিই'র লোকবল ও ডিটেনশন কেন্দ্রর সক্ষমতা বাড়ানো হবে।

সম্প্রতি ফক্স নিউজ ও লস এঞ্জেলেস টাইমস তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১.৪ মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসী রয়েছে যাদের বিভিন্ন সময়ে ফেডারেল ইমিগ্রেশন বিচারকদের দ্বারা নির্বাসনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। যাদেরকে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অপসারণের আদেশ সত্ত্বেও আরও অনেকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে। অবৈধদের অনেকে অপরাধী হিসেবে দন্ডপ্রাপ্ত। এদের কতজনকে স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রাখা হয়েছে এর নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তাদের মধ্যে প্রায় ১৩,০০০ জনকে ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এর হেফাজতে রাখা হয়েছে।

এদিকে নিউইয়র্ক, টেক্সাস ও লস অ্যাঞ্জেলেসসহ বেশ কয়েকটি স্যাঙ্কচুয়ারি সিটি এ গণ বিতাড়নে অবৈধ অভিবাসীদের তথ্য প্রদানসহ সকল ধরণের সহযোগিতা করবে আইসিইকে। এসব সিটির গভর্ণর ও মেয়ররা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ডিপোর্টেশনের পরিকল্পনায় একাত্মতা পোষণ করেছেন। তবে শুধু শিকাগো সিটির মেয়র প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ডিপোর্টেশনের পরিকল্পনায় ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ মতের প্রতিক্রয়ায় বর্ডার জার টম হোম্যান হুশিয়ারি দিয়ে বলেছেন , শিকাগো থেকে প্রথম গণ বিতাড়ন চালু হবে। যারাই এর বিপক্ষে অবস্থান নিবেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টম হোম্যান শনিবার একটি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে সীমান্ত দিয়ে পার হয়ে নিখোজ যারা হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের শিকার ৩.৪ মিলিয়ন শিশুকে খুঁজে বের করা হবে। পরে তাদেরকে আইনী প্রক্রিয়ায় নিজ দেশে পাঠানো হবে। যারা অবৈধভাবে প্রবেশ করে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা রাষ্ট্রের জন্য হুমকি এমন সন্ত্রাসী ও টেরোরিস্টদের নির্বাসন এবং সীমান্ত সুরক্ষায় কঠোর হবে প্রশাসন।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
■ Road Lesson Local & H.Way
■ Road Test Appointment
■ Car for Road Test
■ 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
■ 6 Hours DDC Class
■ Good For TLC, Insurance & Point Redaction.
(Operate by JH office)
Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

নিউইয়র্কে সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের নববর্ষ উদযাপন



নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন করেছে সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটি কমিটি ইনক। বুধবার (১ জানুয়ারি) সকালে ব্রঙ্কসের একটি রেস্টুরেন্টে এ উপলক্ষে ব্রেকফাস্ট পার্টির আয়োজন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে ও কাজী রবিউজ্জামানের সঞ্চালনায় নুতন বছরকে বরন ও ব্রেকফাস্ট পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে কোরাআন তেলাওয়াত করেন সংগঠনের উপদেষ্টা কামাল উদ্দিন, গীতা পাঠ করেন কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল। পরে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও আমেরিকান জাতীয় সঙ্গীত সমস্বরে গাওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রায়ত সদস ্যদের স্মরণ করা হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হালিম মুন্সি। আহ্বায়ক বিজয় কৃষ্ণ সাহা দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউজজামান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি হাসান আলী, লিয়াকত আলী, আব্দুস ছালাম, খন্দকার আব্দুল বাকী ও সাইফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ খাইরুল ইসলাম নাসির, দপ্তর সম্পাদক মকবুল মিয়া, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক খলিলুর রহমান (রহমান), প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আবু তাহের চৌধুরী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আহাদ তালুকদার বাবুল, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পারভীন আক্তার, সদস ্য আব্দুল মতিন, এসএম একরাম উল্লাহ, লুৎফর রহমান ও আব্দুর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রয়াত হুমায়ুন কবিরের ভাইয়ের ছোট ছেলে জাফরুল কবিরকে সনদ দেয়া হয়।

সকলের সুস্বাস্থ্য, রোগ মুক্তি, দীর্ঘায়ু কামনা ও বিশ্ব সংকটের মধ্যে পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিতে বসবাস করা, সিনিয়রদের সুস্বাস্থ্য কামনায় আল্লাহর কাছে শুকরিয়া করে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ।

সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু কামানা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মোহাম্মদ এনামুল হক এমডি।

সিনিয়রা আমাদের শ্রদ্ধেয় ও পথ প্রদর্শক উল্লেখ করেন রোকন হাকিম। সব সিনিয়রকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেন বিল্লাল ইসলাম ও শামীম আহমেদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আব্দুস শহীদ, কামাল উদ্দিন, আব্দুর রহিম বাদশা, সানাউল্লাহ, আব্দুল করিম, নূর মোহাম্মদ তফাদর, রেদয়ানা রাজ্জাক সেতু, রোকন হাকিম, কামরুজ্জামান বাচ্চু, বেগম মেহের চৌধুরী, সেলিম রেজা, মিথান দেব, মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী, শফিকুর রহমান, রতন চক্রবর্তী, ফারুক আহমেদ, লোকমান হোসেন, ফিরোজ শরীফ, তোফায়েল আহম্মেদ চৌধুরী, কামাল উদ্দিন, ইসলাম খন্দকার, দেওয়ান মোতাসির আলী মনজু, বশির মুন্সি, সৈয়দ আব্দুল মতিন, জাহাঙ্গীর আলম, জিল্লুর রহমান, আবু জাফর, আব্দুল হালিম মিয়া। -- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে বাংলাবাজার মসজিদের ফান্ডরেজিং



প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার জামে মসজিদের প্রস্তাবিত নতুন বহুতল ভবন নির্মানের জন্য ফান্ডরেজিং লাঞ্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২২ ডিসেম্বর) লংআইল্যান্ডে একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এ ফান্ডরেজিং অনুষ্ঠানে আয়োজকরা উপস্থিত সকলের প্রতি মসজিদের নতুন ভবন নির্মানের জন অর্থ প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতার আহবান জানান। আগামী ঈদুল আজহার দিন প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে বেসমেন্টসহ ৬ তলা বিশিষ্ট এ ভবনটি নির্মান কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার কথা রয়েছে।

বাংলাবাজার জামে মসজিদের ফান্ডরেজিং কমিটির চেয়ারম্যান আলমাছ আলীর সভাপতিত্বে এবং মসজিদের সাধারণ সম্পাদক লালন আহমেদ ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফিজ বদরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের সভাপতি ডা. আবদুস সবুর।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ ও বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া।

তারা মসজিদকে ইবাদত বন্দেগীর সর্বশ্রেষ্ট স্থান হিসেবে উল্লেখ করে কুরআন-হাদীসের আলোকে মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। ইহকাল-পরকালের কল্যাণে সহীভাবে ইসলাম পালনের দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তারা মসজিদের আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ জানান।

মসজিদের সভাপতি ডা. আবদুস সবুর নতুন জায়গায় বহুতল মসজিদ ভবন করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, স্থান সংকুলানের অভাবে বর্তমান মসজিদে জুমার নামাজে দু'টি পৃথক জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তারপরও স্থান সংকুলান না হওয়ায় মুসল্লীদের বাইরে জুমার নামাজ আদায় করতে হয়। এজন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি মসজিদের আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বাংলাবাজার মসজিদের প্রধান উপদেষ্টা মো. ফখরুল ইসলাম, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ দলা মিয়া ও ডা. মোহাম্মদ শাহ আলম, মসজিদের লাইফ মেম্বার ডা. রুমানা সবুর, ডা মাসুম, ডা. কাদের, ডা. জুয়েল, ফান্ডরেজিং কমিটির সদস্য আব্দুল হাশেম হাসনু ও সামাদ মিয়া জাকারিয়া, মসজিদ কমিটির সহ সভাপতি মোহাম্মদ এ হাসান, সহ সাধারণ সম্পাদক শামিম উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ ইকবাল হোসেন, সহ কোষাধ্যক্ষ সোহেল চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য আজিজুল হক, ওয়ালিউর রহমান, লাইফ মেম্বার আকশাদ আলী বাবুল প্রমুখ।

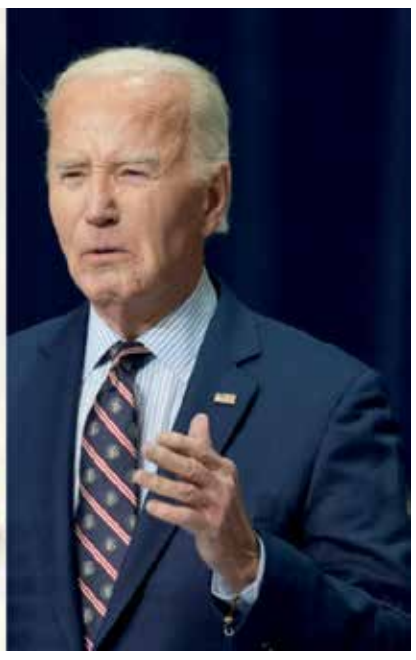
অনুষ্ঠান শেষে বাংলাবাজার জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ গিয়াস উদ্দিনের আত্মার মাগফেরাত ও বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।











পুরস্কার নিতে জো বাইডেনের অনুষ্ঠানে গেলেন না মেসি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লিওনেল মেসি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সিভিলিয়ান সম্মাননা। তবে, সেটি গ্রহণের জন্য তিনি হোয়াইট হাউসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না।

হোয়াইট হাউসের আনুষ্ঠানিক তালিকায় মেসির নাম থাকলেও অনুষ্ঠানে কেউ তার পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেননি, ফলে তার নাম ঘোষণাও করা হয়নি। ওই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে ডেনজেল ওয়াশিংটন, বোনো, ম্যাজিক জনসন এবং হিলারি ক্লিনটনের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকলেও মেসির অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

মেসির প্রতিনিধিরা ইন্টার মিয়ামি ক্লাবের মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে যে মেসির আগে থেকেই একটি প্রোগ্রাম ছিল। 'হোয়াইট হাউস ফিফাকে জানিয়েছিল, তারা ডিসেম্বরের শেষে ইন্টার মিয়ামিকে জানিয়েছিল যে মেসি প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম পাচ্ছেন।' মেসি ক্লাবের মাধ্যমে হোয়াইট হাউসে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি বলেছেন যে 'তিনি অত্যন্ত সম্মানিত এই সম্মাননা পেয়ে। তবে পূর্বে নির্ধারিত সময়সূচী এবং প্রতিশ্রুতির কারণে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারবেন না।'

এতে আরো বলা হয়, 'তিনি এই উদারতাকে সম্মান জানান এবং ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।'

এই পুরস্কারটি এমন ব্যক্তিদের দেওয়া হয় যারা যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি, মূল্যবোধ বা নিরাপত্তা, বিশ্বের শান্তি বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, পাবলিক বা প্রাইভেট উদ্যোগে অসাধারণ অবদান রেখেছেন।

হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানায়, 'লিও মেসি বিশ্বের শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

তার 'লিও মেসি ফাউন্ডেশন' বিশ্বজুড়ে শিশুদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প পরিচালনা করে। এছাড়া, তিনি 'ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাসেডর' হিসেবেও কাজ করছেন।'

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এবং আটবারের বালন ডি'অর বিজয়ী মেসি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মিয়ামি ক্লাবের হয়ে মেজর লীগ সকারে খেলছেন। মেসি প্রথম আর্জেন্টাইন ও পুরুষ ফুটবলার হিসেবে এই সম্মাননা লাভ করেন।

সাকিবকে এখনো দলে চান ফারুক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাজনীতিতে জড়িয়ে ক্রিকেটে ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন সাকিব আল হাসান। পূরণ হয়নি ঘরের মাঠে শেষ টেস্ট খেলার ইচ্ছা, আসতে পারছেন না দেশেই। তবে পাকিস্তান ও দুবাইয়ে অনুষ্ঠেয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তাঁকে খেলানোর আশা ছেড়ে দেননি বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ। সংবাদমাধ্যমকে আজ তিনি জানিয়েছেন, বিপিএলের মধ্যেই সাকিবকে দলে নেওয়ার বিষয়ে কথা বলবেন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে।

আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে ফারুক বলেছেন, 'সাকিব এখনো অবসর নেয়নি। সাকিব যদি অবসর নিয়ে নিত, তাহলে বলতাম ও আর নেই।' সঙ্গে যোগ করেছেন, 'নির্বাচকেরা আমাদের কাছে দল গঠনের আগে পলিসি জানতে চান। সাকিবকে নিয়ে আরেকবার চেষ্টা করব চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে। এটা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলব।'

ফারুক অবশ্য আবারও জানিয়েছেন, সাকিবের খেলা না খেলার বিষয়টি পুরোপুরি বোর্ডের হাতে নেই। এ ব্যাপারে সরকারি পর্যায় থেকে নির্দেশনা লাগবে। 'সাকিব মাঝেমধ্যে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে, কীভাবে কী করা যায় তা নিয়ে। সরকারি পর্যায় থেকে যদি কোনো নির্দেশনা আসে, ওর যে সমস্যাগুলো আছে; ওগুলো যদি সে ঠিক করতে পারে; তাহলেই একটা সিদ্ধান্ত হতে পারে। এরপর নির্বাচক কমিটি তার ফিটনেস, মেন্টাল স্টেটড়এসব দেখবে'ড় বলেছেন বিসিবি সভাপতি।

এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হোম সিরিজে সাকিব খেলতে পারেননি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থাকায়। পরে শারজায় খেলেননি আফগানিস্তান সিরিজে, ছিলেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও। বিসিবি সভাপতি তখন বলেছিলেন, সাকিব নিজেই তাঁকে জানিয়েছেন তিনি খেলার মতো মানসিক অবস্থায় নেই।

কিন্তু চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে যে সাকিব খেলতে চান, এটি তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্র যেমন জানিয়েছে, তেমনি বিসিবি সভাপতিকেও সাকিব তাঁর এই ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। ফারুক বলেছেন, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি যেহেতু দেশের বাইরে, মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে তিনি আরেকবার চেষ্টা করবেন সাকিবকে খেলাতে, 'চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দেশের বাইরে, সে ক্ষেত্রে এখন এটা খুব ভ্যালিড একটা প্রশ্ন। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় এই বিপিএলের মধ্যেই নির্বাচকদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।'





৪৬ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙার পর হাসপাতালে বুমরাহ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যদিও বুমরাহ কোথায় এবং কিভাবে চোট পেয়েছেন, তা জানা যায়নি। ভারতীয় দলের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি। ফক্স ক্রিকেটের সম্প্রচারে ভারতীয় কিংবদন্তি রবিশাস্ত্রী জানান, 'তিনি কিছু ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছেন এবং স্ক্যান করাবেন... কিছু সময় পরে আরো বিস্তারিত জানতে পারব আমরা।'

'মনে হচ্ছে তার অবস্থা ভালো নেই, এটি পুরো সিরিজের ওপর বিশাল প্রভাব ফেলবে। 'যোগ করেন শাস্ত্রী।

বুমরাহর অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিরাট কোহলি। সেই দায়িত্ব মাঠ ছাড়ার আগে কোহলিকে বুঝিয়েও দিলেন।

বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে এখন পর্যন্ত বুমরাহ ৯ ইনিংসে ১৫২.১ ওভার বোলিং করে ১৩.০৬ গড়ে ৩২ উইকেট নিয়েছেন।

তিনি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়া ভারতীয় বোলারের রেকর্ড ভেঙেছেন। ১৯৭৭-৭৮ মৌসুমে বিষান সিংহ বেদি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরি জে ৩১টি উইকেট নিয়েছিলেন।

'এখনো অনেক দূরে আছি', লিভারপুলে নতুন চুক্তি নিয়ে সালাহ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লিভারপুল অধ্যায় শেষ হতে পারে সালাহর। এ বছরের গ্রীষ্মে লিভারপুলের সাথে মোহাম্মদ সালাহর চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। যদিও বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল নতুন চুক্তি হচ্ছে ইংলিশ ক্লাবটির সঙ্গে। তবে এ নিয়ে ক্লাবের সাথে তার আলোচনার কোনো অগ্রগতি নেই, এমন কথাই জানিয়েছেন মিশরীয় ফরোয়ার্ড। সালাহ জানিয়েছেন, নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনায় দুই পক্ষই এখনো বেশ দূরে অবস্থান করছে। স্কাই স্পোর্টসের পক্ষ থেকে সালাহর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি কি মনে করেন এটি তার অ্যানফিল্ডে শেষ মৌসুম? উত্তরে সালাহ বলেন, 'এখন পর্যন্ত, হ্যাঁ। এটি শেষ ছয় মাস। এখনো (চুক্তি নিয়ে) কোনো অগ্রগতি নেই। আমরা এখনো অনেক দূরে আছি।

তাই এখন অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখা যাক কী হয়।'

খেলোয়াড় কেনায় বিধিমুক্ত হলো বার্সেলোনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শেষ পর্যন্ত কিছুটা স্বস্তির খবর পেল বার্সেলোনা। লা লিগা কর্তৃপক্ষ অবশেষে ক্লাবটিকে ১:১ আর্থিক ফেয়ার পেল নিয়মের আওতায় আসার অনুমতি দিয়েছে। ফলে জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে নতুন খেলোয়াড় দলে ভেড়াতে আর কোনো বাধা রইল না ক্লাবটির। এ ছাড়া এখন আর কোনো খেলোয়াড়ের চুক্তি নবায়নেও বাধা নেই।

তবে দানি ওলমো এবং পাউ ভিক্তরের নিবন্ধন এখনো ঝুলে আছে কিছু নিয়ম-নীতির কারণে।

৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর পাঠানো নথিপত্র পর্যালোচনার পর লা লিগা বার্সেলোনাকে ১:১ ফেয়ার পেল নিয়ম মেনে চলার অনুমতি দিয়েছে। শুক্রবার মধ্যরাতে বিষয়টি ক্লাবটিকে জানানো হয়। তবে ক্লাবটি লা লিগার কাছে দানি ওলমো এবং পাউ ভিক্তরের নিবন্ধনের বিষয়টি ফের স্মরণ করিয়ে দেয়, যা ৩০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল।

বার্সেলোনা প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তা এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা শুক্রবার রাত ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত অফিসে কাজ করেছেন, যাতে লা লিগা এই দুই খেলোয়াড়ের নিবন্ধন অনুমোদন করে। তবে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে লা লিগার সঙ্গে কোনো মৌখিক চুক্তি হয়নি এবং লিগ কর্তৃপক্ষ তাদের কঠোর অবস্থান বজায় রেখেছে। এর ফলে আরএফইএফও তাদের ব্যাখ্যা মেনে নেয়নি, যার মাধ্যমে বার্সেলোনা সাধারণ বিধি ১৩০-এর সুবিধা পেতে পারত।

অন্যদিকে শুক্রবার দুপুর ২:৩০টার দিকে একটি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ২৮ মিলিয়ন ইউরো পেয়েছে বার্সেলোনা।

এই অর্থ ভবিষ্যতে স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যুরের ভিআইপি আসনের জন্য প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংক ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ার পর সংশি ষ্ট নথিপত্র লা লিগার কাছে পাঠানো হয় এবং এর পরই বার্সেলোনা ১:১ নিয়মের আওতায় আসতে সক্ষম হয়।

হিটলারের ডেথ ক্যাম্প এড়ানো বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অ্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে ইহুদিদের ওপর নাৎসি বাহিনীর চালানো ধ্বংসযজ্ঞ (হলোকাস্ট) থেকে বেঁচে ফেরেন। পরে হেলসিঙ্কি ও মেলবোর্ন অলিম্পিক মিলিয়ে জেতেন পাঁচটি সোনার পদক। দীর্ঘ দিন ধরে তিনিই ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন।

সেই আগনেস কেলেটি অবশেষে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। গতকাল নিজ দেশ হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। স্থানীয় ক্রীড়া দৈনিক নেমজেতি স্পোর্টকে কেলেটির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর ছেলে রাফায়েল বিরো। পরে বার্তা সংস্থা এএফপিকে বিষয়টি জানিয়েছেন কেলেটির প্রেস কর্মকর্তা তামাস রোথ। কিংবদন্তি এই নারী জিমন্যাস্টের বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর গত সপ্তাহে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন আগনেস কেলেটি। তাঁর শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনতি হতে থাকে। মায়ের মৃত্যুর খবর জানাতে গিয়ে ছেলে রাফায়েল বিরো স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'আমরা তাঁর জন্য প্রার্থনা করি। তাঁর জীবনীশক্তি ছিল অবিশ্বাস্য।'

আগনেস কেলেটির মৃত্যুতে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) সভাপতি টমাস বাখ। এক বিবৃতিতে বাখ বলেছেন, 'তিনি (হলোকাস্ট) ট্রাজেডি কাটিয়ে উঠতে দৃঢ় সংকল্প ও অসীম সাহস দেখিয়েছেন।

কাবরেরাই কি থাকছেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নতুন বছর শুরু হয়ে গেছে। ফুটবলে নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে। মার্চে এশিয়ান কাপ বাছাই শুরু হচ্ছে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। জুন-জুলাইয়ের দিকে সাফ।

তা ছাড়া হামজা চৌধুরী আসছেন। জাতীয় দল নিয়ে কর্মপরিকল্পনা এখন তুঙ্গে থাকার কথা। কিন্তু রাকিব হোসেনরা কোচহীন হয়ে আছেন।

বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিম বলেছেন, 'খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না।

কোচ নিয়ে কাজ চলছে। খুব শিগগির আমরা সিদ্ধান্ত জানাতে পারব।'

জানা গেছে, গত কিছুদিন হাভিয়ের কাবরেরার বড় চ্যালেঞ্জার হয়ে উঠেছিলেন মোহামেডানে কাজ করে যাওয়া ব্রিটিশ কোচ শন লেন। এই দুজনের মধ্যে কাকে বাছবেন তা নিয়েই মূলত দোলাচল ছিল।

তবে সর্বশেষ খবর, শন লেন 'রেস' থেকে ছিটকে গেছেন। একদিকে কাবরেরাকে রেখে এখন অন্য পাশে আরো বেশ কয়েকজন কোচ নিয়ে যাচাই-বাছাই চলছে।

গত তিন বছর জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা কাবরেরার সঙ্গে চুক্তির যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল তাঁকে যেকোনো সময় বরখাস্ত করা হলে ক্ষতিপূরণের কী হবে সেটি। এর আগে জেমি অর্থাৎ বাফুফের সঙ্গে আরো এক বছর মেয়াদ বাড়ালেও প্রত্যাশিত ফল না পেলে তাঁকে আর পুরো বছর টানতে হবে না ফেডারেশনকে। সে ক্ষেত্রে আগামী জুলাই পর্যন্ত এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ এবং এরপর সাফ হলে সেটিই হবে স্প্যানিশ এই কোচের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

তবে শেষ পর্যন্ত তাবিথ আউয়াল বা তাঁর কমিটি



জানিয়েছেন বাফুফেকে।

কী সিদ্ধান্ত নেন–সেটিই দেখার অপেক্ষা।

সাহিত্য সাময়িকী

ধ্বংস-নির্মাণে পারঙ্গম

মনজু রহমান

তোমাকে চেয়েছিলাম শরতের নদীকাশবন- দাওনি
চেয়েছিলাম তালুবন্দী মুঠোর আয়ু ছোঁও- ছোঁওনি!
বালিভাঙা পলির আচঁড় ভগ্ন প্রেমে পুড়ালে চাতাল
ভঙ্গ করেছো প্রতিশ্রুতি, ডিসেম্বরে ডুবালে পাতাল

আমি একা একা হিমেল বাতাসে ভাঙি চরের চরিত্র
পর্যুদস্ত খসে পড়ে পালক মূর্ছিত উত্তাপে ছেঁড়া চিত্র
জানি ঘরে ফেরা পাখির কল্লোলিত চুম্বনের বোধ
পাবো না অনুজ্জ্বল দ্যুতি; লাবণ্যঘসা মেঘের বিরোধ

জানি-তুমি আর ফিরবে না কানিজ, জ্যামিতিক পথে
ফুটাবে না পুষ্পের রেনু প্রেমের নদে, উঠবে না রথে
অঙ্কে তুমি পারদর্শী, ঋতু ভেঙে উড়াও ফাগুনের ফুল।
ধ্বংস-নির্মাণে পারঙ্গম তুমি, বিভক্তিতে দ্বিধায় উন্মুল ।

বাতাসের তন্তুতে বোনা স্বপ্ন

শেখর ভট্টাচার্য

ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে জলের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়
রুদ্ররূপে বয়ে যাওয়া ঝড় শান্ত পাখির মতো নিশ্চুপ হয়
প্রখর রৌদ্রতাপ মধ্যাহ্ন শেষে ম্লান হতে হতে ডুবে যায়
রাতের গভীরে
প্রগাঢ় ভালোবাসায় সূর্যের মুখাবয়বে চেয়ে চেয়ে সূর্যমুখী হারায়
বিষন্ন সন্ধ্যায়
সকলেই চলে যায় প্রস্থান কী হয় চিরতরে?
উচ্চতর গণিতের অংকের এপাশ ওপাশ মিলে যায় মাঝে মাঝে।
বাতাসের তন্তুতে বোনা স্বপ্ন ফিরে আসে প্রত্যুষের আলোতে,
অন্ধকার রজনী শেষে ভোরের বাতাস ছড়িয়ে দেয় সংবাদ,
ভালোবাসা ফিরে এসেছে, ঝড়, জল, তাপ দিয়ে নির্মান করেছে কোমল পৃথিবী,
হাওয়াই মিঠাই রঙের মেঘমালা দোলা দিয়ে যায় হৃদয়াকেশের এপার অপার।

শূন্যতারও আছে শেষ

এইচ বি রিতা

এই শূন্যতা-
নিস্তব্ধ মাঠের মতো বিস্তৃত, তোমার দীর্ঘশ্বাসে
জেগে থাকে অকথিত সন্ধ্যার রঙিন মেঘ,
যেখানে পাখিরা ফেরে না আর
ফুলেরা মরে যায় অন্ধকারের ভেতরে।
এত শূন ্যতা-কোথা থেকে আসে বলো?
দূরে কোথাও, জ্যোৎস্নার আলো বুনে দেয়
মাটির ওপর স্নিগ্ধতা,
মৃত নদীর বুকে ঢেউয়ের ধ্বনি
জীবনের অনন্ত পথঘাটে কে যেন রেখে গেছে
নক্ষত্রের ছায়া; যার নিচে দাঁড়িয়ে আমি,
তোমার নিঃশব্দ প্রশ্ন শুনি।
তোমার চোখের ভিতরে আমি দেখি
চেনা আকাশের অপরিচিত ভাষা-যেখানে
সন্ধ্যার কাক ডেকে যায় ফিরে না তাকিয়ে।

আমাদের শূন্যতা হেমন্তের গাছের মতো নীরব,
আমাদের শিকড়ে জেগে থাকে
জন্ম আর বিলয়ের গান।

তবু, আকাশে ভাসে এক অদ্ভুত আলো,
যেন কোনো গোধূলি আমাকে ছুঁয়ে বলে-
শূন্যতারও আছে শেষ।

তোমার আমার মিলনের পথ হয়তো-
এই শূন্যতায়ই লেখা।

কিশোরী সময়ের যোদ্ধা

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

শীত আসে কুয়াশার চাদর গায়ে
গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে শীতার্ত কিশোরী
বেলি ফুলের মালা হাতে
খুঁজে জীবনের পথ।

জরাজীর্ণ ঘরে দারিদ্র হাঁটে
আঁধারে রোগ জর্জর পিতা কাতরায়।
খাদ্য নেই, ওষুধ নেই
পথ্য তো কল্পনারও অতীত।
কিশোরীর চোখে জমে নোনাপানি
নামে তার পথে আরো দীর্ঘ আঁধার
কে জানে কোন দিকে আলোর সূর্য হাসে।

স্বস্তি কি থাকে না সব জীবনে?
কোমল বাহুতে তার ঝুলে থাকে মালা
পায়ের নিচে কঠিন পাথর পথ
এ পথে জীবন চলে না,
তবু ক্লান্তির দেহ গড়িয়ে গড়িয়ে যায়
আহা, বেঁচে থাকার নামই তার জীবন।

কিশোরী ভাবে হয়তো আরেকটু গেলেই সুখ
আশায় আশায় মালা নিয়ে কেবল ছোটাছুটি।

দিন শেষে ফিরে আসে বেদনার খুব কাছে
শূন্য হাড়ি পড়ে আছে উবু হয়ে
কালো ছায়ায় ঢেকে যায় তার মুখ,
পিতার শিয়রে বসে গুণে কয়েনের শব্দ
জীবন হাসে না খিলখিলিয়ে
চেয়ে দেখে পিতার মলিন মুখ
এই ভাবেই কাটে তার রাত্রি ও দিন
কিশোরী যেনো সময়ের করুণ কষ্ট
যেনো এক পাথর সময়ের অবিরাম যোদ্ধা।

আমৃত্যু আক্ষেপ

আয়শা সাথী

তোমার ফিনফিনে চুলের ভেতর
আমার নাজুক আঙুলগুলো
হরিণ চঞ্চল দৌড়াতে না পারার আফসোসে
রক্তশূণ্য ফ্যাকাসে হচ্ছে প্রতিদিন;

তোমাকে দেখতে না পারার আক্ষেপে
আমার চোখ দুটো ক্রমশই হারাচ্ছে তার নূর;
পৃথিবীর পথে যেন অন্ধ হয়ে ঘুরছি
পথভ্রষ্ট কোন পথিকের মত।

বুকের ভেতর তোমাকে জড়িয়ে ধরার তৃষ্ণা
ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে মাথাপিছু ঋণের মত;
নকশিকাঁথার মত হৃদয়ে সেলাই করে যাচ্ছে
অপেক্ষার বেদনা রেশমি সুতোয়।

এসব প্রশ্নবোধক যাবতীয় সংকট নিয়ে,
এসব মন খারাপের অসুখ নিয়ে
একদিন...
হ্যাঁ একদিন এই জানালা দিয়ে
পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, নিস্তব্ধ রাতের পথ
বলা-না বলা হাসি, তাল- মাতালে সমস্ত ভুল
তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি পালিয়ে যাব।
লুকিয়ে পড়ব, গুটিয়ে নেব
হারিয়ে যাব তোমার পাগলাটে খেয়ালীপনা থেকে।

কিন্তু কি আশ্চর্য জানো,
তোমার ঐ পাগলামিটুকু-ই শুধু হারাতে ইচ্ছে হয় না!

অবেলায়

পঙ্কজ শীল

অবেলায় ঝরে পড়ে দিনের শেষ সুর,
আলোর মতো ম্লান, অন্ধকারে কুঁকড়ে যায়।
হাওয়া যেন হঠাৎ থেমে গেছে,
অপেক্ষায় রয়ে যায় নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ কষ্ট।

তবুও অবেলা এক নতুন জন্মের নীরব আহ্বান,
হৃৎস্পন্দনে বাজে অশ্রুসিক্ত এক গল্প।
অবেলায় স্বপ্নেরা মরে না,
তারা ঘুমিয়ে থাকে অন্ধকারের কোলে,
নতুন সকালকে স্বাগত জানাতে।

বিয়ানীবাজার সমিতির বিজয় দিবস পালন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত









(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সফিক আহমদ থাকাকালীন সমিতির ভবন ক্রয় করা হয়। ২০২১ সালে মকবুল রহিম চুনই সভাপতি ও মুহিবুর রহমান রুহুল সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন সময়ে ঘর ঋণ মুক্ত হয়। সেই থেকে ক্রয়কৃত সমিতির ভবন সমিতির নামে রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য সাধারণ সভাসহ বিভিন্ন আলোচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উঠে আসে। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ বিয়ানীবাজার সমিতি আয়োজিত ওজনপার্কের আব্দুল্লাহ পার্টি হলে সাধারণ সভায় সম্পাদকীয় রিপোর্টে বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্ণনায় সমিতির ঘর নিয়ে সাবেক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের কথা উল্লেখ করা হয় এবং সমিতির নামে ঘর রেজিস্ট্রেশনের উপর আলোচনা প্রাধান্য পায়। সাধারণ সভায় যে কোন কারণে হউক তৎকালীন সভাপতি বুরহান উদ্দীন কপিল ছাড়া বাকি দু'জন সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন না। সাধারণ সভায় বুরহান উদ্দীন কপিল উপস্থিত থেকে সমিতির ভবন সমিতির নামে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে অনেকের আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি (বুরহান উদ্দীন কপিল) ভবন ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বাকি দু'জনসহ কমিটির বর্তমান উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠক করে সংগঠনের ভবন সমিতির নামে রেজিস্ট্রেশন করার প্রক্রিয়ায় ঐক্যমতে পৌঁছান বলে জানালে সভায় উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে কপিলকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল বিজয় দিবস পালন, আর দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাধারণ সভা। উভয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং দুই পর্বই পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু। এসময় সমিতির উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা মোজাহিদুল ইসলাম, হারুন মিয়া, ফখর উদ্দীন, বেলাল উদ্দীন ফখরুল ও গহর চৌধুরী কিনু, সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই ও মস্তফা কামাল মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

বিজয় দিবস পালন পর্বের শুরুতেই সকল শহীদ ও বিয়ানীবাজার সমিতির প্রয়াত সকলের রুহের মাগফেরাত কামনা করে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন ওজনপার্ক মসজিদের ইমাম মওলানা আমিনুল। পরে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বের সাধারণ সভায় সম্পাদকীয় রিপোর্ট ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করেন যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু এবং কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান দুখু। দীর্ঘ সম্পাদকীয় রিপোর্টে সংগঠনের নামে সমিতির নিজস্ব ভবন, বার্ষিক বনভোজন, বেক টু স্কুল প্রোগ্রাম, ভিলেজ কাপ ফুটবল, সমিতি ভবন সংস্কার, ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে নির্যাতিত ফিলিস্তিনীদের মানবিক সাহায্য, সমিতির বর্তমান ৬১৭ টি কবরের উল্লেখ, বন্যায় বিয়ানীবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মানবিক সাহায্যে, আজীবন সদস্য সংগ্রহ, বিয়ানীবাজার সমিতির ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট সহ বিস্তারিত কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়।

কোষাধ্যেক্ষর রিপোর্টে পুংখানুপুংখ হিসাব উথাপন করে কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান দুখু জানান, বর্তমানে সমিতির ফান্ডে ২,৫৪,৪২৩ ডলার রয়েছে।

সম্পাদকীয় রিপোর্ট ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পাশ হওয়ার পর অন্যান্য আলোচনায় বিয়ানীবাজার সমিতির নিজস্ব ফিউনারেল হোম করার জন্য কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান দুখু প্রস্তাব উথাপন করেন এবং এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সমিতি যখনই মনে করবে কারো সাহায্য ছাড়া ফিউনারেল করতে পারবে তখনই ফিউনারেল করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

তবে সাবেক সভাপতি বুরহান উদ্দীন কপিল জানান, মসজিদ আল আমানের ফিউনারেল বিয়ানীবাজারের নামে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়া যাবে।

সভায় আলোচনায় অংশ নেন সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, বুরহান উদ্দীন কপিল, মকবুল রহিম চুনই ও মস্তফা কামাল, সাবেক উপদেষ্টা আজীজুর রহমান পাখি, বর্তমান উপদেষ্টা মোজাহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমদ, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ তালহা, সারওয়ার হোসেন, বজলুর রহমান, সাইকুল ইসলাম, খালেদ আহমদ, ওসমানী স্মৃতি পরিষদ একাংশের সভাপতি আব্দুল কাদের প্রমুখ।



অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা ৭ দিন খোলা We are open 7 days

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

অথবা ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন যোগ্যতাসম্পন্ন মক্কেল/পরিচালক হতে আপনি ও আপনার পরিবার ধ ভিসাসহ সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাডাইজেন্সসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ফ্যাক্টরী বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিসাগা ওয়েভ বা ওভারট্রাইয় না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ঃ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ

Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ

ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ

এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন:
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-ঈঝ), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।

যোগাযোগ:

abdurrahman.bd144@gmail.com

(পাত্র নিজে)

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেট আবশ্যক: নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের এর নর্দান ব্লুবার্ড এলাকায় ৮১ স্ট্রিটের এর উপরে ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে এক তলায় একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Ave.
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:

১ংঃ ফ্লোর , একজন চাকুরী জীবি মহিলার নিকট ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। ১৪৪ (১৪৪) স্ট্রিট এফ ট্রেন (F train) সংলগ্ন।
ফোন- ১ (৬৪৬) ৬২৪-৯৪৮৪

রুম ভাড়া:

১লা অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাঁটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে text বা call (কল) করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬

বাসা ভাড়া :

ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।
যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০
ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা | 347- 235-7322 (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

রুম ভাড়া:

১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ

October থেকে ২ room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।
ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

evmv fvov:

Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.
যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। ৩৪৭-৩৪৫-৫২৪৩, ৩৪৭-৬৫৩-০৬৩২.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।
যোগাযোগঃ ৯২৯-২৬১- ৯৯৪১.

বাসা ভাড়াঃ

রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

House for Rent:

3 bed rooms in Parkchester, Bronx, rent $3200. On sutter Ave. in East New York/ Ozone Parki, 4 beds, 2 baths, rent $3500. In Saint Albans, 4 beds, 2 baths duplex. Rent $4000. We accept City PHEPS & Section 8.
Please call to rent : 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or
email:
kamruzbaccu1@gmail.com

House for rent:

(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent:

House for rent in Jamaica. 4 bedroom apartment for rent on 183th street. Close to subway. Nearly renovated.
Cell 718-607-9551 or 347 -870-0740

House for rent :

3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:

1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:

2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent.
Please contact Mojib at (347) 234-8295.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.

ড্রাইভারঃ TLC **বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.**

নোয়াখালী সোসাইটি'র

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে 'বাংলাদেশ সেমিট্রি' সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও প্রজেক্টের সদস্য সচিব জাহিদ মিন্টু। এসময় সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জাহিদ মিন্টু তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত বছর গ্রীষ্মের সময় আমরা বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়েছিলাম- 'বাংলাদেশ সেমিট্রি'র। আমরা কমিউনিটির সকল প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, মসজিদ কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং মসজিদের ইমামদের নিয়ে গুলশান টেরেসে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছিলাম। সেই মতবিনিময় সভায় আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম আপ স্টেটের মিডলটাউনে এক শত ২৬ একর জমির উপর মুসলিম গোরস্তান করার। নিউইয়র্কের ব্রুকলীন থেকে প্রায় ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট দূরত্বের এই সেমিট্রিতে প্রায় এক লাখ করব তৈরি করা যাবে। জ্যাকসন হাইটস থেকে দূরত্ব হচ্ছে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। সেই সময় আমরা জমির মালিকের সাথে আইনজীবীর মাধ্যমে চুক্তি করেছিলাম। চুক্তির পূর্বে আমরা মাটি-পানিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করি। চুক্তির পরও অনেক কাজ ছিলো। নিশ্চয়তা ছিলো না চূড়ান্তভাবে আমরা এই জায়গা কবরের জন্য অনুমোদন পাবো কি না। কারণ এখানে স্থানীয় কম্যুনিটি বোর্ডের মতামতের বিষয় ছিলো। আপনাদের সকলের সহযোগিতা এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে সকল বাধা অতিক্রম করে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে আমরা পুরো ক্যাশ দিয়ে এই জমি ক্রয় করি। এই সময় উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, প্রজেক্টের সদস্য সচিব জাহিদ মিন্টু, সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শাহ আলম, বেলাল হোসাইন, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য খোকন মোশাররফ ও কার্যকরি কমিটির সহ সভাপতি তাজু মিয়া। নিউইয়র্কের আপ ষ্টেটের মিডল টাউনে অবস্থিত এই সেমিট্রির নাম দেয়া হয়েছে 'বাংলাদেশ সেমিট্রি', যার ঠিকানা হলো: 247 Connors Road. Scotchtown, NY 10941, Phone no: 845-879-5900, 845-953-1111, 917-487-2978, Email: sbcgns2024@gmail.com

সম্মানীত সাংবাদিক বন্ধুরা,

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয় যে, প্রজেক্টটি বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে ল'ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তারা কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রজেক্টের জন্য আলাদা কমিটি এবং আলাদা কর্পোরেশন করা হয়েছে। যদিও মাদার সংগঠন হিসাবে থাকবে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ। এই প্রজেক্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে এক সভায় মিলিত হয়েছেন। সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী মার্চ ২০২৫ সাল থেকে ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু করা হবে। সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হবে অফিস। এই প্রজেক্টে আরো থাকবে ফিউনারেল হোম ও দুর দূরান্ত যাওয়া মুসল্লিদের (পুরুষ ও মহিলা) জন্য পৃথক অজুখানা, বাথরুম ও নামাজের স্থান। আগামী মার্চ ২০২৫ সাল থেকে কাজ শুরু করতে আমাদের বেশ মোটা অংকের অর্থের প্রয়োজন। আমরা কর্জে হাসানা পরিশোধ করতে চাই।



প্রজেক্ট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে আমরা বিশেষ ডিসকাউন্টে ৫ হাজার কবর বিক্রি করতে চাই। আগামী ৩১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত এই বিশেষ ডিসকাউন্টের সুযোগ থাকবে। এই ৫ হাজার কবর প্রতিটি ৭ শত ডলারে বিক্রি করা হবে। তবে কবরের সংখ্যা ৫ শতাধিক হতে হবে। এর নিচে হলে প্রতি কবর ৮ শত ডলার বিক্রি করা হবে। এই ৫ হাজার কবরের মধ্যে কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সোসাইটি, ব্রুকলীন নিউকার্ক বেলাল মসজিদ, বায়তুস শরফ মসজিদসহ কয়েকটি মসজিদ ও সংগঠনের প্রতিশ্রুতির ফলে ৫ হাজার কবরের মধ্যে ২ হাজার কবর বিক্রি হয়েছে। আর বাকি রয়েছে প্রথম কিস্তির মাত্র ৩ হাজার কবর। এই কবর বিক্রির পর আমাদের কমিটি আবারো সভায় বসবেন এবং দাম নির্ধারণ করবেন।

জাহিদ মিন্টু বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি এই বিশাল প্রজেক্ট কমিউনিটির জন্য করতে পেরে। বলা যায়, আমরা সবে মাত্র এই বিশাল কর্মযাজ্ঞের কাজ শুরু করেছি। আশা করছি, আগামী এক শত বছরে প্রবাসে মুসলিম কমিউনিটির কবর নিয়ে আর সমস্যা হবে না। সত্যি এটি একটি বিশাল প্রজেক্ট। এই বিশাল কর্মযাজ্ঞে আমরা সবার সহযোগিতা চাই। আমরা কবর বিক্রি শুরু করে দিয়েছি। আগামী মার্চ থেকে কাজ চলবে এবং আশা করি জুলাই থেকেই কবর দেয়া শুরু করা যাবে।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয় যে, আমরা আনন্দের সাথে জানাতে চাই-এই প্রজেক্টের পাশাপাশি আগামী বছর 'বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি' পঞ্চম প্রজেক্টে হাত দিবো ইনশাআল্লাহ। সেই প্রজেক্ট হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশী কম্যুনিটির জন্য 'বাংলাদেশ কমপ্লেক্স'। অতীতের মত আগামীতে সবার সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে আশা করি-এই প্রজেক্টও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

এরপর জাহিদ মিন্টু সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এসময় বাংলাদেশ সোসাইটি ও নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপদেষ্টা শাহ জাহান কবীর, ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান, ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য রফিকুল ভূইয়া, আবুল কালাম, খোকন মোশাররফ, রমেশ নাথ, সহ সভাপতি মোহাম্মদ তাজু মিয়া ও আবুল বাসার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সালে আহমেদ চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া মিরন, সহ কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, মোহাম্মদ আবু মনসুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে এক

পৃষ্ঠায়
(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানায়, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে ২ লাখ ৯০ হাজার ১৭৮টি অভিযোগ ও দোষ স্বীকারের রেকর্ড রয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া প্রতি ব্যক্তির নামে কমপক্ষে গড়ে চারটি অভিযোগ ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অপরাধ ছিল ৩৩ হাজার ২০৯টি হামলার মামলা, ৪ হাজার ৩৯০টি যৌন অপরাধ, ৭ হাজার ৫২০টি অস্ত্র সম্পর্কিত অপরাধ, ১ হাজার ৭১৩টি হত্যার অভিযোগ বা দোষ স্বীকার এবং ১ হাজার ৬৫৫টি অপহরণের মামলা।

এদিকে, কলোরাডো রাজ্যের বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকায় এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড রিমুভাল অপারেশনস (ইআরও) ডেনভারের কর্মকর্তারা গত বছর ৯ থেকে ২০ ডিসেম্বর ডেনভার শহর ও কাউন্টিতে পরিচালিত এক অভিযানে ২২ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেন। এদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ বা পূর্বে অপরাধমূলক দোষ স্বীকার করার রেকর্ড রয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫ জন মেক্সিকান নাগরিক, ২ জন এল সালভাদর নাগরিক, ২ জন হন্ডুরাস নাগরিক, ১ জন গুয়াতেমালা নাগরিক, ১ জন কলম্বিয়া নাগরিক ও ১ জন ভেনিজুয়েলা নাগরিক। এই ব্যক্তিরা গুরুতর অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে বা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

ইআরও ডেনভারের ভারপ্রাপ্ত ফিল্ড অফিস ডিরেক্টর কেলি ওয়াকার বলেন, 'আমরা আইন প্রয়োগ এবং আমাদের সম্প্রদায় রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছি। কোনো বাধাই আমাদের মিশন থেকে সরাতে পারবে না। আমরা সৎভাবে আইন প্রয়োগ করব এবং প্রতিটি সুযোগে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করব।'

আইসিই জাতীয় নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা এবং সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে এমন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে মনোযোগ দিচ্ছেন। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ ব্যবহার করে, কর্মকর্তারা অপরাধী ও অভিবাসন আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। এই অভিযান জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইসিই-এর অবিচল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করবেন বলে কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন।

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates, السعودية SAUDIA, الإتحاد ETIHAD AIRWAYS, KUWAIT AIRWAYS, TURKISH AIRLINES, QATAR AIRWAYS القطرية
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645





Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

ফের আলোচনায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পর আবারও আলোচনায় এলেন সেই ক্রসফায়ারে পানামা ফারুক।

তাহসানের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তার স্ত্রী রোজা আহমেদের পরিচয় নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন। নেটিজেনরা বলছেন, রোজার বাবা পানামা ফারুক যিনি বরিশালের 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' ছিলেন। ২০১৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী র্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মারা যান তিনি। গণমাধ্যমেও ফের যুবলীগ নেতা ফারুকের সম্পর্কে রোজার পিতার পরিচয় সুত্র তুলে সংবাদ পরিবেশন করছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ। সেই সময়ে বরিশাল নগরে গড়ে ওঠা 'আট বাহিনীর' একটির প্রধান ছিলেন ফারুক। ২০০১ সালে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় এলে এসব শীর্ষ সন্ত্রাসী বিদেশে পালিয়ে যান। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ফারুক ও তার বাহিনীর সদস্যরা দেশের বাইরে পলাতক ছিলেন।

১৯৯৬-২০০১ সালে তখনকার চিফ হুইপ বর্তমানে বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর অনুসারী ফারুক ব্যাপক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতেন। বেপরোয়াভাবে প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও চাঁদাবাজি করতেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে তখন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নগরের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। সেই সময় ফারুক একবার বরিশাল প্রেসক্লাবে হামলা চালিয়ে সাংবাদিকদের মারধর করেন। একে-৪৭ নিয়ে একাধিকবার নগরে মহড়া দেন।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে পানামা ফারুক, মো. জসিমউদ্দিন, কুতুব রানা, মামা খোকন, আবুল বাসার, মোয়াজ্জেম হোসেন ওরফে চুন্নু, মোনায়েমসহ আট বাহিনীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ ছিল নগরবাসী। ২০০১ সালে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় এলে এসব সন্ত্রাসী ভারতে চলে যান। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তারাও দেশে ফেরত আসেন। ২০০৯ সালের ৪ অক্টোবর ফারুক আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আদালতের নির্দেশে কিছুদিন কারাভোগের পর পরবর্তী সময়ে তিনি আবার জামিনে মুক্ত হন।

১৯৯৬ সালের আগে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ফারুক। ওই বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তিনি যুবলীগে যোগ দেন। বাজার রোড এলাকায় নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পানামা ট্রেডার্সের মালিক ছিলেন তিনি। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার পর তার নামের পেছনে ওই 'পানামা' বসে যায়। নাম হয় 'পানামা ফারুক'। ফারুকের বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, চাঁদাবাজিসহ ১০টি মামলা ছিল। তবে ফারুকের পরিবার সে সময় জানিয়েছিল, র‍্যাব তাকে গুলি করে হত্যা করে। তার বিরুদ্ধে আগে অভিযোগ থাকলেও তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন।

তাহসানের বিয়ের খবরে ১০ বছর পর আবারও আলোচনায় এলেন সেই পানামা ফারুক। শোনা যাচ্ছে, তার মেয়ে রোজাকেই বিয়ে করেছেন তাহসান। তাহসানের হবু স্ত্রী রোজা আহমেদ পেশায় মেকওভার আর্টিস্ট। পড়াশোনা করেছেন মার্কিন মুলুকে। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে কসমেটোলজির ওপর পড়াশোনা করে সেখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজের প্রতিষ্ঠান। শহরটির কুইন্সে আছে রোজা'স ব্রাইডাল মেকওভার। ১০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি এ পেশায় যুক্ত। বাংলাদেশে ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্রাইডাল মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন রোজা।

জানুয়ারির শেষ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এজন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুত থাকতে হবে। পাশাপাশি যারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফাইল করতে চান তারা ভিটা ট্যাক্স প্রোভাইডারদের সাথেও কথা বলতে পারেন।

এদিকে ট্যাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদের সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরের মতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

আইআরএস'র বরাত দিয়ে এনরোল্ড এজেন্টগণ জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৪ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়।

ম্যানহাটনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পিক আওয়ারে শহরের ব্যস্ততম অংশে প্রবেশ করতে ৯ ডলার দিতে হবে। তবে অফপিক আওয়ারে দিতে হবে ২ দশমিক ২৫ ডলার।

মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটির চেয়ারম্যান এবং সিইও জান্নো লিবার সাংবাদিকদের বলেন, আমরা গত পাঁচ বছর ধরে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছি। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য ম্যানহাটনের মাঝখানে থাকলেই বোঝা যায় যে নিউইয়র্কে প্রকৃত যানজট সমস্যা রয়েছে।

ইজিপাস (ই-তচধংং) ব্যবহারকারীদের জন্য সপ্তাহের কার্যদিবসে সকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা এবং সপ্তাহান্তে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে ম্যানহাটনে প্রবেশ করতে ৯ ডলার দিতে হবে। অফ আওয়ারে এই টোল ২ দশমিক ২৫ ডলার।

রোববার সকালে টোল কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেও অনেক ড্রাইভার ক্যামেরাগুলোর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, যা তাদের কাছ থেকে ৯ ডলার চার্জ করবে। আর যাদের ইজিপাস নেই তাদের ১৩ ডলার চার্জ গুণতে হবে।

এই টোল ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ যানজট কমানোর সম্ভাবনায় আশাবাদী, আবার কেউ কেউ এটিকে অযৌক্তিক বলছেন।

নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এটি নিউইয়র্ক সিটিকে প্রতিযোগিতামূলক শহরগুলোর তুলনায় পিছিয়ে দেবে এবং ব্যবসাগুলো অন্যত্র সরে যাবে।'

নিউইয়র্ক ছাড়াও লন্ডন এবং স্টকহোমের মতো শহরগুলোতে কনজেশন প্রাইসিং চালু রয়েছে এবং সেগুলো সময়ের সঙ্গে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো চালু করা হলো।

এই উদ্যোগ থেকে সংগৃহীত অর্থ শহরের জনপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে। যদিও অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে আগে যেমন অর্থের যথাযথ ব্যবহার হয়নি, তেমনই এবারও হতে পারে।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারি ২০২৫ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জানুয়ারি ২০২৫ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, ফাইনাল এ্যাকশন ডেট বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএস সিআইএস/ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে অবশ্যই এই তারিখের পূর্বে।

জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিনের সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সর প্রেফারেন্স

প্রথম: (এফ ১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা নভেম্বর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা।

এ. (এফ ২ এ): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান: জানুয়ারি ১, ২০২২।

বি. (এফ ২ বি): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত সন্তান ২১ বছর বা তদূর্ধ বয়সী। মে ২২, ২০১৬।

তৃতীয় (এফ ৩) : ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্রকন্যা: জুলাই ০১, ২০১০।

চতুর্থ: (এফ ৪): প্রাপ্ত বয়সী ইউএস সিটিজেনদেন ভাই বোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।

এ সম্পর্কে পারিবারিক এবং চাকুরী ভিসার বিষয়ে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

নিউইয়র্ক থেকে আলম খানের প্রশ্ন

আজ আমি এই বিভাগে প্রকাশিত একটি প্রশ্ন এবং উত্তর দেখেছি। সেই প্রকাশিত প্রশ্নটি করে তার উত্তর পেতে চাই। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে। আমার বাবা গ্রিন কার্ডধারী হিসেবে এ দেশে বসবাস করছেন বেশ



অনেক বছর ধরে। আমার বাবার বয়স ৭০ বছর। আমি আমার বাবার সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে চাচ্ছি। আমি শুনেছি যে বয়স্ক এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কিছু সুবিধা আছে। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

আলম খানের প্রশ্নের উত্তর

ন্যাচারালাইজেশন ইন্টারভিউ এবং মেডিকেল ডিস অ্যাবিলিটি এক্সেপশন টেস্ট: ন্যাচারালাইজেশন ইন্টারভিউ এর সময় ইউএসসিআইএস কর্মকর্তা আবেদনপত্র এবং ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। এছাড়াও ইংরেজি এবং সিভিক জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। ইংরেজি পরীক্ষার সময় অবশ্যই পড়ালেখা এবং কথা বলা সহ ইংরেজি ভাষা বোঝার মত দক্ষতা আছে এটাও প্রমাণ করতে হবে।

সিভিক টেস্টের সময় ইউএস গভর্নমেন্ট সম্পর্কে এবং ইতিহাস সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ন্যাচারালাইজেশন আবেদনকারীকে দুটি পরীক্ষাই দিতে হয়। তবে কোন কোন আবেদনকারীর বয়স এবং কিছু শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় তাদের পরীক্ষা মওকুফ হতে পারে।

শারীরিক অক্ষমতা ব্যতিক্রমের জন্য ফরম

এন ৬৪৮:

এন-৬৪৮ বা 'অক্ষমতার জন্য মওকুফ' কী? শারীরিক অক্ষমতার বারণে ব্যতিক্রম প্রমাণের জন্য বা ফরম এন-৬৪৮ কিংবা ইংরেজী পড়তে, লিখতে, বলতে না পারা অথবা ইউএসএ'র ইতিহাস এবং সিভিক জ্ঞানে পাশ করার অযোগ্য এমন কিছু আবেদনকারীর জন্য শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় মেডিকেল টেস্ট রোহিত করার অনুমোদন মঞ্জুর হলে আবেদনকারী নিজ ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে- কিংবা তাকে কোন পরীক্ষা দিতে হবে না।

এন-৬৪৮ এর জন্য ৩টি মৌলিক বিষয় লাগবে:

১) ব্যক্তির শারীরিক অক্ষমতা কিংবা অসুবিধা।

২) শারীরিক অবস্থা কমপক্ষে ১২ মাস একই অবস্থায় থাকার আশঙ্কা। এবং

(৩) অক্ষমতা এবং অপারগতার জন্য ইংরেজি বা সিভিক জ্ঞান অর্জন করতে না পারা।

এন ৬৪৮-এর জন্য কি ধরনের শারীরিক পরিস্থিতি থাকতে হবে?

আবেদনকারীকে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রমাণ করতে হবে যে তিনি ইংরেজি এবং ইউএস ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি।

এন-৬৪৮ ফরম:

এন-৬৪৮ এর জন্য আবেদন জানাতে হবে। আবেদনের এই ফর্ম ইউএসসিআইএস ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। তবে এই ফর্ম কেবল মেডিকেল ডাক্তার অষ্টিওপ্যাথি ডাক্তার এবং ক্লিনিক্যাল সাইক্লোজিস্টরাই পূরণ করতে পারবেন। ওই ডাক্তারদের অবশ্যই ইউএসএ'র লাইসেন্সধারী হতে হবে। ডাক্তারকে সত্যায়ন করতে হবে যে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কিভাবে তারা ইংরেজি ও সিভিক জ্ঞান অর্জনে বাধা হয়েছে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত এবং যথাযথ পদ্ধতি জানার জন্য আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল:

kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সা ফ ক থা

রাজনীতির শব্দদূষণ

মোজাম্মেল হোসেন

আমাদের রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য মহানগরে শব্দদূষণ বলতে বুঝি মোটরযানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ও অপ্রয়োজনে হর্ন বাজানোর ফলে নাগরিকদের শ্রবণশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর অতিরিক্ত আওয়াজ। রাজনীতিতে শব্দদূষণের যে আলোচনা এখন তুলছি তা হচ্ছে ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে শব্দের অপপ্রয়োগ ও কদর্থ করা, কখনো না বুঝে, কখনো অসদুদ্দেশ্যে, বিশেষ কোনো মতলবে। ছাত্রদের আন্দোলন-অভ্যুত্থানের ফলে সদ্য বিদায়ী বছরের ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার সাড়ে পনের বছরের একচ্ছত্র স্বৈরশাসন উৎখাত হয়ে বিদায় নেয়ার পর কিছু পুরনো ও নতুন রাজনৈতিক শব্দ বারংবার উচ্চারিত হচ্ছে, সেগুলোর উৎপত্তি, অর্থ-কদর্থ একটু খতিয়ে দেখা যাক। পুরনো শব্দগুলোর ইতিহাস ও অর্থ আমাদের জানা, কিছু কিছু তর্ক থাকতে পারে যা একাডেমিক পরিসরে আছে ও থাকবে। কিছু শব্দ ও শব্দগুচ্ছ নতুনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বা এই প্রথম শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট-অস্পষ্ট কিছু ধারণা ব্যক্ত করতে। সেই ধারণাগুলো নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে। পুরনো-নতুন শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলোর মধ্যে আছে ফ্যাসিবাদ, ফ্যাসিস্ট, ফ্যাসিবাদের দোসর, গণহত্যা, জেনোসাইড, বিপ্লব, দ্বিতীয় স্বাধীনতা, নতুন বাংলাদেশ বা আরও স্টাইলিশ বাংলাদেশ ২.০, জুলাই বিপ্লবের স্পিরিট, জুলাই বিপ্লবের অভিপ্রায়, মুজিববাদ, প্রোক্লেমেশন অফ রিপাবলিক ইত্যাদি।

২০২৪ সালের পহেলা জুলাই ছাত্রদের একটি নতুন প্ল্যাটফরম 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামে আত্মপ্রকাশ করে ছাত্র-তরুণদের জনপ্রিয় দাবি চাকরির কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবির আন্দোলনটি নতুনভাবে জোরদার করে তোলে। ২০১৮ সালে এই দাবি উঠলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটা ব্যবস্থার সংস্কার না করে সব কোটা বাতিল করে দিয়েছিলেন অনেকটা রাগ করে, যা একজন অভিজ্ঞ সরকারপ্রধানের পক্ষে সঙ্গত নয়। পুরো বাতিল করায় নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের বিশেষ সুবিধা দেয়ার সংবিধানের বিধান লঙ্ঘিত হয়। তাই রিট হলে কয়েক বছর পরে সরকারের সিদ্ধান্তটি হাইকোর্ট অবৈধ বলে রায় দেয়। তখনই ওই নতুন ছাত্রনেতারা কোটা ফিরে আসতে পারে আওয়াজ তুলে রাজপথে নামার ডাক দেন। সরকার এ অবস্থা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয় ও ভুল পদক্ষেপ নেয়। সরকারি দলের পেটোয়া বাহিনী ছাত্রলীগের দ্বারা পিটিয়ে আন্দোলন দমনের কৌশল বুমেরাং হয়ে যায় এবং পুলিশি ব্যবস্থায় গেলে রাজপথ শত শত মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের তরফেও স্পষ্টত গোপন পরিকল্পনায় আক্রমণে অনেক পুলিশেরও প্রাণ যায়। আন্দোলনটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শান্তিপূর্ণ ছাত্র-গণআন্দোলন নয়; ছাত্রদের ব্যাপক সমর্থন থাকলেও রাজপথে রহস্যজনক কিছু মহলের তৎপরতা ছিল তা এখন স্পষ্ট। নিষিদ্ধ ঘোষিত আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরীরের সদস্যদের মিছিলে পতাকা নিয়ে অংশ নেয়ার সংবাদচিত্র মিডিয়ায় রয়েছে। আন্দোলনে শহীদদের সকলেই পুলিশের গুলিতে নয়, অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীদের গুলিতেও নিহত হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই সন্দেহের নিষ্পত্তি সম্ভব যথাযথ তদন্ত হলে। তবে সন্দেহ নেই যে, মাত্র তিন সপ্তাহের রাজপথের তীব্র আন্দোলনে শেখ হাসিনার পতনের কারণ হলো তিনটি জাতীয় নির্বাচনে নগ্ন কারচুপি করে ক্ষমতা আঁকড়ে থেকে ঘৃণ্য দুর্নীতিযুক্ত শাসনের ফলে জনসমর্থনের ভিত্তি একেবারে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল।



এই অপশাসনের পতনের পরে জনগণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দেশের রাজনীতির যৌক্তিক গতিপথ হওয়া উচিত ছিল গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা, যার শুরু হবে হাসিনার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত নির্বাচন সঠিকভাবে আয়োজন করে এবং জনগণকে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে দিয়ে। কিন্তু ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের মুহূর্ত থেকেই দেশে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের সকল নিদর্শন, স্মারক, স্থাপনা ও ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠানের উপরও এমন হিংস্র আক্রমণ শুরু হলো যে, এই আন্দোলনের পেছনে ছাত্রসমাজ ও গণতান্ত্রিক শক্তি ছাড়াও ছদ্মবেশে পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি রয়েছে বলে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকলো এবং বিশ্বখ্যাত নোবেলবিজয়ী, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বে একটি দলনিরপেক্ষ অন্তর্বর্তী সরকার দেশ চালনার দায়িত্ব নিলেও পরিস্থিতি ঘোলাটে, অনৈক্য ও সংঘাতের আশঙ্কাপূর্ণ হয়ে উঠলো। সরকার সদুদ্দেশ্যে যেসব সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেগুলোর অজুহাতে এবং অতিরিক্ত দাবি তুলে নির্বাচনকে পিছিয়ে দেয়ার জন্য কিছু মহল তৎপর আছে। এই মহলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক মহল কৌশলগতভাবে কিছুটা নিম্নস্বরে থাকলেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পরিচয়ের গ্রুপটি ১৯৭২ সালে বলবৎ দেশের সংবিধানকে 'কবর দেয়ার' মতো আওয়াজ ও আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার আগ্রাসী দাবি তুলছে। এই পটভূমিতেই ওই রাজনৈতিক শব্দদূষণ বিচার্য।

'ফ্যাসিবাদ', 'বিপ্লব', 'গণহত্যা' প্রভৃতি শব্দগুলোর ভাষিক অর্থ, ব্যুৎপত্তি, সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থ না বুঝে বেধড়ক ব্যবহার করা হচ্ছে। উচ্চপদস্থ জ্ঞানী লোকেরাও তা করছেন। এর ফলে বিষয়বস্তুর প্রকৃত অনুধাবন এবং ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের জ্ঞান অর্জনের পথে অন্তরায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

তিরিশ বছর ধরে প্রবাসী বাংলাদেশের কবি, বিশ্বে খ্যাতি অর্জনকারী তীক্ষ্ণধী মানবতাবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন সর্বপ্রথম এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার ফেসবুক পোস্টে গত ২রা নভেম্বর ২০২৪-এ যা লিখেছিলেন সেটি আমি প্রায় সবটুকু উদ্ধৃত করতে চাই বিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরার জন্য। দেশের ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর আক্রমণের মুখে প্রাণ রক্ষার্থে এই লেখিকা দেশত্যাগে বাধ্য হলেও দেশে আসতে চান এবং বাইরে থেকে প্রতিনিয়ত দেশের পরিস্থিতি গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশ করেন। ওই পোস্টে তিনি লেখেন: "সেই যে আগস্ট থেকে ফ্যাসিস্ট শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে, আজও বন্ধ হচ্ছে না। ফ্যাসিস্ট মানে কী, তা ভালো করে না জেনেই সমন্বয়করা এই শব্দটি আমদানি করেছে। এখন এমন হয়েছে হাসিনাকে ফ্যাসিস্ট না বলা মানে হাসিনাকে সমর্থন করা। আমি হাসিনার সরকারকে ফ্যাসিস্ট সরকার বলি না, আমি তাকে 'গণতান্ত্রিক সরকার হয়েও সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা না করা, দুর্নীতি করবে না শপথ করেও দুর্নীতি করা, বাকস্বাধীনতা মানবে কথা দিয়েও বাকস্বাধীনতা না মানা, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে বলার পরও ইসলামকে সব ধর্মের উপরে রাখা, বিরোধী দলের ক্ষতি করছে না বলেও ক্ষতি করা, মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে না কথা দিয়েও লঙ্ঘন করা সরকার' বলি। এইসব প্রতারণা, ছলচাতুরী, এইসব স্বার্থপরতা সব সরকারই করে, ...হাসিনার সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল বলে তার দোষ বেশি চোখে পড়ে। হাসিনা আক্ষরিক অর্থে ফ্যাসিস্ট নন। তাকে ফ্যাসিস্ট বললে ফ্যাসিজমের ভয়াবহতাকে ছোট করে দেখা হয়। ফ্যাসিজম ভয়ঙ্কর জিনিস। ফ্যাসিস্টের উদাহরণ হিটলার, মুসোলিনি। তাদের কারণে ৯ কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু কিছু সাদা ত্বকের নীল রক্তের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা, বাকি সব কালো হলুদ বাদামি মানুষকে হত্যা করা। সব পঙ্গু, প্রতিবন্ধীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া। সব কমিউনিস্টকে, সব জিপসিকে, সব ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন বর্ণের, ভিন্ন জাতের মানুষকে মেরে ফেলা। ফ্যাসিস্ট বললে তাদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা মনে পড়ে। সত্যিকার ফ্যাসিস্টের তুলনায় হাসিনা কিছুই নন, মন্দ কিছু যদি বলতেই হয়, তাহলে নিতান্তই স্মল টাইম থাগ।"

এই মুহূর্তেও বিশ্বের অন্য কোনো দেশের সংবাদমাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে ফ্যাসিস্ট বলা হচ্ছে না। ডিকটেটর, অটোক্র্যাট, অথরিটেরিয়ান, টোটালিটেরিয়ান প্রভৃতি বলা হচ্ছে। উল্লেখ করা যায়, ইরাকের সাদ্দাম হুসেনের সরকার ও তার বাথ পার্টির কার্যকলাপ শেখ হাসিনার চেয়ে অনেক বেশি ফ্যাসিবাদী ধরনের হলেও তাকে উৎখাতকারী আমেরিকাসহ পশ্চিমী দুনিয়া তাকে ফ্যাসিস্ট বলে না। ইতিহাসে বিশ শতকের প্রথম ভাগে ইতালির মুসোলিনি, জার্মানির হিটলার ও স্পেনের ফ্র্যাঙ্কোর ফ্যাসিবাদ এই শাসনপদ্ধতির সংজ্ঞা তৈরি করেছে। তারা নিজেদের পরিচয় এই নামেই দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের স্খলন ও স্বৈরশাসনের নানা ধরন আছে, মাত্রা আছে। সবই ফ্যাসিবাদ নয়, সবাই ফ্যাসিস্ট নন।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা আদিলুর রহমানের বিখ্যাত মানবাধিকার নজরদারি প্রতিষ্ঠান 'অধিকার' জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রান্তিকের যে নিয়মিত দ্বিভাষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে শেখ হাসিনার সরকারকে ইংরেজি বয়ানে 'অথরিটেরিয়ান অ্যান্ড রিপ্রেসিভ রেজিম' এবং বাংলায় 'কর্তৃত্ববাদী শাসন' উল্লেখ করা হয়েছে। একবারও ফ্যাসিস্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। তিনিও তার প্রাতিষ্ঠানিক দলিলে না লিখলেও মুখে হাসিনাকে ফ্যাসিস্ট বলছেন।

বাংলায় 'গণহত্যা' আমরা ইংরেজির 'ম্যাস কিলিং' ও 'জেনোসাইড' উভয় অর্থে ব্যবহার করি। আমাদের আলাদা শব্দ নেই। জুলাই-আগস্টে আন্দোলনের সময় যে বিপুল সংখ্যক হত্যা সংঘটিত হয়েছে তাকে ম্যাস কিলিং অর্থে হত্যাযজ্ঞ বা বিপুল হত্যাযজ্ঞ বললে ঠিক আছে, কিন্তু এই নিহতের সংখ্যা বেশি হলেও এ ঘটনা কিছুতেই 'জেনোসাইড' নয়। অধিকার-এর প্রতিবেদনে ইংরেজিতে 'ম্যাসাকার' ও বাংলায় 'হত্যাযজ্ঞ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, 'জেনোসাইড' ও 'গণহত্যা' নয়।

জেনোসাইড নিহত মানুষের সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত হয় না। হয় হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্য ও চরিত্র অনুযায়ী। অল্প সংখ্যক মানুষের হত্যাও জেনোসাইড যদি তা জাতি, ধর্ম, গোত্র, লিঙ্গ প্রভৃতি কোনো না কোনো বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে নির্মূল করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। মাত্র কয়েক ডজন মানুষের একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে মেরে নিঃশেষ করলে বা করতে চাইলেও জেনোসাইড। হিটলার যখন ইহুদিদের নির্মূলের জন্য পদ্ধতিগত হত্যাযজ্ঞ চালান তখন তা জেনোসাইড। পাকিস্তানি বাহিনী জাতি হিসেবে বাঙালিদের লক্ষ্য করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। পরে হিন্দুদের শুধু ধর্ম পরিচয়েই হত্যা করতো। এটা জেনোসাইড। এখনো এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। রুয়ান্ডায় টুটসি জাতিগোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য জেনোসাইড হয়েছিল। এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

শেখ হাসিনাকে ফ্যাসিস্ট, আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিবাদী দল বলে তাকে নিষিদ্ধ করা বা নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার দাবি তুলে প্রকৃত ফ্যাসিবাদকে না বুঝে এই বিভ্রান্তির আড়ালে আওয়ামী লীগকে ঠেকিয়ে অন্য নামের প্রকৃত ফ্যাসিবাদীদের পথ পরিষ্কার করা হয় কি-না সেটা দুশ্চিন্তার বিষয়।

তবে শেখ হাসিনার শাসনামলে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যার যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধ। এর বিচার অবশ্যই হতে হবে। সুনির্দিষ্ট অপরাধীদের, হুকুমদাতাদের যথাযথ বিচার করেই তা হতে হবে।

কোনো বিপ্লবী লক্ষ্য, বিপ্লবী দল বা কর্মসূচি ও তাতে জনগণকে প্রস্তুত না করে বিক্ষুব্ধ মানুষের অভ্যুত্থানে একটি সরকার বদলকে 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলা হচ্ছে। এবং আগে যেসব দাবি ছিল না সেগুলোকে সামনে এনে সরকার পতনের পরে 'শহীদদের আকাঙ্ক্ষা', 'বিপ্লবের অভিপ্রায়' ইত্যাদি বলে চালানো হচ্ছে। বিশিষ্ট বামপন্থি তাত্ত্বিক, গবেষক, রাজনীতিক ও লেখক বদরুদ্দীন উমর গত ২৬শে অক্টোবর ২০২৪-এ 'জনতার চোখ' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বলেন, "একটি বড়... এই পরিবর্তন কোনো সামাজিক বিপ্লব নয়। এখানকার উৎপাদন সম্পর্ক, বণ্টন সম্পর্ক এই আন্দোলন পরিবর্তন করে দিয়েছে এমন সমাজবিপ্লব এটি নয়।" তবে এই পরিবর্তন ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসা রাজনৈতিক দলগুলোকে সাবধান করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সামাজিক বিপ্লব দূরের কথা- পুরানা রাষ্ট্রপতির কাছে সংবিধানের অধীনে শপথ নিয়ে সরকার গঠন কোনো রাজনৈতিক বিপ্লবও নয়। তা এখন প্রতিদিন প্রমাণিত হচ্ছে। সরকারের নিয়োজিত সংবিধান বিষয়ে সংস্কার কমিশনের প্রধান মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলী রিয়াজ গত ১৪ই সেপ্টেম্বর 'দি ডেইলি স্টার'-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, "এটি গণঅভ্যুত্থান, গণমানুষের অভ্যুত্থান।...বিপ্লব বলবো না এ কারণে যে, বিপ্লবের পর নেতৃত্বদানকারীরা সরকার গঠন করে। এক্ষেত্রে তা হয়নি।" ঘোরতর হাসিনা-বিরোধী ইউটিউবযোদ্ধাদের অন্যতম জনপ্রিয় বিশ্লেষক জাহেদুর রহমানও তার 'জাহেদস টেক' চ্যানেলে বিপ্লব না বলে গণঅভ্যুত্থান বলেছেন যুক্তি দিয়ে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ইতিহাসের উঁচু আসন থেকে টেনে নামাতে 'মুজিববাদ' শব্দটি কোথা থেকে টেনে বের করেছেন। দাবি করেছেন '১৯৭২-এর মুজিববাদী সংবিধান' বাতিলের। রাজনীতিক ও সুলেখক খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের এই নামের একটি বই ১৯৭২ সালে বেরিয়েছিল। 'মুজিববাদ' অভিধান কখনো স্থায়ী হয়নি, শেখ হাসিনা তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই অভিধানটি ব্যবহার করেননি, আওয়ামী লীগের দলিলেও নেই।

আর কোনো দেশের স্বাধীনতা দুইবার হয় না। দ্বিতীয়বার পরজাতির অধীন হলে প্রয়োজন হতে পারে। ইতিহাসে তার নজির কৈ? ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে খাটো করে দেখার বালখিল্য আবিষ্কার 'বাংলাদেশ ২.০' বা 'প্রোক্লেমেশন অফ রিপাবলিক' নিয়ে আলোচনা তাই অবান্তর।





এক লাখ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে , সিটির এলফরএল ও এসওয়াইইপি প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামারের জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে ছয় সপ্তাহের জন্য কাজ করার সুযোগ পান। এখন এলফরএল প্রোগ্রামের আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন নেওয়া হবে। এসওয়াইইপির আবেদন এখনো শুরু হয়নি। তবে খুব শিগগিরই শুরু হবে। এই কাজের জন্য তাদেরকে পেমেন্ট দেওয়া হয়ে থাকে ঘণ্টা হিসাব করেই। এখানে যারা অংশ নিতে চান, তারা আগেভাগেই সব নথিপত্র সংগ্রহ করে। স্ব বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা নেন। ছাত্রজীবনেই চাকরির অভিজ্ঞতা থাকায় লেখাপড়া শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পেয়ে যান। এই ইন্টার্নশিপ আগামী দিনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের নেতৃত্ব দিতে
প্রস্তুত করে। এলফরএল প্রোগ্রামটি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত একটি প্রোগ্রাম, যা হাইস্কুল ও কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিউইয়র্ক সিটিতে নেতৃস্থানীয় করপোরেশন, অলাভজনক সংস্থা এবং সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্নশিপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়।

লিডার ইন্টার্নদের নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগকর্তারা চাকরির জন্য প্রস্তুত আবেদনকারীদের সঙ্গে মিলিত হন। যাদের বাছাই করা হয়, তাদেরকে ইন্টারভিউয়ের জন্য তৈরি করা হয়। শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিযোগিতামূলক আবেদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান এবং ৩০ ঘণ্টা প্রাক-নিয়োগ প্রশিক্ষণ পান।

সামার ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম (এসওয়াইইপি) হলো যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ যুব কর্মসংস্থান কর্মসূচি, যা ১৪ থেকে ২৪ বছর বয়সী নিউইয়র্ক সিটির যুবকদের ক্যারিয়ার অন্বেষণের সুযোগ এবং প্রতি গ্রীষ্মে বেতনের কাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করে। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন আগ্রহ এবং কর্মজীবনের পথ অন্বেষণ করতে পারেন, কর্মসংস্থান লাভ করতে পারেন।

নবযুগ সম্পাদক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, চার কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। শাহাব উদ্দিন সাগর তার মরহুম বাবার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় সকলের কাছে দোয়া করেছেন। মরহুম শামশুল আলমের নামাজে জানাজা শুক্রবার বাদ জোহর অনুষ্ঠান শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়েছে।

এদিকে নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগরের পিতা শামশুল আলমের ইন্তেকালে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

হিলারি, মেসি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পারেননি।যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য খাতে বিশেষ অবদান রাখা এই গুণীজনদের মধ্যে আরও রয়েছেন নিহত সিনেটর রবার্ট এফ কেনেডি, সাবেক সিনেটর মিট রমনির বাবা প্রয়াত জর্জ রমনি, উদারপন্থী রাজনীতিবিদ ও ধনকুবের জর্জ সরোস, গণমাধ্যমের নির্বাহী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আনা উইনটুর, সংগীতশিল্পী বোনো, অভিনেতা মাইকেল জে ফক্স, বাস্কেটবল কিংবদন্তি আরভিন, বিনিয়োগকারী ডেভিড এম রুবেনস্টেইন।

উল্লেখযোগ্য আরও আছেন সফটওয়্যার খাতের উদ্যোক্তা টিম গিল, ফ্যাশন ডিজাইনার রাফ লরেন, 'দ্য সায়েন্স গাই' নামে পরিচিত টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব বিল নাই, ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের প্রধান ও প্রতিষ্ঠাতা জোস আন্দ্রেস, প্রয়াত সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাশটন বি কার্টার, প্রাইমাটোলজিস্ট জেন গুডঅল, অধিকারকর্মী ফ্যানি লোউ হ্যামার, আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ স্টিভেনস জুনিয়র ও অভিনেতা ডেনজেল ওয়াশিংটন।

শনিবার প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম নিয়ে এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস বলেছে, 'সম্মাননা পেতে যাওয়া ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রকে আরেকটু এগিয়ে নেওয়ার স্বীকৃতিই পাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বিশ্বাস করেন, বড় নেতারা বিশ্বাসে অবিচল থাকেন, সবাইকে প্রাপ্য সম্মান দেন ও ভালো আচরণকে সবার ওপরে স্থান দেন।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এই ১৯ জনের প্রত্যেকেই ভালো নেতা, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রকে আরেকটু এগিয়ে নিয়েছেন। তাঁরা ভালো নেতা, কারণ তাঁরা ভালো মানুষ, যাঁরা দেশের ও বিশ্বের জন্য অসাধারণ অবদান রেখেছেন।'

জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি আইসিইউতে লাইফসার্পোটে রয়েছেন। এছাড়াও তিনি ক্যান্সার ও ডায়াবেটিসহ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।

পদত্যাগ করতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পর তাঁর বিরাগভাজন হয়ে পড়েন।

২০১৩ সালে এমন একসময় ট্রুডো লিবারেল পার্টির দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যখন দলটি গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত। সে সময় হাউস অফ কমন্সে তৃতীয় অবস্থানে নেমে গিয়ে ছিল লিবারেল পার্টি।

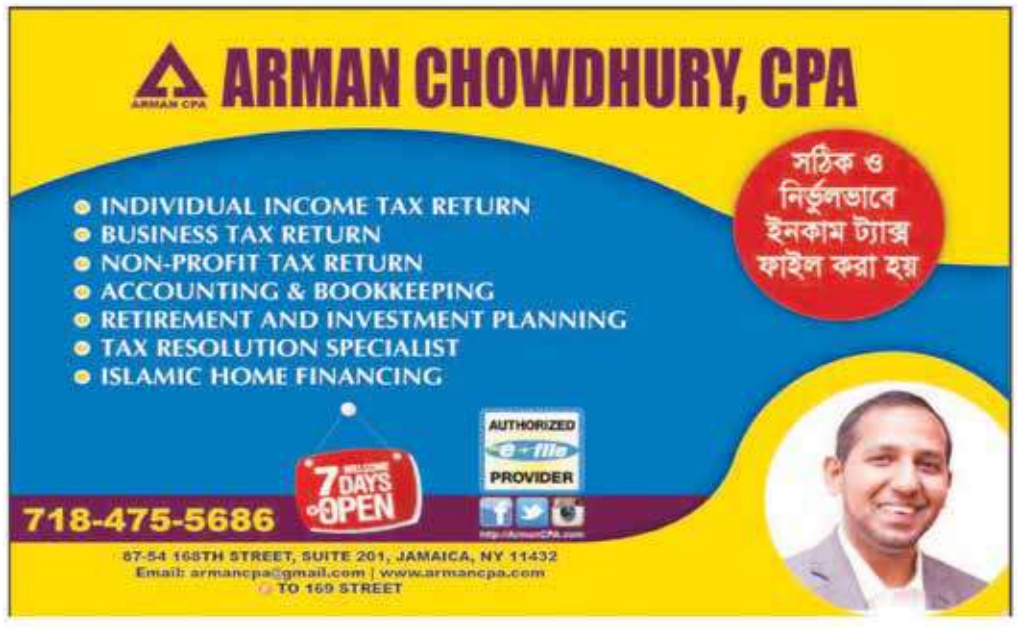
ট্রুডোর প্রস্থানে নতুন করে নেতৃত্ব সঙ্কটে পড়বে তার দল। আর সেটা এমন সময়ে ঘটবে, যখন আগামী অক্টোবরের নির্বাচনে রক্ষণশীলদের কাছে লিবারেলদের বাজেভাবে হারার পূর্বাভাস দিচ্ছে বিভিন্ন জনমত জরিপ।

অবশ্য ট্রুডো পদত্যাগ করলে নির্বাচন এগিয়ে আনার দাবি জোরালো হয়ে উঠতে পারে, কারণ আগামী চার বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি সরকার কানাডা চাইবে।

কানাডিয়ান সংবাদপত্রকে একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো অর্থমন্ত্রী ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করেছেন যে- তিনি অন্তর্বর্তীকালীন নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কি-না।

এসব বিষয়ে জানতে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করে সাড়া মেলেনি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।









Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির বর্ষবরণ







নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের অন্যতম সংগঠন 'এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির বর্ষবরন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউয়ের একটি রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩১ডিসেম্বর শতাধিক প্রবাসী এস্টোরিয়াবাসী ও আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মিলিনিয়াম টিভির ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক ও গেস্ট অব অনার ছিলেন নরসিংদী জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান আজহার ইসহাক খোকা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আবুল বাশার মিলন।

আরো উপস্থিত ছিলেন উদযাপন কমিটির আহব্বায়ক মনিরুল ইসলাম ও প্রধান উপদেস্টা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম ভূঁইয়া।বিশেষ অতিথি জনাব আবদুর রহমান,মফিজুল ইসলাম দুলাল,আখতার হোসেন,হারুনুর রশিদ, জসিম খন্দকার,জাভেদ উদ্দিন,গাজী এস এ জুয়েল,মাসুম বেপারী, তানজিল আহমেদ, আমিনুল খান, পিটুল খান, তাহমিনা নুপুর, সুমনা আহমেদ, সোভা বেগাম, সাবিকুন নাহার উপস্থিত ছিলেন ।

বর্ষবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সদস্য সচিব আহসানুল ইসলাম শিমূল। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন এম এম জিন্নাত, মোমেন সরকার, মাহমুদ, বিপুব, সেন্টু, শফিক।

সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পি নাজু আখন্দ, সজিব,জুয়েল ও পলাশী। রাত ১২:০১ মিনিটে সবাই নেচে গেয়ে ২০২৫ নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ উল্লাস করেন ।

সব শেষে ১ জানুয়ারী রাত ১টায়এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি আবুল বাসার মিলন সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।-- প্রেস রিলিজ

নিউইয়র্কে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক: জাতীয় পার্টির ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দলের যুক্তরাষ্ট্র শাখা বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মীর উপস্থিতিতে নিউইয়র্কে আনন্দঘন পরিবেশে দিনটি পালন করা হয়। গত ১ জানুয়ারী বুধবার বিকালে এস্টোরিয়াস্থ একটি রেষ্টুরেন্ট এর মিলানায়তনে সংগঠনের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা ও সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, উপদেষ্টা জসিম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে অতিথিসহ আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ সভাপতি সফিউল আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, যুগ্ম সম্পাদক মীর জাকির, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আক্তার চৌধুরী, যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, কোষাধক্ষ্য জি এম ইলিয়াস, বাংলাদেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগের সদস্য নাজিম উদ্দিন আহমেদ, জাপা'র সদস্য রফিকুল ইসলাম ও মনির আহমেদ, এষ্টোরিয়া সোসাইটির সভাপতি আবুল বাশর মিলন, বলাকা সোসাইটির সভাপতি আজাহুরুল হক খোকা, সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ মুসলিম, মোহাম্মদ জিন্না, মিজানুর রহমান, আবুল খায়ের আকন্দ, মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশের সনামধন্য শিল্পী কানিজ ফাতেমার কণ্ঠে দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং গেলো ২০২৪ সালে এবং ইতিপূর্বে জাতীয় পার্টির যেসকল নেতাকর্মী মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, আজ জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আমাদের মাঝে নাই, কিন্তু নেতার আদর্শ নিয়ে আমরা আগামী বৎসর পার্টির কাজ করে যাব। তিনি গ্রাম বাংলার গরীব শ্রমিক মেহনতি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে এই দিনে জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় পার্টির সৎ চরিত্রবান মানুষের হাতে দলের যুক্তরাষ্ট্র শাখার কমিটি দিতে হবে। যারা নিজের নাম



সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরিচয় দিয়ে পত্রিকায় প্ররোচনা করেন তাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করার জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান ও মহাসচিব এর প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানান বক্তারা।

জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্টপোষক বেগম রওশন এরশাদ পার্টির সকলে মিলেমিশে কাজ করার যে আহব্বান জানিয়েছেন এজন্য নেত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তারা বলেন, আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় যাবে। আগামী দিনে রংপুর হবে এরশাদের ঘাটি।

সভায় ২০২৫ সালে একটি বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ গড়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস সরকারকে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার পক্ষ থেকে সমর্থন এবং প্রয়োজনীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কার করে একটি সুষ্ঠ সুন্দর ও সকলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেয়ার জন্য আহবান জানানো হয়।

পরিশেষে মরহুম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান রওশন এরশাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে দোয়া করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মঈনুউজজামান চৌধুরী'র মাতৃবিয়োগ





(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরিবারের সাথে নিউইর্য়র্কে বসবাস করছিলেন। মরহুমার নামাজে জানাজা শুক্রবার বাদ এশা এস্টোরিয়ার মসজিদ আল ইখলাসে অনুষ্ঠিত হয়। পারিবারিক সিদ্ধান্তে তার মরদেহ বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে গ্রামের বাড়ীতে দাফন হবে বলে জানা গেছে।

মঈনুউজজামান চৌধুরী ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, শুক্রবার দিবাগত রাত ১১টার ফ্লাইটে এমিরাত এয়ারলাইন্সে তিনি ও তার আরেক ভাই সহ মায়ের মরদেহ নিয়ে দেশে যাচ্ছেন।

এদিকে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মঈনুউজজামান চৌধুরী'র মায়ের ইন্তেকালে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।



সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ১৬ : সোমবার, পৌষ ২২, ১৪৩১ / রজব ০৪, ১৪৪৬
Vol. 29 Issue 16, January 06, 2025 USA.
Free in NY, Other State $1.

ফের আলোচনায় তাহসানের শ্বশুর নিহত 'পানামা ফারুক'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নতুন বছরে বিয়ের খবর দিয়ে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা তাহসান খান। শনিবার (৪ জানুয়ারী) সকাল থেকেই নেটিজেনরা এই নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাচ্ছেন। এমনও লিখেছেন কেউ কেউ, 'অবশেষে চাঁদের আলো খুঁজে পেয়েছেন তাহসান।' কিন্তু চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে সেটিই যেন প্রমাণ হয়ে গেল তাহসানের ক্ষেত্রে। তাহসানের বিয়ের খবরে ১০ বছর



বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে শুরু হচ্ছে ট্যাক্স রিটার্ন

চলবে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত

বিশেষ প্রতিনিধি: ২০২৪ সালের ট্যাক্স রিটার্ন চলতি জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে। কোনো জরিমানা ছাড়াই ট্যাক্স ফাইলিং চলবে আগামী ১৫ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্যন্ত। তবে কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না পারলে ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। যারা ট্যাক্স রিটার্ন-এর ঝক্কি-ঝামেলা কিংবা ভিড়বাট্টা এড়াতে চান, তারা আগেভাগেই ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন। এ জন্য তারা অভিজ্ঞ সিপিএ কিংবা ট্যাক্স ফাইল করেন এমন আইআরএস এনরোল এজেন্ট (ইএ)-এর সাথেও কথা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখতে পারেন। তবে

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন জাস্টিন ট্রুডো?

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ দেশের রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। বিরোধীরা তো বটেই, দলের মধ্যে থেকেও উঠছে পদত্যাগের দাবি। এমন পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করতে চলেছেন কানাডার এই প্রধানমন্ত্রী। সোমবার (৬ জানুয়ারি) তার পদত্যাগের ঘোষণা আসতে পারে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো লিবারেল পার্টির নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন বলে খবর প্রকাশ করেছে দেশটির সংবাদমাধ্যম গ্লোব অ্যান্ড মেইল।

কানাডার সংবাদমাধ্যম গ্লোব অ্যান্ড মেইলের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে রয়টার্স বলছে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সোমবারের মধ্যে লিবারেল পার্টির নেতা হিসেবে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল রবিবার



তিনটি সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে। দলীয় নেতৃত্ব ছাড়ার পাশাপাশি ট্রুডো তাৎক্ষণিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেবেন, না নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার আগ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবেন, সেটাও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কোনো বক্তব্য জানতে পারেনি গ্লোব অ্যান্ড মেইল।

একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমকে বলেছে, কানাডার বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্কের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো আলোচনা করেছেন। তিনি অর্থমন্ত্রীকে বলেছেন, অন্তর্বর্তী নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক কি না। তবে লেব্ল্যাঙ্ক নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করলে তাঁর পক্ষে এ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হবে না।

ট্রুডো এ পর্যন্ত দুটি বিশেষ নির্বাচনে ভোট ও নিরাপদ আসন হারানোর বিষয়ে উদ্বিগ্ন লিবারেল আইনপ্রণেতাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ডিসেম্বরের পর থেকে তাঁর পদত্যাগের আহ্বান জোরালো হচ্ছে। বিশেষ করে ট্রুডো যখন অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ডকে পদচ্যুত করার চেষ্টা করেছিলেন। ক্রিস্টিয়া ছিলেন ট্রুডোর মন্ত্রিসভার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একজন। তিনি ট্রুডোর দেওয়া ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করার

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

এক লাখ কর্মসংস্থান করবে নিউইয়র্ক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলতি বছরের সামারে এক লাখ স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের কাজের সংস্থান করবে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ। সিটি প্রশাসন জানিয়েছে, শিক্ষার্থী এমনকি নিউইয়র্কের ম্যানহাটন, কুইন্সসহ ৫টি বরোতে যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এমন নির্দিষ্ট বয়সী কিশোর-কিশোরীরা সামারে কাজের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে আবেদন করার সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৪ বছর। কাজ বিষয়ক কিছু প্রোগ্রাম আছে শুধু স্টুডেন্টের জন্য আর কিছু প্রোগ্রাম আছে ১৪ থেকে ২৪ বছর বয়সী সবার জন্য।

একই সাথে শিক্ষার্থীরা নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারবেন।

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

বিয়ানীবাজার সমিতির বিজয় দিবস পালন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাংলাদেশের ৫৪তম মহান বিজয় দিবস পালন করেছে। সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সদস্যদের দীর্ঘদিনের দাবী সমিতি ভবন সমিতির নামে রেজিষ্ট্রেশন হওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে সমিতির তৎকালীন সমিতি সভাপতি বুরহান উদ্দীন কপিল, সাধারণ সম্পাদক আহমদ এ হাকিম ও কোষাধ্যক্ষ

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মঈনুউজজামান চৌধুরী'র মাতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মইনুল ইসলাম ও আসাদুল গণি আসাদের নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র কোষাধক্ষ্য, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মঈনুউজজামান চৌধুরী'র মা ফাজিলাতুন চৌধরী ইন্তেকাল করেছেন। নিউইয়র্ক এলমহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার (৩ জানুয়ারী) ভোর তিনটার দিকে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বয়স হয়েছিলো ৮১ বছর। মৃত্যুকারে তিনি ৩ পুত্র ও ২ কন্যা সহ বহু আত্নীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ'র।

মরহুমা ফাজিলাতুন চৌধুরীর সন্তানেরা সকলেই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। তার গ্রামের বাড়ী সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার পুর্ব মুড়িয়ার ইউনিয়নের অষ্টগ্রাম। তিনি দীর্ঘদিন ধরে

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

হিলারি, মেসি, সরোসসহ ১৯ জনকে 'মেডেল অব ফ্রিডমে' ভূষিত করলেন বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম পদকে ভূষিত হয়েছেন হিলারি ক্লিনটন, জর্জ সরোস, ড্যানজেল ওয়াশিংটন, মেসিসহ ১৯ জন তারকা। শনিবার (৪ জানুয়ারী) বিকেলে হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাজনীতি, ক্রীড়া, বিনোদন, নাগরিক অধিকার, এলজিবিটিকিউ প্লাস অধিকার প্রচারণা এবং বিজ্ঞানে অবদান রাখায় তাঁদের প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম প্রদান করেন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিদায় নেওয়ার মাত্র ১৬ দিন আগে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ বিভিন্ন জগতের ১৯ জন তারকাকে দেশটির অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মাননা 'প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডমে' ভূষিত করেছেন জো বাইডেন। শনিবার হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে এক অনুষ্ঠানে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সাবেক ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটনসহ সম্মাননা পাওয়া ব্যক্তিরা কিংবা তাঁদের প্রতিনিধিদের বাইডেন এ পদক পরিয়ে দেন। সম্মাননা গ্রহণ করেছেন জনপ্রিয় ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিও। তবে শিডিউলের কারণে তিনি সশরীর অনুষ্ঠানস্থলে আসতে

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগরের পিতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগরের পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা শামশুল আলম ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সময় শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ঢেমুশিয়া গ্রামের নিজ বাড়িতে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না



বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কমিউনিটি নেতা নুরুজ্জামান শাহী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক প্রবাসী কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিতমুখ, বিশিষ্ট রাজনীতিক নুরুজ্জামান শাহী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। তার সুস্থতার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া কামনা করা হয়েছে। শাহীর কন্যা জানান, তার বাবা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে লং



বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

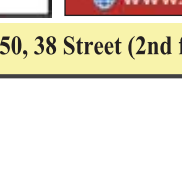
যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল

এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর

দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: শুরু হলো নতুন বছর ২০২৫। সবাইকে ইংরেজী নতুন বছরের শুভেচ্ছা। একজন সংবাদ কর্মী হিসেবে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক, সাংবাদিক ও সাংবাদকর্মীদের সাথে আমার সুসম্পর্ক বলেই মনে করি। বিশেষ করে কমিউনিটির স্বার্থে নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা 'ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা-ইউএনএ' প্রতিষ্ঠা এবং এই সংস্থার মাধ্যমে নিউজ সার্ভিসের কারণে মাননীয় সম্পাদক মহোদয়গণের সাথে বিশেষ সম্পর্ক। আর এই সম্পর্কের খাতিরে অনেক সময় অনেক আড্ডায় কোন কোন সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে আড্ডায় পেশাগত সুখ-দুখের আলাপ হয়। নতুন বছরের শুরুতে এক সম্পাদকের সাথে এক চায়ের আড্ডায় কথা প্রসঙ্গে তিনি জানানালেন-

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

নোয়াখালী সোসাইটি'র নতুন প্রজেক্ট 'বাংলাদেশ কমপ্লেক্স'

'বাংলাদেশ সেমিট্রি'র জমি ক্রয় সম্পন্ন

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র ইতিহাসে বৃহত্তম প্রজেক্ট 'বাংলাদেশ সেমিট্রি'র জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। চলছে পরবর্তী কর্মকান্ডের সাথে বিশেষ ডিসকাউন্টে কবর ক্রয়। নিউইয়র্কের আপ স্টেটের মিডলটাউনে এক শত ২৬ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে 'বাংলাদেশ সেমিট্রি' অর্থাৎ মুসলিম গোরস্তান। এছাড়াও সোসাইটির নতুন ও পঞ্চম প্রজেক্ট নেয়া হচ্ছে শীঘ্রই। এই প্রজেক্ট হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য 'বাংলাদেশ কমপ্লেক্স'। অতীতের মত আগামীতে সবার সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে এই প্রজেক্টও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

শনিবার (৪ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের মুন লাইট পার্টি হলে আয়োজিত জনাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য জানানো হয়। বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের

বাকি অংশ ২৩ পৃষ্ঠায়







Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com